আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

এশিয়ার কোন দেশে হজের খরচ কত?



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : করোনা সংক্রমণের কারণে গত দুই বছর হজ করার ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতা **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৩৪ || সোমবার || জৈষ্ঠ্য ৯ || ১৪২৯ || শাওয়াল ২২ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 34 || 23 May || 2022 || USA. **FREE** in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

আইএমএফ প্রধানের হুঁশিয়ারি

গরিবরা সহায়তা না পেলে দেশে দেশে শ্রীলঙ্কা পরিস্থিতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : দরিদ্রদের সহায়তা করতে বিভিন্ন দেশের সরকার ব্যর্থ হলে, শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি দেখা দিতে পারে দেশে দেশে। এমন সতর্কতা উচ্চারণ করে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল আইএমএফের প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা বলেছেন, সমাজের অতি দরিদ্রদের খাদ্যে এবং জ্বালানিতে ভর্তুকি দেয়া প্রয়োজন সরকারগুলোর। এক্ষেত্রে সরকার যদি যথাযথ সাপোর্ট না দেয়, তাহলে শ্রীলঙ্কায় যে পরিস্থিতি দেখা গেছে, তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে অনেক দেশে। কিছু কিছু সরকার কিছুটা সাহায্য করছে। কিন্তু সমালোচকরা বলছেন, তা যথেষ্ট নয়। তিনি বিবিসিকে বলেছেন, বিশ্বজুড়ে মানুষ ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তিনি বলেন, এই সাপোর্ট দিতে হবে অত্যন্ত 'টার্গেটেড' উপায়ে এবং মানুষকে সরাসরি ভর্তুকি দিতে হবে। জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধির মতো সংকটের ইস্যুতে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে দুটি অগ্রাধিকার আছে। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

খালেদা জিয়া জ্বরে আক্রান্ত



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া আবারও জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। গত এক সপ্তাহ ধরে তার শরীরে তাপমাত্রা ওঠানামা **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে মাঙ্কিপক্স

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : রহস্যজনকভাবে বিশ্বজুড়ে মাঙ্কিপক্সের বিস্তার বাড়ছেই। এ পর্যন্ত ১২টি দেশে ৯২ জন নিশ্চিত ও ২৮ জন সন্দেহভাজন রোগী শনাক্ত হওয়ার পর রোগটি নিয়ে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। সংস্থার আশঙ্কা, বিশ্বজুড়ে রোগটির প্রাদুর্ভাব বাড়তে পারে। এই



পরিস্থিতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, মাঙ্কিপক্সের বিস্তার যাতে কমানো যায় সে বিষয়ে সামনের দিনগুলোতে তারা নির্দেশনা ও পরামর্শ দেবে।
ডব্লিউএইচওর মতে, এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য নির্দেশ করছে, এই রোগ মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়। লক্ষণ আছে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

হাজী সেলিমকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : দুর্নীতি মামলায় ১০ বছরের দ-প্রাপ্ত সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



আদালত অবমাননা ঃ ১ লাখ ১০ হাজার ডলার জরিমানা গুনলেন ট্রাম্প



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : তদন্তে যথাযথ সহযোগিতা না করায় নিউইয়র্কের আদালতের ধার্যকৃত জরিমানা পরিশোধ করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার ১ লাখ ১০ হাজার ডলার জরিমানা **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

সৌদি আরবে সব নারী ক্রু নিয়ে উড়ল প্রথম ফ্লাইট

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সৌদি আরবে এই প্রথম সব নারী ক্রু নিয়ে একটি ফ্লাইট পরিচালনা করা হয়েছে। রক্ষণশীল



দেশটিতে এ ঘটনাকে নারীর ক্ষমতায়নের মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় সময় (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

বাংলাদেশে প্রচন্ড ডলারের সংকট

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ডলারের সংকট থেকে উত্তরণে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে বহুমুখী তদারকি জোরদার করা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের তদারকির ফলে গত দুই কার্যদিবসে বাজারে ডলারের দাম বাড়েনি। আগের দামেই ব্যাংকে ডলার বিক্রি হচ্ছে। এদিকে কার্ব মার্কেটে বা খোলা বাজারেও নগদ ডলারের দাম **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawny@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

বিসমিল্লাহ্হির রাহমানির রাহিম

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইঁক

নির্বাচন ২০২২-২০২৪

জালালাবাদবাসীর প্রত্যাশাকে প্রাপ্তিতে পরিণত করতে

বদরুল-মঈনুল পরিষদ

আপনার মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রত্যাশী

SUNDAY JUN 5, 2022



বদরুল খান
সভাপতি প্রার্থী



মঈনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী



মোঃ লোকমান হোসেন (লুকু)
সহ-সভাপতি (সিলেট)



মোহাম্মদ আলিম
কোষাধ্যক্ষ



ইফজাল চৌধুরী
সাংগঠনিক ও সাদস্যিক সম্পাদক

মেশিনের প্রথম সারিতে (A1 থেকে A5) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন



মোহাম্মদ শাহীন কামালী
সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ)



মোঃ শফি উদ্দিন তালুকদার
সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ)



বশির খান
সহ-সভাপতি (মৌলভীবাজার)



রোকন হাকিম
সহ-সাধারণ সম্পাদক



হোসেন আহমদ
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক



ফয়ছল আলম
প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক



মান্না মুনতাসির
ক্রীড়া সম্পাদক



বুরহান উদ্দিন
আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক



জাহিদ আহমেদ খান
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক



সুতিপা চৌধুরী
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক



হেলিম উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য (সিলেট)



শামীম আহমেদ
কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ)



দেলোয়ার হোসেন মানিক
কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ)

আমাদের প্রধান এবং অন্যতম অঙ্গীকার নির্বাচিত হলে প্রথম ১০০ দিনের মধ্যেই জালালাবাদ বাসীর প্রাণের দাবি নিউইয়র্ক সিটিতে জালালাবাদ এসোসিয়েশননের নিজস্ব ভবন ক্রয় করবো ইনশাআল্লাহ

বদরুল-মঈনুল পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন



মিজানুর রহমান
কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার)

PLEASE VOTE FOR BADRUL-MOINUL PANEL

প্রচারে: নির্বাচন পরিচালনা কমিটি, বদরুল-মঈনুল পরিষদ

জ্যামাইকা বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন
Jamaica Bangladeshi American Foundation

বাংলাদেশের অসহায় পথশিশুদের সাহায্যার্থে

SUNDAY MAY 29, 2022 (12PM-8PM)

VENUE: 165-65 84th Ave, Jamaica
(Front Of Thomas Edison High School)

JAMAICA BANGLADESH POTHOMELA 2022
জ্যামাইকা বাংলাদেশ

পথমেলা 2022

আমন্ত্রিত শিল্পী: কনক চাঁপা, রথীন্দ্রনাথ রায়, শরীফ হাসান ও প্রবাসের শিল্পীবৃন্দ



GRAND SPONSOR

BANGLA COPAP SERVICES INC.
ALEGRA HOME CARE INC.

GOLD SPONSORS

SHAH NAWAZ
GOLDEN AGE HOME CARE
SHAH NAWAZ MBA

CASTLE HILL MEDICAL OF NY
Rahat Muqtadir, CEO

Raihan Zaman
Chairman
UtshobGroup

ABUBOKOR HANIP
PEOPLE TECH
TECHNOLOGY

Recomm Consulting LLC
MOHAMMED JAN FAHIM
516-348-3428

IMMIGRANT ELDER HOME CARE LLC
হোম কেয়ার সার্ভিস
EARN $21
সিয়াম আহমেদ
917.744.7308

MOHAMMED ANISHA HOSSAIN

REVIVIFY

নাসির আলী খান পল
আহ্বায়ক
৩৪৭-২৪৮-৫২৬৪

রিজু মোহাম্মদ
প্রধান সমন্বয়কারী

লায়ন আহসান হাবীব
সদস্য সচিব
৬৪৬-৩৩১-৩৮৯২

সমন্বয়কারী: অমিনুল ইসলাম চুন্নু, জে মোল্লা সানি
মজিদ আকন্দ, ফারজানা হক

এবিএম ওসমান গনি
সিনিয়র নির্বাহী যুগ্ম আহ্বায়ক

যুগ্ম আহ্বায়ক:
মো. বিলাল চৌধুরী
বেলাল আহমদ, আহসান হাবীব

মোহাম্মদ আক্তার বাবুল
মুসা মানিক, মহর খান
তামান্না হাসিনা
যুগ্ম সদস্য সচিব

উপদেষ্টা পরিষদ

মোহাম্মদ আলম, মাহ মোসবাহ, ফখরুল ইসলাম সেলোয়ার, আউয়াল সিদ্দিক, সৌদ চৌধুরী, ছলকন নূর, মন্নু আহমদ চৌধুরী, ড. ওয়াজেদ খান, ফখরুল আলম, সালেহ আহমেদ, রেজাউল করিম চৌধুরী, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, তৈয়বুর রহমান হারুন, মনির হোসেন, মোহাম্মদ সাকুল, সাইফুল ইসলাম, এএফ মিসবাহউজ্জামান, ইফজাল চৌধুরী, ডা. নারগিস রহমান, মোহাম্মদ ফিরোজ, আফরোজা জোজী, মোঃ হুমায়ন কবির, হারুন খান

সীলের জন্য যোগাযোগ করুন 347-248-5264, 718-517-1477

SPONSORS

AFFAR BAKSH Tel: 718.848.8515
Choudhury S Hasan MD Gastroenterologist
CM HASAN, MD
718-206-2222
Dr Naheed Sultana MD
8742 169TH ST, JAMAICA, NY 11432
Efficient Medical Care PC
Dr Sonali Nasir, MD
718-206-2222

সৌজন্যেঃ নারিস আলী খান পল স্বপ্না খান

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

শিরিনের নামে সাংবাদিকতায় পুরস্কার চালু হচ্ছে

ঢাকা ডেস্ক, ফলিস্তিনের পশ্চিমতীরে জেনিন শরণার্থী শিবিরে ইসরাইলি অভিযানের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের শিকার আলজাজিরার প্রখ্যাত সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহর নামে পুরস্কার চালু হচ্ছে। মরক্কোর বাইত মাল আল কুদস এজেন্সি নামে সংস্থা শনিবার সাংবাদিকতায় এ পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। খবর আনাদোলুর। সংস্থাটি চালু করেছিলেন মরক্কোর প্রয়াত বাদশাহ দ্বিতীয় হাসান। মরক্কোর বাইত মাল আল ১৯৯৫ সালে ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) অনুমোদন পায়। ১৯৯৮ সালে সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজের কল্যাণমূলক কাজ শুরু করে। জেরুজালেমে পবিত্র মসজিদ আল-আকসা পরিচালনায় ১৯৭৫ সালে গঠিত আল কুদস কমিটির একটি সহযোগী সংহঠন। এ কমিটির স্থায়ী সদস্য মরক্কো। আল কুদসের সহযোগী সংস্থা মরক্কোর মরক্কোর বাইত মাল আল কুদস এজেন্সি।

সোনিয়া কাদিরের 'বাংলাদেশ টু আমেরিকা' বইয়ের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত





বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক প্রবাসী লেখক সোনিয়া কাদির রচিত 'বাংলাদেশ টু আমেরিকা' বইয়ের প্রকাশনা উৎসব গত ১৫ মে রোববার অনুষ্ঠিত হয়েছে। জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, সোনিয়া কাদেরের বাংলাদেশ টু আমেরিকা বইটি বাঙালীর প্রবাসযাত্রার ইতিহাস খোঁজতে একটা সূত্র হিসেবে কাজ করবে। শত বছর আগে লেখকের বাবার আমেরিকা প্রবাসী হওয়ার নানা খবর জানার সুযোগ পাওয়া যাবে বইটিতে। বইটিতে ইতিহাসের উপদান যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে এক অভিবাসীবাবার প্রতি কন্যার দরদভরা আকুতি। বাংলাদেশ টু আমেরিকা গ্রন্থে নানা সীমাবদ্ধতা থাকলেও বইটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে এবং অনেকের মনোযোগের বিষয় হয়ে ওঠবে।

অধ্যাপক মতলুব আলীর সভাপতিত্বে এবং ছড়াকার মনজুর কাদেরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মূল আলোচক ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহম্মদ উল্লাহ, হাসান ফেরদৌস, এম এম শাহীন, সউদ চৌধুরী এবং মোশাররফ হোসেন।

বক্তারা লেখিকা সোনিয়া কাদিরের প্রয়াসের ব্যাপক প্রশংসা করে বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করার আহ্বান জানান। গ্রন্থপ্রণেতা সোনিয়া কাদির তার বক্তব্যে এমন আয়োজনে নিউইয়র্কের বিজ্ঞজনদের উপস্থিত থাকায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি তার লেখালেখি এবং উৎসের সন্ধানে ব্রতী হওয়ার পেছনে স্বামীর ভূমিকা কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। তিনি তার সৃষ্টিশীল কর্মে সবাইকে পাশে পাবেন এ প্রত্যাশা করে বইটি পৃথিবীর সকল অভিবাসী মানুষের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। উৎসর্গপত্রে কবিতা আবৃত্তি করেন গোপন সাহা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আস সাবিরা মীম। লেখকের পরিচয় তুলে ধরেন বেনজীর সিকদার। বই থেকে পাঠ করেন লিউনা মুহিত, আনুম মাহদীয়া, তামান্না আহমেদ শান্তি, আনোয়ারুল লাভলু এবং মানহা রেহমা। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ এন মজুমদার, ইব্রাহীম চৌধুরী, নাসরিন আহমেদ, মাইন উদ্দিন আহমেদ, নীরা কাদরী, মিশুক সেলিম, পলি শাহিনা, ইশতিয়াক রূপু, মাসুম আহমেদ, সারওয়ার চৌধুরী, খালেদ সরফুদ্দিন, তোফায়েল চৌধুরী, মনিজা রহমান, কাজী আতিক, বু-রহান উদ্দিন কফিল, শামীম আহমেদ, রানু ফেরদৌস, রহমান মাহবুব, শামীম আহমদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভার্চুয়াল শুভেচ্ছা জানান কবি শামীম আজাদ, লেখক-নাট্যকার-স্থপতি শাকুর মজিদ, কবি দিলু নাসের, ড. আবুল ফাতেহ ফাত্তাহ, ড. সাদিকুর রহমান, সিলেট প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, বইয়ের প্রকাশক আহমেদ সেলিম, প্রচ্ছদশিল্পী অরূপ বাউল ও ডা. মানসুর আলী।

অনুষ্ঠানে সদ্য প্রয়াত নাসার সাবেক কৃতি বিজ্ঞানী রফিক উদ্দিন আহমেদকেও স্মরণ করা হয়।

লিঙ্কন হসপিটাল অডিটরিয়ামে ঈদ পুনর্মিলনী সম্পন্ন



বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে ব্রঙ্কসের লিঙ্কন হসপিটাল অডিটরিয়ামে উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ মে বৃহস্পতিবার বিকেলে ব্রঙ্কসের এফ আলী ফাউন্ডেশন, দারুস সালাম মসজিদ ও সাউথ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে এ ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড-১ এর মেম্বার শাহজাহান শেখের পরিচালনায় এবং মো. মুক্তাকাউলির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্টেট সিনেটর লুইস সিপুলভেদা, অ্যাসেম্বলীওম্যান আমান্ডা সেপ্টিমো, ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড-১ এর চেয়ারপার্সন আর্লিন পার্কস, ড. সারোয়াত কে আমির, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ফখরুল আলম, আব্দুস সহীদ, এস এমবোর্স, মার্জিয়া স্মৃতি, মামুন শেখ, ইমাম ইব্রাহীম জাইলো, ইমাম ট্রাবেলি, আবু বাকের ইসাক প্রমুখ। মুসলিম কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

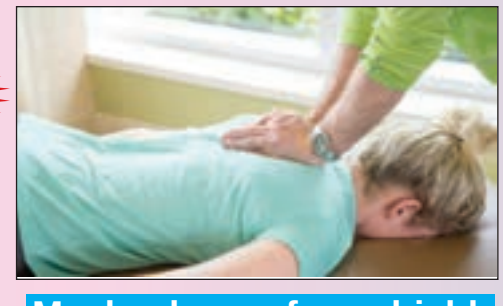
অনুষ্ঠানে বক্তারা মুসলমানদের রোজা ও ঈদের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন। পরে খলিল বিরিয়ানী দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়। কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার শাহজাহান শেখ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090
PHYSICAL THERAPY
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি
ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট
কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট
We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
৩০৯৯ কোনেস্ট্রিজ এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com
৯৩৮১ কানেকটিকাট এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

অনন্তলোকে গাফ্ফার চৌধুরী
একুশের গানই তাকে অমর করে রাখবে

একুশের অমর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি'র রচয়িতা, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তিনি বৃহস্পতিবার (১৯ মে) দুপুর ১টায় (লন্ডন সময় সকাল ৭টা) লন্ডনের একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছিলেন। সম্প্রতি তার কন্যার মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ দেশের ইতিহাসের বিভিন্ন সন্ধিক্ষণের সাক্ষী তিনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। তিনি ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের মাধ্যমে নিবন্ধিত স্বাধীন বাংলার প্রথম পত্রিকা সাপ্তাহিক জয় বাংলার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন তিনি। এ সময় তিনি কলকাতার আনন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকায়ও কলামিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন।

স্বাধীনতার আগেও আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী এ দেশের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে নানা বিশেষণধর্মী লেখা লিখেছেন। তিনি ১৯৫৫ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করতে গিয়ে ঢাকায় কারারুদ্ধ হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার পক্ষে তিনি সবসময় সোচ্চার ছিলেন।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী সাংবাদিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন দৈনিক ইনসাফ পত্রিকায়। পরবর্তীকালে দৈনিক সংবাদ, মাসিক সওগাত, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক আজাদ, দৈনিক পূর্বদেশ, দৈনিক জনপদসহ বহু পত্রপত্রিকায় কাজ করেছেন। স্বাধীনতার কয়েক বছর পর গুরুতর রোগে আক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসাজনিত কারণে তিনি যুক্তরাজ্যে প্রবাসী হলেও বাংলাদেশের শীর্ষ দৈনিকগুলোতে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কলাম লিখেছেন। যুগান্তর প্রকাশিত হওয়ার শুরু থেকেই তিনি এ সংবাদপত্রের অন্যতম লেখক ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনা ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি নিয়ে লেখা তার কলামগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। সম্ভবত তিনি ছিলেন বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কলাম লেখক।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগপর্যন্ত তিনি যুগান্তরসহ কয়েকটি সংবাদপত্রে নিয়মিত কলাম লিখেছেন। শুধু সংবাদপত্রের কলাম নয়, তার বেশকিছু উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম রয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও স্মৃতিকথা। তিনি দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার স্বাধীনতা পুরস্কার, একুশে পদক ও বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর মৃত্যুতে বাঙালী জাতি একজন মহান দেশপ্রেমিক ও গুণী ব্যক্তিকে হারাল। আমরা হারালাম আমাদের অন্যতম লেখক ও শুভানুধ্যায়ীকে। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর শারীরিক মৃত্যু হলেও তিনি বেঁচে থাকবেন মানুষের হৃদয়ে, বিশেষ করে একুশের অমর গানের মধ্য দিয়েই তিনি অমর হয়ে থাকবেন। আমরা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধা।

বিরল মাংকিপক্সের প্রাদুর্ভাব আমাদের করণীয়

ড. কবিরুল বাশার

সম্প্রতি যুক্তরাজ্য, পর্তুগাল, স্পেন এবং অন্য কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে মাংকিপক্সের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। শনাক্তকৃত রোগীর সংখ্যা বিচারে সংক্রমণ এবং বিস্তার খুব বড় নয়। এখন পর্যন্ত ৬৮ জন সন্দেহভাজন রোগী, যার মধ্যে আটজন ইংল্যান্ডে এবং ২০ জন পর্তুগালে। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন করে রোগী রিপোর্ট করা হয়েছে।

আফ্রিকার বাইরে একসঙ্গে এতগুলো দেশে মাংকিপক্সের সংক্রমণ এটিই প্রথম। এটি পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়া, সিয়েরা লিওন এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকার দেশ ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে এন্ডেমিক। নিয়মিত স্থানীয় রোগী শনাক্ত হয়। ২০১৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত নাইজেরিয়ায় মোট ৫৫৮ জন মানুষের দেহে মাংকিপক্স শনাক্ত করা হয়েছে। নাইজেরিয়ান সিডিসি এ বছর ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ১৫ জন রোগী শনাক্ত করেছে, যদিও মূল আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে। কঙ্গোতে এ বছরের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এক হাজারের বেশি মাংকিপক্সের রোগী শনাক্ত করা হয়েছে।

এই রোগটির সংক্রমণ ও বিস্তার সম্পর্কে পরিপূর্ণ সঠিক ধারণা জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের নেই। যৌন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে যে ভাইরাসটি মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে যেকোনো মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে অথবা ছড়িয়ে পড়েছে, যা এখনো শনাক্ত করা যায়নি। ইউরোপ ও আমেরিকায় কিভাবে লোকজন এই ভাইরাসে সংক্রমিত হলো, জরুরি ভিত্তিতে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

মাংকিপক্স একটি ভয়াবহ রোগ হয়ে যেতে পারে। এটি জ্বর, শরীরে ব্যথা, বর্ধিত লিম্ফ নোড এবং মুখ, হাত ও পায়ে বেদনাদায়ক, তরল ভরা ফোসকা সৃষ্টি করে।

মাংকিপক্সের একটি টাইপ বেশ মারাত্মক, যেটি সংক্রমিত ১০ শতাংশ মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে। বর্তমানে ইংল্যান্ডের টাইপটি মৃদু। এর মৃত্যুর হার ১ শতাংশের কম।

পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্য আফ্রিকা প্রাণী থেকে মাংকিপক্সে মানবদেহে সংক্রমিত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করেছে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি সংক্রমণ সহজ নয়, কারণ এর জন্য শারীরিক তরলের সঙ্গে সংস্পর্শ প্রয়োজন; যেমন–কাশি থেকে লালা বা ক্ষত থেকে পুঁজ। সুতরাং সাধারণ জনগণের ঝুঁকি কম। কিন্তু ইংল্যান্ডে, আটটি ক্ষেত্রে সাতটি সাম্প্রতিক রোগীর আফ্রিকা ভ্রমণের ইতিহাস নেই। এ ক্ষেত্রে তারা ইংল্যান্ডে সংক্রমিত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উপরন্তু এই ব্যক্তিরা এমন কোনো রোগীর সঙ্গে সরাসরি সংস্পর্শে আসেনি, যারা নাইজেরিয়া ভ্রমণ করেছে। এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, ভাইরাসটি কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু শনাক্ত করা হয়নি।



ভাইরোলজিস্ট অ্যাঞ্জি রাসমুসেনের ধারণা মতে, এটি আক্রান্ত দেশ থেকে আসা একজন রোগীর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যাকে শনাক্ত করা যায়নি। ভাইরাসটি একটি নতুন সংক্রমণমাধ্যমে, বিশেষ করে যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এমন পুরুষদের মধ্যে রোগটি শনাক্ত করা হয়েছে, যারা সমকামী, উভকামী বা পুরুষদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী পুরুষ।

ইউএস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের বিজ্ঞানীরা ইউরোপের প্রাদুর্ভাব ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁরা বলছেন, এটি সাধারণ মাংকিপক্স থেকে আলাদা।

২০১৯ সালে ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মাংকিপক্সের প্রথম ভ্যাকসিন অনুমোদন করে, যা গুটিবসন্ত থেকেও রক্ষা করে। এই ভ্যাকসিনটি স্ট্র্যাটেজিক ন্যাশনাল স্টকপাইলের (এসএনএস) অংশ, যা জনস্বাস্থ্যের জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য সম্ভাব্য জীবন রক্ষাকারী ওষুধ।

নাম মাংকিপক্স হলেও এই ভাইরাসটি সত্যিকার অর্থে বানর থেকে আসে না। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটিকে 'রডেন্টপ' বলা উচিত। কারণ এটির মূল রিজার্ভার ইঁদুর শ্রেণির প্রাণী। ১৯৫৮ সালে বানরের দুটি কলোনি থেকে প্রথম মাংকিপক্স শনাক্ত করা হয় এবং বানরের রোগ হিসেবে এই নামে তখন নামকরণ হয়। ১৯৭০ সালে কঙ্গোতে প্রথম মানবদেহে এই রোগটি শনাক্ত হয়। এই ভাইরাসটির প্রধান বাহক বানর নয়। এটি কাঠবিড়ালি, থলিযুক্ত ইঁদুর, ডর্মিস বা অন্য ইঁদুরের মধ্যে থাকতে পারে।

প্রাথমিকভাবে পশুর কামড়, আঁচড় বা প্রাণীর শারীরিক তরলের সংস্পর্শের মাধ্যমে এই ভাইরাসটি মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। ভাইরাসটি কাশি ও হাঁচির মাধ্যমে বা ক্ষত থেকে পুঁজের সংস্পর্শে অন্য লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

মাংকিপক্সের ক্ষতগুলো গুটিবসন্তের সংক্রমণের মতোই হয়। এর সংক্রমণের হার গুটিবসন্তের তুলনায় অনেক কম। বর্তমান প্রাদুর্ভাবে সংক্রমণের হার বেড়েছে কি না বিজ্ঞানীরা এখনো জানেন না।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ রিমোইনের মতে, এই রোগটি জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হতে পারে। তবে এটিকে মোকাবেলা করার জন্য এর সঠিক সংক্রমণমাধ্যম এবং সঠিক শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গুটিবসন্ত ভ্যাকসিন আসলে মাংকিপক্স থেকে মানুষকে রক্ষা করতে বেশ ভালো কাজ করে। এটি প্রায় ৮৫ শতাংশ কার্যকর, যদিও গুটিবসন্ত ভ্যাকসিনের কিছু নিরাপত্তা উদ্বেগ রয়েছে। কারণ এটি একটি জীবন্ত ভাইরাস এবং এটি দুর্বল রোগ প্রতিরোধক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে মারাত্মক সংক্রমণ ঘটাতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে গুটিবসন্তের ভ্যাকসিন ব্যবহার না করার কারণে কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে মাংকিপক্সের সংক্রমণের হার বেড়েছে। ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, ২০২০ সালে প্রায় চার হাজার ৬০০ সন্দেহভাজন রোগী ছিল, যাদের শরীরে স্মলপক্সের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়নি বা যারা স্মলপক্স ভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি, তাদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

এই ভাইরাস স্মলপক্স ভাইরাসের মতো এপিডেমিক বা প্যান্ডেমিক হওয়ার সামর্থ্য রাখে কি না সে বিষয়ে আরো বিস্তারিত গবেষণা করা দরকার। বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকদেরও সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এ রোগের কাছাকাছি কোনো লক্ষণ দেখা দিলে মাংকিপক্সের বিষয়টিও যেন বিবেচনায় রাখা হয়। যেসব দেশে এই ভাইরাসটি শনাক্ত হয়েছে এবং আক্রান্তের হার বাড়ছে, সেসব দেশ থেকে আসা যাত্রীদের বিশেষ নজরদারির মধ্যে রাখা প্রয়োজন। আগাম প্রতিরোধব্যবস্থাই যেকোনো সংক্রমণ ঠেকাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

লেখক: অধ্যাপক, গবেষক, কীটতত্ত্ববিদ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ডলার সংকট ঃ সাশ্রয়ে মনোযোগী হতে হবে

আবু আহমেদ

বিশ্ববাজারে জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানিতে আমাদের অতিরিক্ত ডলার ব্যয় করতে হচ্ছে। এ ছাড়া মহামারি-উত্তর সময়ে শিল্পের মধ্যবর্তী পণ্য আমদানিও বেড়ে গেছে। তাতে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া অর্থনীতিতে গতি আসায় বিদেশে ব্যক্তিগত ভ্রমণ বেড়েছে।

ফলে দেশে ডলারের ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ পড়েছে। এ অবস্থায় সরকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সম্প্রতি সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধাসরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ সফরের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। ঠিক একই কারণে বেসরকারি বা ব্যক্তিগত পর্যায়েও বিদেশ সফরে লাগাম টানা উচিত। চিকিৎসা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য ছাড়া সব ধরনের বিদেশ ভ্রমণে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা দরকার। সংকট কাটিয়ে না ওঠা পর্যন্ত উপযুক্ত কারণ ছাড়া কাউকে বছরে একবারের বেশি বিদেশে যেতে না দেওয়া উচিত হবে।

আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়ার আশঙ্কা কমবেশি সবার মধ্যে কাজ করছে। তবে নীতিগত কিছু বিষয় আমাদের রক্ষা করতে পারে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত রিজার্ভ একটি স্বস্তিকর পর্যায়ে না আসে, বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ের সব উপায় কাজে লাগাতে হবে। এই রিজার্ভ এখনো বাংলাদেশের অর্থনীতির বড় শক্তি। যত দিন এটা ধরে রাখা যাবে, তত দিন বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হবে না। কিছু ব্যয় যেহেতু অবধারিত, তাই মুদ্রা সাশ্রয়ে মনোযোগী হতেই হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমাদের আমদানি করতে হবে এবং এর বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতেই হবে। এ ছাড়া বৈদেশিক ঋণের দেনার বিপরীতেও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হবে। ফলে সরকার বিলাসদ্রব্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারি ও আধাসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশ সফরের ওপর যে বিধি-নিষেধ জারি করেছে, সেটা সময়োপযোগী ও যথাপোযুক্ত হয়েছে।

কয়েক দিন আগে দেশের ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে তথা কার্ব মার্কেটে প্রতি ডলারের দাম ১০৪ টাকা পর্যন্ত উঠে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের মুদ্রা বাজারের যা অবস্থা, তাতে এতটা দাম বাড়ার কথা নয়। মূলত ক্রান্তিকালের সুযোগ নিয়ে **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

মে	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯
ফজর	৩.৫৮	৩.৫৭	৩.৫৬	৩.৫৫	৩.৫৪	৩.৫৩	৩.৫২
সূর্যোদয়	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৮
জোহর	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫২
আসর	৬.০০	৬.০১	৬.০১	৬.০২	৬.০২	৬.০২	৬.০৩
মাগরিব	৮.১৪	৮.১৫	৮.১৬	৮.১৭	৮.১৭	৮.১৮	৮.১৯
এশা	৯.৪৭	৯.৪৮	৯.৪৯	৯.৫০	৯.৫২	৯.৫৩	৯.৫৪

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

কিংবদন্তি গাফ্ ফার ভাই স্মরণে



ড. আতিউর রহমান

শেষ পর্যন্ত তিনি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে অতল সাগরে ভাসিয়ে চলেই গেলেন। এই চলে যাওয়া একদম মেনে নিতে পারছি না। আমার ধারণা, আমার মতো আরো অনেকেরই এই কষ্ট হচ্ছে। বললে ভুল হবে না উদারনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিমুক্ত এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের আদলের বাংলাদেশের জন্য পুরো ৫০ বছরই দুই হাতে লিখেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের আগে এবং একাত্তরে তাঁর কলমযুদ্ধের কথা না-ই বা বললাম। কিন্তু বঙ্গবন্ধুসহ স্বাধীন দেশের স্থপতিদের যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। বিদেশে থেকেও তিনি মানবতাবিরোধী এই অপরাধের বিচারের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর কন্যাদের অভিভাবক হিসেবে স্নেহ ও সাহস জুগিয়েছেন। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশকে ফিরিয়ে আনতে অবিরাম লিখে গেছেন। বলে গেছেন। এমনকি বর্তমান সরকারি দলের সুবিধাবাদীদেরও তিনি ছেড়ে কথা বলেননি। আর যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী এবং যুদ্ধাপরাধী তাদের তো তিনি বরাবরই তুলাধোনা করে গেছেন। অসুস্থ শরীরেও তিনি নিরন্তর লিখে গেছেন। বলে গেছেন। গাফ্ফার ভাইয়ের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আরেকটি কারণে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর তিনি আমার গবেষণাকর্ম 'নান্দনিক বঙ্গবন্ধু' বিষয়ে অসুস্থ শরীর নিয়েও বিস্তারিত একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিতব্য এই নামের বইটিতে সেটি লিপিবদ্ধ করেছি। দুর্ভাগ্য, আমরা তাঁকে বইটি দেখাতে পারলাম না।

সম্প্রতি অনেক ওয়েবিনারে তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সর্বশেষ ওয়েবিনারে দেখলাম তিনি বেশ অসুস্থ। কিন্তু মনের জোর ছিল প্রবল। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে তাঁর সামান্য দুর্বলতা চোখে পড়েনি। মনে হয়, মনের জোরে তিনি আরো যেন বলীয়ান হয়ে উঠতেন এসব আলোচনার সময়। এ ছাড়া তিনি ছিলেন আমার এবং আমার স্ত্রীর আত্মার আত্মীয়। সুখে-দুঃখে আমাদের ভরসার কেন্দ্রে ছিলেন তিনি। কয়েক দিন ধরেই শুনছিলাম গাফ্ফার ভাই হাসপাতালে। কয়েক সপ্তাহ আগেও একটি ওয়েবিনারে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন। কথা স্পষ্ট। তবে বসতে অসুবিধা হচ্ছিল। অনেক দিন ধরেই তিনি একা চলাফেরা করতে পারছিলেন না। এই শরীর নিয়েই সর্বক্ষণ লিখে গেছেন। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের ভালো কী করে হয়, সেসব নিয়েই নিরন্তর লিখেছেন। একেক সময় মনে হতো, তিনি যেন পুরো দেশটাকেই কাঁধে নিয়ে চলছেন। কিছুদিন আগে হাসপাতাল থেকেও কথা বলেছিলেন। ভেবেছিলাম, তত দিনে অনেকটাই ভালো হয়ে উঠেছেন।

গাফ্ফার ভাইয়ের কাছের মানুষদের কাছ থেকে জেনেছিলাম, তাঁর শরীরটা আসলেই ভালো যাচ্ছিল না। ডায়াবেটিস ওঠানামা করছিল। অক্সিজেন ও নেবুলাইজার নিতে হচ্ছিল। ক্যাথেটার ব্যবহার করতে হচ্ছিল। কিডনি দুটিই প্রায় অকেজো হয়ে গিয়েছিল। ফুসফুসে সমস্যা ছিল। পানি জমেছিল। বের করে নেওয়া হয়েছিল। কথাও স্পষ্ট করে বলতে পারছিলেন না। তাঁরা জানিয়েছিলেন, যখন কথা বলতে পারছিলেন তখনই আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে স্মরণ করছিলেন। মাসখানেক আগে আমরা দুজনেই তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলাম। তাঁদের কথা শুনে মনটা খারাপই হয়ে গিয়েছিল। টেলিফোন করেছিলাম।

কথা শেষ করেই হারিয়ে গিয়েছিলাম গাফ্ফার ভাইয়ের সঙ্গে থাকা অসংখ্য স্মৃতির সমুদ্রে। ঢাকায় যখন তিনি সাংবাদিকতা করতেন, তখন তাঁর কলাম পড়তাম। সামনাসামনি পরিচয় লন্ডনে। কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ও পিএইচডি করতে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সোয়াসে গিয়েছিলাম। ১৯৭৮-এর শেষ দিকে মাস্টার্স শুরু করি। তখনই জানতে পারি গাফ্ফার ভাই 'বাংলার ডাক' পত্রিকাটি প্রকাশ ও প্রচার করছেন। দেশে তখন জিয়াউর রহমানের শাসনামল। জিয়াউর রহমান লন্ডনে গেলে গাফ্ফার ভাই কালো পতাকা দেখিয়েছিলেন। পত্রিকা ও নিজের সংসার চালানোর জন্য প্রবাসী বাঙালিদের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলেন। পূর্ব লন্ডনের 'ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি' স্টোরে হিসাবপত্র দেখে দিতেন। আমিও তখন বিবিসি বাংলা বিভাগে আউটসাইড কন্ট্রিবিউটর হিসেবে পার্টটাইম কাজ করি। হঠাৎ একদিন গাফ্ফার ভাইকেও দেখলাম, আমারই মতো বিবিসিতে পার্টটাইম কাজ করতে এসেছেন। আদর্শের মিল থাকায় পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা হতে সময় লাগল না। একসঙ্গে অনুষ্ঠান করি। লাঞ্চ খাই। আড্ডা মারি। তখন আমি আরেক প্রবাসী মুক্তি সংগ্রামী ডা. মাহবুব তালুকদারের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক জাগরণে লিখছি। শনিবার দুপুরে বিবিসির কাজ সেরে রাসেল স্কয়ারের কাছেই একটি কমিউনিটি সেন্টারের বেইসমেন্টে বসি। ডা. হাসানও আমাদের সঙ্গে কাজ করেন। তিনি গাফ্ফার ভাইয়ের 'বাংলার ডাক' এবং পরবর্তী সময়ে 'নতুন দিন'-এ কাজ করতেন। আমরাই ডা. তালুকদারকে বললাম গাফ্ফার ভাইয়ের লেখা ছাপতে। তিনি রাজি হলেন। প্রায় নিয়মিতই লিখতেন। আমি পিএইচডি শেষ করে চলে আসার আগ দিয়ে তালুকদার সাহেবকে বললাম, গাফ্ফার ভাইকে পুরোপুরি তাঁর পত্রিকায় নিয়ে আসতে। তিনি কথা রেখেছিলেন। গাফ্ফার ভাই-ই ওই সময় জাগরণের প্রকাশনার ভার নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী দুজন মানুষ ভালোভাবেই কাগজটি চালাচ্ছিলেন। আমি দেশে চলে এলাম। লন্ডনে গেলে অবশ্যই গাফ্ফার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতাম।



তিনি পণ করেছিলেন, সেনা শাসনাধীন বাংলাদেশে আসবেন না। দীর্ঘ ২২ বছর বাদে বঙ্গবন্ধুকন্যা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর এসেছিলেন।

লন্ডনে থাকার সময় আমার স্ত্রী পাপড়ি কয়েক মাসের জন্য ছিলেন। এই সময়টায় গাফ্ফার ভাই সময় পেলেই আমাদের ফ্ল্যাটে চলে আসতেন। আমার স্ত্রীর হাতের রান্না খুব পছন্দ করতেন। আর বিরামহীন আড্ডা। পরবর্তী সময়ে দেখা হলেই সেই সব স্মৃতি রোমন্থন করতেন। মাসখানেক আগেও বলেছিলেন সেসব কথা। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিএসএমএমইউয়ে অনলাইনে বক্তৃতা করেছিলেন আমার স্ত্রীর অনুরোধে। তিনি তখন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ছিলেন।

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়টা খুবই হতাশাজনক। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ তখন হাঁটছিল 'উল্টট উটের পিঠে' অন্ধকারপানে। এমনই এক সময়ে হঠাৎ করেই গাফ্ফার ভাইকে পেয়ে গিয়েছিলাম নিউ ইয়র্কে হাসান ফেরদৌসের বাড়িতে। সঙ্গে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। পর পর দুই দিন তুমুল আড্ডা। বিষয় 'বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ'। একদল বলেছিলেন, এই অন্ধকার টানেল থেকে আর বাংলাদেশ বের হতে পারবে না। গাফ্ফার ভাই, আমি, সায়ীদ স্যারসহ আমরা অনেকেই বলেছিলাম যে এই আঁধার কেটে যাবে। তারুণ্যের ওপর ভর করে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ ফের হাঁটবে সম্মুখপানেই। এই আড্ডা নিয়ে গাফ্ফার ভাই, সায়ীদ স্যার এবং আমি পত্রিকায় লিখেছি। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি নিবেদিত সেই গাফ্ফার ভাই শেষ পর্যন্ত সমান তালে সজাগ ও সক্রিয় ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর প্রশ্নে আপসহীন ছিলেন। বহুবার তিনি আমাদের ঢাকার বাসায় এসেছেন। খেয়েছেন। আড্ডায় অংশ নিয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকেও এসেছিলেন। আমাকে ও আমার স্ত্রীকে খুবই স্নেহ করতেন। আমি অবসরে যাওয়ার পরও তিনি আমাকে তরুণ অর্থনীতিবিদ বলে লিখেছেন। আমি খুশিই হতাম। এমন স্নেহমাখা সম্বোধন আর কে করবেন? আমার সুদিনে ও দুর্দিনে সমানভাবেই তিনি আমার পাশে ছিলেন। আমার ওপর যখন কিছু মুখোশধারী 'ভালো মানুষ' নির্দয় আক্রমণ করেছিলেন, তিনি সেদিন তাঁর কলমকে নাঙ্গা তরবারি বানাতে ভুল করেননি। এর পরও বহুবার বহু লেখায় তিনি আমার গরিবহিতৈষী কাজগুলোর ওপর আলোকপাত করেছেন। এই শুভজন সর্বদাই শুভ চিন্তাই করতেন। স্নেহের চাদরে আমাদের ঢেকে রাখতেন।

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধুকন্যার বড় ভক্ত ছিলেন তিনি। কিন্তু বর্তমান সরকারের কোনো নীতি বা কাজে ব্যত্যয় দেখলে স্পষ্ট করেই বলে ফেলতেন। এটিই তাঁর বৈশিষ্ট্য। সত্যিকারের স্বাধীন সাংবাদিকতার সিংহপুরুষ ছিলেন তিনি। নিজে মাদরাসায় পড়েছেন। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা তথা অসাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে একচুলও ছাড় দেননি। অভিভাবকের মতো পুরো সমাজকে তিনি সচেতন করে দিতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে লালিত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কথা বলতেন। এবারের দুর্গাপূজা ঘিরে যেসব অনাচার ও মর্মান্তিক কান্ড ঘটে গেল, গাফ্ফার ভাই সুস্থ থাকলে কী প্রবল প্রতিক্রিয়া জানাতেন–তা শুধু অনুমানই করা যায়। ২০০১ সালে খালেদা জিয়ার নতুন সরকার ক্ষমতায় বসার আগেই সারা দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেভাবে বিনষ্ট হয়েছিল তাতে বাংলাদেশের হৃদয়টাই যে ভেঙে গিয়েছিল। সেই সময় গাফ্ফার ভাই এবং তাঁর বন্ধু ওয়াহিদুল হক কী প্রতিবাদটাই না করেছিলেন! তাঁদের সেদিনের সেই কলমযুদ্ধের ফলেই মুক্তিকামী মানুষের মন ভেঙে পড়েনি। এর সাত বছর পর ওয়াহিদ ভাইয়ের মৃত্যুর পর গাফ্ফার ভাই পর পর কয়েকটি কলাম লিখেছিলেন তাঁর সাংস্কৃতিক লড়াই নিয়ে। রবীন্দ্রসাধক অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক ও বাহক ওয়াহিদ ভাইকে নিয়ে তাঁর লেখাগুলো এখনো অন্তরে বাজে। একইভাবে তিনি কবি শামসুর রাহমান থেকে শুরু করে যাঁদেরই প্রয়াণ হয়েছে তাঁদের নিয়ে লিখেছেন। ছিলেন তিনি এক জীবন্ত উইকিপিডিয়া। কত তথ্য, কত স্মৃতি এবং কত ব্যাখ্যা তাঁর লেখায় পেয়েছি। বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস লিখতে গেলে গাফ্ফার ভাইয়ের এসব লেখা অমূল্য উপকরণ হিসেবে কাজে লাগবে। জানি না কোনো গবেষক তাঁর সব কলাম গ্রন্থিত করে অনেক খন্ডে ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য প্রকাশ করবেন কি না। তা না হলে এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ অথবা পিআইবি এ কাজ নিশ্চয়ই করতে পারে। গাফ্ফার ভাইকে আমরা সাংবাদিক হিসেবেই বেশি জানি। কিন্তু তিনি জীবন্ত কিংবদন্তি হতে পেরেছিলেন একুশের সেই অমর গানটি লিখে। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?' এই গান এখন সারা বিশ্বে একুশের স্মৃতিবিজড়িত এক অমর সৃষ্টি হিসেবে সমাদৃত। নিশ্চয় হাজার হাজার বছর ধরে উচ্চারিত হবে এই গান। তিনি লেখক হিসেবেও কম যাননি। তাঁর লেখা 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান', 'নাম না জানা ভোর', 'নীল যমুনা', 'শেষ রজনীর চাঁদ', 'কৃষপক্ষ', 'সম্রাটের ছবি', 'সুন্দর হে সুন্দর', 'ডানপিটে শওকত' বাংলাদেশ সৃষ্টির আগেই প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশিত তাঁর সম্পাদনায় 'বাংলাদেশ কথা কয়', 'পলাশী থেকে ধানমন্ডি', 'আমরা বাংলাদেশী নাকি বাঙালি' ছাড়াও অসংখ্য সংকলনে, ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা ও সাক্ষাৎকার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তিনি একাত্তরে 'জয় বাংলা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে 'পূর্বদেশে' লিখেছেন 'নিরুদ্দিষ্ট নয় মাস'। বাংলাদেশের কত পত্রিকায় যে তাঁর লেখা ছাপা হতো তা বলে শেষ করা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গেও একটি কাগজে নিয়মিত তাঁর লেখা বের হতো। লেখালেখির জন্য তিনি সব জাতীয় পুরস্কারই পেয়েছেন। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন সংগঠন থেকেও পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় পুরস্কার–তিনি বঙ্গবন্ধু ও এ দেশের অগুনতি মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হতে পেরেছিলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের উন্মেষকালে তাঁর অমর সেই গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' আমাদের ভাষা ও বাঙালির প্রতি দায়বদ্ধ রাখতে বিরাট ভূমিকা পালন করে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। শারীরিকভাবে চলে গেলেও তিনি থাকবেন মুক্তমনা মানুষের অন্তরজুড়ে। তিনি যে ছিলেন বাঙালীর বড় আপনজন। আগামী দিনেও তাই-ই থাকবেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

লেখক: অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

সাক্ষাৎকারে জি এম কাদের

এখন দেশ চলছে ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে

রাজীব আহাম্মদ

তিনটি রাজনৈতিক দল ছাড়া সবাই বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। রাজনীতি ও রাজনীতিকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি ছাড়া কেউ নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করছে না। আগামী নির্বাচনের পর আরও একটি বা দুটি দল বিলুপ্ত হতে পারে। সমকালের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে এমন কথাই বললেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা জি এম কাদের। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক রাজীব আহাম্মদ।

প্রশ্ন : সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীকে একনায়ক বললেন, যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী উষ্ফ্মাও প্রকাশ করেন। হঠাৎ বিরোধী দল হওয়ার বাসনা কেন? বিলম্বিত বোধোদয়, নাকি বঞ্চনায়?

জি এম কাদের: যত দিন দায়িত্বে, তত দিন জাতীয় পার্টি দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকায় রয়েছে। সমস্যা হলো মানুষের ধারণা, জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের সঙ্গে রয়েছে। কারণ, আমরা নির্বাচন একসঙ্গে করেছি। আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট করে নির্বাচন ছিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও কৌশল। বিএনপির সঙ্গে জোট হলে জাতীয় পার্টি বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন : বিএনপির মতো জাপাও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধের কথা বলে রাজনীতি করে। বিএনপিই তো আপনাদের ন্যাচারাল পার্টনার হওয়ার কথা।

জি এম কাদের: তা ঠিক। এ কারণেই তাদের সঙ্গে জোট হলে নেতাকর্মী হারিয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধের বাইরে বিএনপির সঙ্গে কিছু পার্থক্য রয়েছে। আওয়ামী লীগের সঙ্গেও রয়েছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির আবার অনেক মিল আছে। যেমন- দলীয়করণ, দুর্নীতি, দুঃশাসন। আদর্শগত অমিল থাকায় জাতীয় পার্টির আওয়ামী লীগে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা নেই।

প্রশ্ন : দলের এমপি-নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন, সরকারের দালালি করা যাবে না।

জি এম কাদের: বিরোধী দলের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্যই এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : সাড়ে আট বছরের অবস্থান আগামী দেড় বছরে বদল সম্ভব?

জি এম কাদের: আমরা অন্তর থেকে চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন : মাঝেমধ্যেই বলেন, রাজনীতি ও রাজনীতিকরা সাইড লাইনে চলে গেছে। তাহলে কীভাবে উদ্ধার পাবেন?

জি এ কাদের: তিনটি রাজনৈতিক দল ছাড়া সবাই বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। রাজনীতি ও রাজনীতিকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আস্তে আস্তে আরও অনেকেই সাইডলাইনে চলে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি ছাড়া কেউ নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করছে না। আগামী নির্বাচনের পর আরও একটি বা দুটি দল বিলুপ্ত হতে পারে। সামনে আর কোনো রাজনৈতিক দল থাকে কিনা...।



প্রশ্ন : তিনটি দলের মধ্যে একটি বা দুটি বিলুপ্ত হলে তো থাকে আর একটি!

জি এম কাদের: এখন দেশ চলছে ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে। যেখানে শাসক দেশ শাসন করছে প্রশাসনের মাধ্যমে। ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে শাসকরা তাদের লাঠিয়াল-ভৃত্যের মাধ্যমে দেশকে শোষণ করায়। ব্রিটিশদের কাছ থেকে এ পদ্ধতি পাকিস্তানে এসেছিল। স্বাধীনতার পর আমরা যতটা উন্নতি করেছিলাম, জনপ্রতিনিধিদের শাসনে যতটা উন্নতি হয়েছিল, ততটাই আবার পেছনে চলে গেছি।

প্রশ্ন : সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ফেসবুক ছেড়ে নেতাকর্মীদের রাস্তায় থাকতে বলেছেন। বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী দল বলছে, তারা আন্দোলনের ন্যূনতম অধিকার পাচ্ছে না।

জি এম কাদের: নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি ব্যর্থ হলে অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি চলে আসে। কোনো কিছু ফাঁকা থাকে না। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্পেস দেওয়া না হলেও অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির উত্থান হবে, যা শেষ পর্যন্ত চরমপন্থায় পৌঁছাবে।

প্রশ্ন : ডান, নাকি বামপন্থি চরমপন্থার কথা বলছেন।

জি এম কাদের: হতাশা ছড়িয়ে পড়লে উগ্রবাদের উত্থান হয়। স্বাধীনতার পর এই হতাশায় বামপন্থার উত্থান হয়েছিল। এখন বাংলাদেশ ও বিশ্বপ্রেক্ষিতে ডানপন্থি চরমপন্থার উত্থান হতে পারে, যা জঙ্গিবাদ। এই জুজুর ভয় দেখিয়েই সরকার এত দিন ধরে চলছে। সরকারের নিপীড়ন যদি চলতে থাকে, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না হয়, মানুষের ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ না থাকে, তাহলে একসময় সত্যিই জঙ্গিবাদের উত্থান হতে পারে। বাংলাদেশ জঙ্গিবাদের উর্বরভূমি হয়ে রয়েছে। মানুষকে চরমপন্থার দিকে ঠেলে দেওয়ার পরিবেশ রয়েছে। সরকারকে তা জানিয়ে আসছি। বিএনপির সরকারকেও জানিয়েছিলাম। কানে তোলেনি।

প্রশ্ন : সেই বিএনপিকেই তো এবারের রমজানে ১৫ বছর পর ইফতারে দাওয়াত করলেন।

জি এম কাদের: মনে করেছিলাম, ধর্মীয় পরিবেশে সবাই মিলে একসঙ্গে বসলে মুখ দেখাদেখি বন্ধের যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে, তা ভাঙবে। এতে আস্তে আস্তে সৌহার্দ্যের পরিবেশ তৈরি হবে। আগে এমন উদ্যোগ নেওয়ার পরিবেশ ছিল না। এখন পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। তাই দাওয়াত করেছিলাম।

প্রশ্ন :ওপরিবেশ তৈরি মানে কি আগামী নির্বাচনকে বোঝাচ্ছেন? আপনার দল কি তাহলে বিএনপিকে অলিভ ব্রাঞ্চ দেখাচ্ছে?

জি এম কাদের: বিএনপির কাজে খুশি নই। কিন্তু সামনে তারা একই কাজ (দলীয়করণ, দুর্নীতি, দুঃশাসন) করবে- তা কিন্তু নয়। আওয়ামী লীগ ২০০০ সালে দেশকে দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করেছিল। বিএনপি তা অব্যাহত রেখেছিল। বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড শুরু করেছিল বিএনপি। আওয়ামী লীগ একই কাজ করে বিশ্বে সমালোচিত হয়েছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধ করবে। করেছে?

প্রশ্ন : বিএনপি ভুল না করার প্রতিশ্রুতি দিলে জোট হতে পারে?

জি এম কাদের: নির্বাচন এখনও অনেক দূরে। সবার চরিত্র দেখেছি। তবে কোনো দরজা বন্ধ করতে চাই না। নির্বাচন আসুক, দেখা যাবে।

প্রশ্ন : বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড তো এখন আন্তর্জাতিক ইস্যু। র‍্যাবের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে জাপা পরিষ্কার করে কিছুই বলছে না। জাপা কো-চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা নিষেধাজ্ঞার জন্য মার্কিন সরকারের সমালোচনা করে র‍্যাবকে ভালো বলেছেন।

জি এম কাদের: কিছু নেতা দলের বক্তব্যের বাইরে গিয়ে কথা বলেন। নিষেধাজ্ঞা ভুল, না শুদ্ধ- তা বলব না। তবে সরকার যা বলে, তা-ও ঠিক নয়। সরকার বলছে, 'সবাই ভুল তথ্যের ভিত্তিতে বিদেশে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে।' এই অস্বীকারের নীতি থেকে সরকারকে বের হয়ে আসতে হবে। সরকারের দায়িত্ব ছিল, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অভিযোগ যে সত্য নয়, তা প্রমাণ করা; ব্যাখ্যা দেওয়া। আকাশে-বাতাসে কথা বললে হবে না। সমস্যার সমাধান করতে হবে। আমেরিকা এমন দেশ নয়, কেউ তাদের র‍্যাব নিয়ে ভুল তথ্য দিল, তাতেই তারা লাফিয়ে পড়ে নিষেধাজ্ঞা দেবে।

প্রশ্ন : আপনি তো নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে প্রায়ই অভিযোগ তোলেন। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচন নিয়ে নানা সময়ে নানা কথা বলেছেন। সুষ্ঠু নির্বাচন হলে কি জাপার উতরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে?

জি এম কাদের: আমরা দেশের ভালো চাই। ভালো নির্বাচন চাই। জবাবদিহির জন্য ভালো নির্বাচন চাই। আমরা মনে করি না, খুব খারাপ পরিস্থিতিতে পড়ব।

প্রশ্ন : প্রধানমন্ত্রী সব দলকে নির্বাচনে আনার ও ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) নির্বাচন হবে বলে মন্তব্য করেছেন।

জি এম কাদের: ইভিএমে ভোট মানে হলো বসবাসের উপযোগী না করে মানুষকে চাঁদে পাঠানোর মতো। ইভিএমে কেউ কত ভোট পেয়েছে, তা চ্যালেঞ্জ করার উপায় নেই। ইভিএমে ভোট করার যৌক্তিকতা নেই।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী
● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে পেজলিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।
অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকার যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
মাত্র ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৩ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারিং/রিজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

মাংকিপক্স কতটা ভয়ংকর



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে মাংকিপক্স নামের বিরল রোগ, আতঙ্কিত মানুষ। কীভাবে এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব কিংবা কী পদ্ধতিতে এর মোকাবেলা করা যায়, তা নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

অনেকে দাবি করে সমকামী পরুষদের থেকেই মাংকিপক্স দ্রুত হারে ছড়িয়ে পড়ছে। তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এই বিরল রোগের সঙ্গে সমকামীদের কোনো সম্পর্ক এখনও পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন উঠেছে বিরল এই রোগ কতটা ভয়ংকর?

বিশেষজ্ঞদের মতে, মাংকিপক্স কখনো কখনো গুরুতর হতে পারে। পশ্চিম আফ্রিকায় এই রোগে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জোর দেয় যে আমরা একটি গুরুতর প্রাদুর্ভাবের দ্বারপ্রান্তে নেই এবং সাধারণ জনগণের জন্য ঝুঁকি খুবই কম।

তবে আশার কথা হলো এই রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই এবং জনসাধারণের জন্য ঝুঁকিও খুব কম বলেও বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে ইউকেএইচএসএ এর ক্লিনিক্যাল ও সংক্রমক বিষয়ক পরিচালক কলিন ব্রাউন বলেন, যদিও সংক্রমণের উৎস নির্ধারণের চেষ্টা এখনো চলছে, তবে এই রোগ মানুষের মধ্যে সহজে ছড়িয়ে পড়ে না সে ব্যাপারে জোর দেওয়া জরুরি।

এই রোগের প্রার্দুভাব ঠেকাতে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় শরীরে নতুন কোনো র্যা শ দেখা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

চলতি মে মাস থেকেই এই ভাইরাসের সংক্রমণের খবর পাওয়া যায়। ইতোমধ্যেই ১২টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে রোগটি। যেসব দেশে ইতোমধ্যে মাংকিপক্স শনাক্ত হয়েছে সেগুলো হলো- ইতালি, সুইডেন, স্পেন, পর্তুগাল, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্য।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে ম, খানের প্রশ্নঃ

এখানে আমার ওয়ার্ক পারমিট ও সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর আছে। এই অবস্থায় কোন ইউএস সিটিজেন ছেলের সাথে বিয়ে হতে পারে কিনা?

এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

ম. খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন ইউএস সিটিজেন নিম্নে উল্লেখিতদের জন্যে আবেদন করতে পারে।

১) স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)
২) বিবাহিত ও অবিবাহিত সন্তান
৩) মা-বাবা এবং
৪) ভাই-বোন।

উল্লেখ্য ইউএস সিটিজেনের করা আবেদনে তার স্পাউসকে শুধু এদেশে বৈধ প্রবেশধারী হলেও চলবে। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে -আপনার সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা দরকার। এ কারনেই আমাদের পরামর্শ হচ্ছে প্রয়োজবোধে একজন ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে আলোচনা করা ভালো বলে আমরা মনে করছি।

নিউইয়র্ক থেকে কায়সার হামিদের প্রশ্নেঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। আমি সিটিজেনের জন্যে আবেদন করেছিলাম। তারপর আমি সিটিজেনশীপের ইন্টারভিউ এর চিঠি পেয়ে যথাসময়ে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি ঐ ইন্টারভিউ এ পাশ করতে পারি নি বলে হিয়ারিং এর জন্যে এন-৩৩৬ ফর্ম এবং ডিনায়েল লেটার পেয়েছি।

তারপর আবার আমি সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করেছি। তার রিসিভ লেটার পেয়েছি। আমি এখন ইন্টারভিউ দেবার অপেক্ষায় আছি। এ ব্যাপারে আমি একটু চিন্তিত এবং শঙ্কার মধ্যে আছি বলে আপনার পরামর্শ পাবার অপেক্ষায় রইলাম।

কায়সার হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি ইউএস সিটিজেনশীপ পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন নি বলে আপনার সিটিজেনশীপ পরীক্ষার জন্যে আবেদন করেছেন। ইংরেজি, ইতিহাস এবং ইউএস গভর্নমেন্ট পরীক্ষায় কেউ পাশ করতে ব্যর্থ হলে এবং ইউএস সিটিজেনশীপের আবেদন অস্বীকৃত হলে তিনি সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারেন। কিন্তু আবেদনের কোন প্রায়োরিটি তারিখ পাবেন না। নতুন আবেদন হিসেবে এটার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

আপনি আবার নতুন করে আবেদন করেছেন। নতুন করে আবেদন করাটা একটা ভালো কাজ হয়েছে বলে আমরা মনে করছি।

নিউইয়র্ক থেকে এম এন, চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি আমর স্ত্রীর জন্যে আবেদন করেছি। আমার আবেদন গৃহিত হয়েছে। পার্ট ওয়ান ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার উত্তর পাই নি। আমি যুগ্ম সম্পন্সরের খোঁজে আছি। কারণ আমার উপার্জন তেমন ভালো নয়। আমার এক বন্ধু যার উপার্জন যথেষ্ট। সে যুগ্ম স্পন্সশীপের জন্যে রাজি হয়েছে। আমি জানিনা যে কি পরিমাণ উপার্জন থাকতে হবে। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হব এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

এম, এন, চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি একজন পিটিশনার। সে কারণে আপনার স্ত্রীর আবেদনের সাথে আপনার দেয়া এফিডেভিট সাপোর্ট লাগবে। আপনার স্ত্রীর আবেদনের জন্য অন্য কেউ যুগ্ম স্পন্সরকারী হতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনাকে আই-৮৬৪ ফর্ম পূরণ করতে হবে। আপনার যদি কোন রকম উপার্জন নাও থাকে তবুও আপনাকে এফিডেভিড অব সাপোর্টে সই দিতে হবে। অর্থাৎ আইন অনুযায়ী গ্রিনকার্ডের জন্যে



স্পন্সর করলে তাকে এফিডেভিট অব সাপোর্টের জন্যে ফাইল করতে হবে।

যুগ্ম স্পন্সরের কেন প্রয়োজন?

সাম্প্রতিক বছরের পোভার্টি গাইড লাইন অনুযায়ী পরিবারের বার্ষিক উপার্জন থাকা দরকার। সহজ কথায় নির্ধারিত পরিমান এবং যথেষ্ট উপার্জন না থাকলে যুগ্ম স্পন্সরের প্রয়োজন হয়। আপনি তো ট্যাক্স ফাইল করেছেন। আপনাকে ট্যাক্স নির্ধারনের ফাইল সংযোগ করে দিতে হবে। সেই সাথে জব লেটার এবং ব্যাংক স্টেমেন্টেও দেবেন।

আবারো উল্লেখ্য যে, আপনার পরিবারে সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী পোভার্টি গাইড লাইন অনুসারে আপনার উপার্জন থাকতে হবে এবং নির্ধারিত পরিমাণ উপার্জন থেকে কম উপার্জন থাকলে যুগ্ম স্পন্সরশীপের প্রয়োজন হয়।

ব্রুকলীন থেকে আলীম হোসেনের প্রশ্নঃ

আমি সম্প্রতি ইউএস সিটিজেনশীপ লাভ করেছি। আমার একমাত্র বিবাহিত বোনের জন্যে আবেদন করতে চাই। আমার সিটিজেনশীপ লাভের কতদিনর পর আমার বোনের জন্যে আবেদন করতে পারব? কি কি তথ্যপত্র লাগবে? এ ব্যাপারে আপনার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। আশাকরি এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার উত্তর পাব।

আলীম হোসেনের প্রশ্নের উত্তরঃ

আমাদের প্রথমেই জানা দরকার। একজন ইউএস সিটিজেন কাজের জন্যে আবেদন করতে পারেন?

একজন ইউএস সিটিজেন তার স্পাউস, ২১ নিম্ন, ২১ উর্দ্ধ বিবাহিত ও অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন। সেই সাথে মা-বাবা এবং তা বোনের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। আর আপনি একজন ইউএস সিটিজেন বলে নিয়ম অনুযায়ী আপনার বিবাহিত ও অবিবাহিত ভাই বোনের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

তবে আমাদের জানা থাকা দরকার একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মা-বাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন বলে এই ক্যাটাগরির স্বজনদের অপেক্ষা করতে হয় না।

কিন্তু ইউএস সিটিজেনের বিবাহিত এবং অবিবাহিত ভাই-বোনের চতুর্থ প্রিফারেন্সে পড়েন। এই ক্যাটাগরির অপেক্ষার সময় আনুমানিক ১০ বছরের বেশি।

এই ক্যাটাগরির জন্য আবেদন করতে নিম্নের তথ্যপত্র প্রয়োজনঃ

১) ফর্ম আই-১৩০,
২) পিটিশনারের ইউসে সিটিজেনশীপের সার্টিফিকেট ও পাসপোর্টের কপি,
৩) বার্থ সার্টিফিকেটের কপি এবং
৪) ইমিগ্রেশনের যথাযথ ফিস।

আর বেনিফিসিয়ারির জন্যে যা যা দরকারঃ

১) বার্থ সার্টিফিকেটের কপি,
২) বিবাহিত হলে ম্যারেজ সার্টিফিকেটের কপি,
৩) সন্তান থাকলে তাদের বার্থ সার্টিফিকেট,
৪) ডিভোর্স হয়ে থাকলে তার সার্টিফিকেট।

তারপর আই-১৩০ গৃহিত হলে যা লাগবেঃ

১) কারেন্ট জব লেটার।
২) ট্যাক্স রিটার্ন এবং
৩) ব্যাংক স্টেটমেন্ট।

এ ব্যাপরে বিস্তারিত জানতে চাইলে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে প্রয়োজনে আলোচনা করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

গাফ্ ফার ভাইয়ের গদ্য ও গল্প

শেখ রোকন



বাংলা ভাষার সাংবাদিকতায় একটি যুগের অবসান হলো যেন। আমাদের প্রজন্মের সংবাদপত্র পাঠকরা বেড়ে উঠেছেন যাঁদের কলাম পড়ে; আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরী নিঃসন্দেহে তাঁদের প্রথম পাঁচে থাকবেন। পরে পেশাগত কারণে তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলার সুযোগ; ঢাকায় এলে সরাসরি দেখা হয়েছে। ফোনে বা সাক্ষাতে খোশগল্পও হয়েছে। সেখানে পেশার বাইরেও নানা বিষয়ে কথা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মাঝেমধ্যে নদী নিয়ে কথা বলতে চেয়েছি।

মনে আছে, সাপ্তাহিক ছুটির এক সকালে সমকাল থেকে ফোনে কথা হচ্ছিল। জানতে চাইলাম, তাঁর আত্মজীবনীর নাম 'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা' কেন? বললেন, নামটির ব্যাপারে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন নোবেল বিজয়ী সোভিয়েত লেখক মিখাইল আলেকজান্দ্রোভিচ শোলোকভের বই 'অ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দ্য ডন' থেকে। সুযোগ পেয়ে জানতে চেয়েছিলাম- আপনার শৈশব-কৈশোর কেটেছে মেঘনা ও কীর্তনখোলা তীরের বরিশালে; পাঁচ দশক ধরে বসবাস করছেন টেমস তীরের লন্ডনে। কিন্তু আত্মজীবনীতে 'বুড়িগঙ্গা' নিয়ে আসার কারণ কী? সুদূর লন্ডন থেকে হাসির ঢেউ ঢাকায় আছড়ে ফেলে গাফ্ ফার ভাই বলেছিলেন- 'আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরীকে তৈরি করেছে বুড়িগঙ্গা; আর কোনো নদী নয়।' পরে এ নিয়ে ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছিলাম। এখন সার্চ দিয়ে দেখছি, সময়টি ২০১৭ সালের জুন মাসে। মনে পড়ে, শেষবার ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা এসেছিলেন আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরী। আগেরবারগুলোর মতো আমরা সদলবলে গাফ্ ফার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। তবে সেবার যাওয়ার সময়ই ঠিক করে গিয়েছিলাম, শুধু নদী নিয়ে আলাপ করব। যদিও গাফ্ ফার ভাইয়ের বয়স ততদিনে ৮৬। রোগ- শোকভোগও কম নয়। হাঁটতে পারেন না; হুইলচেয়ারে চলাফেরা করতে হয়। দেখলাম, স্মৃতি তখনও নদীর মতোই প্রবহমান। নদীর প্রসঙ্গ তোলায় একটু প্রাণবন্তও হয়ে উঠলেন যেন।

জানতে চেয়েছিলাম- পঞ্চাশের দশকে বরিশাল থেকে নদীপথে ঢাকা আসতেন কীভাবে। বলেছিলেন- স্টিমারে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগত। রাত ১০টায় বরিশালে লঞ্চে উঠে পরের দিন রাত ১০টায় ঢাকার সদরঘাটে নামতে হতো। কারণ নৌপথ ভিন্ন আর কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। ফলে পথে পথে সব ঘাটে যাত্রী ও মালপত্র তোলা-নামা করতে করতে আসতে হতো। আক্ষেপও করেছিলেন- তখন দীর্ঘ সময় লাগত বটে, সেই ভ্রমণ ছিল উপভোগ্য। নদীতেই ধরা মাছের ঝোলে বরিশালের বিখ্যাত বালাম চালের গরম গরম ভাত ছাড়াও নদীতীরের জনপদের তাজা সবজি ও ফলমূল মিলত। শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গার প্রবাহও তখন পর্যন্ত বিবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়নি। বিস্মিত হয়েছিলাম নদী নিয়ে তাঁর আরও নানা স্মৃতির প্রখরতা দেখে।

অবশ্য গাফ্ ফার ভাইয়ের নদীর ব্যাপারে বড় বিস্ময়-জাগানিয়া ছিল তাঁর কলাম লেখার ক্ষমতা। গুণগত বা সংখ্যাগত দিক থেকে তো বটেই; হাতে কীভাবে এত কলাম লিখে যান তিনি! একটানা ঝরঝরে গদ্য লিখে যাওয়ার এই সক্ষমতা আমি আর কারও দেখিনি। প্রথম দিকে লিখে ফ্যাক্স করে দিতেন; পরের দিকে হাতে লিখে স্ক্যান করে ই-মেইল করতেন। প্রথম দিকে তাঁর কন্যার ই-মেইল থেকে, পরের দিকে নিজেই ই-মেইল খুলেছিলেন। ল্যান্ড ফোনের স্থলে সেলফোন ও হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতে পারতেন। শেষদিকে একজন সাচিবিক কর্মীও যুক্ত করেছিলেন তিনি।

ঢাকায় সংবাদপত্রে সংখ্যা যত বাড়ছিল, তার সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল গাফ্ ফার ভাইয়ের কলামের সংখ্যা। পাশাপাশি দিবসভিত্তিক আয়োজন ও বিশেষ সংখ্যাগুলোতেও লিখতেন। বছর কয়েক আগে জানতে চেয়েছিলাম, তখন তিনি সপ্তাহে ক্কটি কলাম লিখছেন। বললেন, ঢাকা ও কলকাতা মিলে আটটি। সাতটি বাংলা, একটি ইংরেজি। তারপর মুখস্থ বলে গেলেন, কোন বারে কোন সংবাদপত্রে কলাম লেখেন।

গাফ্ ফার ভাইয়ের কাছে জানতে চেয়েছিলাম- লেখার এই অসাধারণ ক্ষমতা তিনি সাহিত্যের বদলে কলামের পেছনে অপচয় করছেন কেন? একুশের গান শুধু নয়; পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তিনি যেসব কবিতা, গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন, তা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তারপর 'সাহিত্যিক' আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরী 'কলামিস্ট' আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরী হয়ে ওঠার নেপথ্যের বেদনাদায়ক গল্পটিও বলেছিলেন সেবার। সাহিত্যে অর্থ কম, জমাও হয় ধীরে; যা মেলে তা দিয়ে সংসার চলে না। ফলে প্রবাসে অসুস্থ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে সংসার চালাতে গিয়েই দ্রুততর ও পরিমাণে বেশি অর্থের জন্যই তাঁকে কলাম লেখায় মনোনিবেশ করতে হয়েছিল।

প্রবাসে অবস্থানের কারণেই কিনা জানি না; গাফফার ভাই ফোনে দেশের নানা গল্প করতে পছন্দ করতেন। এই বিষয়ে, ওই বিষয়ে মতামত ও পর্যবেক্ষণ জানতে চাইতেন। মনে আছে, যুগান্তরে যখন সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিলাম- জ্যেষ্ঠ একজন সহকর্মী শুরুতেই গাফ্ ফার ভাইয়ের কাছে সব বিষয়ে মতামত দেওয়ারও 'ঝুঁকি' সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী কোনো কলামে সেই মতামত নামসহ উদ্ধৃত হয়ে যেতে পারে।

শুধু আমি নই, ঢাকার শীর্ষ সারির দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত অনেকের কাছেই লেখক ও কলামিস্ট আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরীকে নিয়ে অবধারিতভাবে অনেক গল্প জমা রয়েছে। বয়স ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় ত্রিকালদর্শী এই সাংবাদিক ছিলেন সম্পাদকদেরও জ্যেষ্ঠতর; কিন্তু নবীনতম সাংবাদিকদের কাছেও তিনি ছিলেন সহজেই আপন হয়ে ওঠা গাফ্ ফার ভাই। তাঁর সঙ্গে সব বিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলা যেত। তিনি স্নেহ করতেন, প্রশ্রয় দিতেন। অনুযোগ ও ধমকও দিতেন।

গাফ্ ফার চৌধুরীর প্রয়াণে আমার মতো অনেকে নিশ্চিতভাবেই ফোনের ওপাশে সহজে পাওয়া অভিভাবক হারানোর বেদনা অনুভব করছেন। আমাদের কালের সবচেয়ে আলোচিত কলাম লেখককে শোক ও শ্রদ্ধায় বিদায় জানাচ্ছেন বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী। কিন্তু আমাদের মতো যাঁদের সঙ্গে গত দুই দশক ধরে প্রায় প্রতি সপ্তাহে যোগাযোগ হতো, তাঁদের কারও পক্ষেই গাফ্ ফার ভাইকে বিদায় জানানো সহজ নয়।

লেখক: লেখক ও গবেষক; সমকালের সম্পাদকীয় বিভাগপ্রধান

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury, Esq
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

স্বকীয় উজ্জ্বলতায় ভাস্বর



সেলিনা হোসেন

আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরীর ব্যাপ্তি, সৃষ্টি কীভাবে বিশ্লেষণ করব; তাঁকে কীভাবে নির্ণয়ইবা করব একজন ব্যক্তি আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরী তাঁর জীবনের গন্ডি ছাড়িয়ে আমাদের জাতীয় জীবনের অক্ষয় অধ্যায় হয়ে ওঠেন আপন কর্ম ও সৃষ্টিগুণে। তাঁর ব্যাপকত্ব, বিশালত্ব; তাঁর সৃষ্টি, তাঁর কর্ম; তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস- এসব কোনো কিছুই সহজে কিংবা ছোট্ট পরিসরে বিশ্লেষণ করে শেষ করার মতো নয়। গতকাল দুপুরে যখন খবর পেলাম- তিনি আর আমাদের মাঝে নেই; মনে হলো, একটা স্তম্ভ ধসে পড়েছে। কিন্তু সান্ত্বনা এখানেই- তিনি আমাদের মাঝে অমর হয়ে থাকবেন তাঁর কর্ম ও সৃষ্টিগুণে।

সাংবাদিক হিসেবে দেশে-বিদেশে তাঁর খ্যাতির সীমানা বিস্তৃত হলেও ছাত্রজীবনেই সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় শুরু হয় তাঁর পরিভ্রমণ। বাঙালি জাতির এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন অন্যভাবে এবং ওই প্রকাশই তাঁর অনেক সৃষ্টিকর্মের মাঝেও একটি নির্দিষ্ট কর্মের জন্য তাঁকে অমর করে রাখবে। বায়ান্নর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে রচিত তাঁর কবিতা, পরে যেটি সুরারোপিত হয়েও একুশের গান হিসেবে খ্যাতি পায়; এর বিস্তার আজ বিশ্বের দেশে দেশে। কারণ আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বের দেশে দেশে পালিত হয় এবং এই গানটি গীত হয়। এ জন্যই তিনি বাঙালির ইতিহাসে অক্ষয় অধ্যায় এবং এখন তা আরও বিস্তৃত পরিসরে।

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি'- এই গানটিই একুশের মৃত্যুগাথা বা শোকস্তোত্র। ১৯৫২ সালে বাঙালি জাতির যে জাগরণ সূচিত হয়, তা সর্বজনের অন্তরে এবং সর্বকালের জন্য ঠাঁই করে নেয় তখনকার দুই নবীনের কথা ও সুরের সম্মিলনে। সেই থেকে বাঙালির জাতীয় চেতনার বিকাশের প্রতিটি সংগ্রাম ও তার বিভিন্ন উত্থান পর্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরীর নাম। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো...' গানটির মধ্য দিয়ে যে মৃত্যুগাথা বা শোকস্তোত্রে বায়ান্নর মর্মন্তুদতা ফুটে উঠেছে, তা আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরীকে আরও বরেণ্য করে। ১৯৬৪ সালে সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় নামার আগে আরও দুটি পত্রিকায় কাজ করেন তিনি। ব্যবসা বলতে তিনি অনুপম মুদ্রণ নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরী ১৯৫৮ সালে বিয়ে করেন। স্ত্রী সেলিমা আফরোজ অবশ্য তাঁর আগেই ২০১২ সালে পরপারে পাড়ি জমান।



আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরীর ব্যাপ্তি, সৃষ্টি কীভাবে বিশ্লেষণ করব; তাঁকে কীভাবে নির্ণয়ইবা করব একজন ব্যক্তি আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরী তাঁর জীবনের গন্ডি ছাড়িয়ে আমাদের জাতীয় জীবনের অক্ষয় অধ্যায় হয়ে ওঠেন আপন কর্ম ও সৃষ্টিগুণে। তাঁর ব্যাপকত্ব, বিশালত্ব; তাঁর সৃষ্টি, তাঁর কর্ম; তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস- এসব কোনো কিছুই সহজে কিংবা ছোট্ট পরিসরে বিশ্লেষণ করে শেষ করার মতো নয়।

শিক্ষাজীবন শেষে কর্মজীবনে সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে তিনি যেভাবে ক্রমেই বিকশিত হয়েছেন, তা তাঁর সাহিত্য প্রতিভাকে অনেকটা চাপা দিয়ে ফেলে। তিনি তো সাহিত্যেও সিদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন শুরুতেই। কিন্তু সেই সাধনায় তিনি স্থিত হতে পারেননি। দেশ-জাতির প্রয়োজন তাঁকে খুব বেশি টানে প্রভাবসঞ্চারী সাংবাদিকতা পেশায়। এক পর্যায়ে তিনি স্বদেশে-বিদেশে কলাম লিখে খ্যাতি অর্জন করতে থাকনে। তাঁর সমালোচকরাও অপেক্ষা করতেন তাঁর কলামের জন্য। তাঁকে কেউ কেউ বলতেন ঘটনার চলন্ত অভিধান। সবকিছু তাঁর মনে থাকত এবং সময়, জীবন, ইতিহাসের যেসব উদ্দৃতি দিতেন, তা স্মরণশক্তি থেকেই দিতেন; কোনো সঞ্চিত তথ্যভান্ডার থেকে সংগ্রহ করে নয়।

আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরী ১৯৬৩ সালে ইউনেস্কো পুরস্কার ছাড়াও সাংবাদিকতা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য পেশাগত কাজে সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক, ইউনেস্কো পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু পুরস্কার, মানিক মিয়া পদকসহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানা পদক ও পুরস্কারে ভূষিত হন।

আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আস্থাভাজন ও ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলজিয়ার্সে ৭২ জাতি জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে সফরসঙ্গী ছিলেন। দেশে ফেরার পর অসুস্থ হলে তাঁকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে কলকাতা নিয়ে যান। পরে স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ১৯৭৪ সালে লন্ডনে যান। প্রবাস জীবনের শুরু সেখানেই।

তাঁর স্পষ্টবাদিতা তাঁকে আরও অনন্য করে তুলেছিল। তাঁর ৮০তম জন্মদিন উদযাপন উৎসবে বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে জাতীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, যতদিন পারি লিখে যাব, তাই তো করেছেন। সাতাশি-উর্ধ্ব বয়সেও তাঁর কলম চলেছে ক্ষিপ্র গতিতে। গত কয়েক মাস ধরে তাঁর কলাম নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু সচল জীবনে তিনি থেমে থেকেছেন খুব কম সময়। সম্প্রতি বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ে হাসপাতালগামী হয়েছেন, কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এসেই আবার কলম ধরেছেন। তাঁর জীবন-সায়াহ্নে কন্যাবিয়োগ তাঁকে খুব কাতর করে ফেলেছিল। তবুও তিনি সবার কাছাকাছি থাকতে চেয়েছেন।

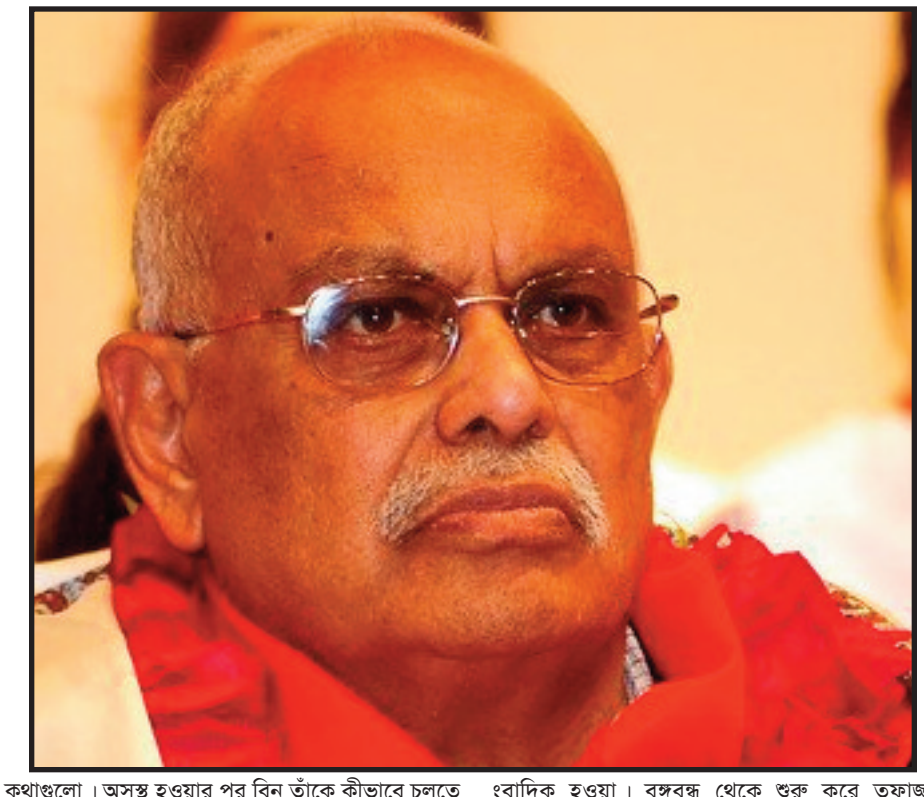
কবি, প্রাবন্ধিক, কথাশিল্পী, নাট্যকার, গীতিকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা ইত্যাদি অভিধায় তিনি ভূষিত হয়েছেন। এক কথায় বলা যায়, তিনি ছিলেন স্বকীয় উজ্জ্বলতায় ভাস্বর অনন্য গুণীজন। তাঁর জীবন অধ্যায় বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সংগ্রামমুখর। তাঁর গল্পগ্রন্থ- কৃষ্ণপক্ষ, সম্রাটের ছবি, সুন্দর হে সুন্দর উল্লেখযোগ্য। 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। তাঁর শেষ রজনীর চাঁদ, নাম না জানা ভোর, নীল যমুনা উপন্যাসও কম আলোচিত নয়। তাঁর রাজনৈতিক নিবন্ধের গ্রন্থও রয়েছে ১০টির মতো। স্মৃতিকথামূলক বইও রয়েছে কয়েকটি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে লিখেছেন ইতিহাসের রক্ত পলাশ : পনেরোই আগস্ট পঁচাত্তর।

আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরী লন্ডনে প্রবাস জীবন কাটালেও দেশপ্রেম তাঁকে সবসময় মাতৃভূমির দিকেই টেনেছে। তাঁর জীবনপ্রত্যয় ও সাফল্য অনুসরণযোগ্য হয়েই থাকবে। তিনি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই জড়িত ছিলেন রাজনীতির সঙ্গে। তিনি যে রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, সেই দলের সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হননি। এখানেই তিনি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সংবাদমাধ্যম, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী পরিমণ্ডলে তিনি থাকবেন চিরভাস্বর। ইতিহাসের বাঁক বদলের সাক্ষী আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরীকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

লেখক: কথাসাহিত্যিক; সভাপতি, বাংলা একাডেমি

শেষ দিনগুলোর স্মৃতি

ড. দিনাক সোহানী



পাঁচ বছর আগে ১৯ মে আমি এবং বাংলা টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ সামাদুল হক (আমার স্বামী) আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরীকে লন্ডন থেকে ঢাকায় নিয়ে আসি। সোনারগাঁও হোটেলে তাঁর হাত দিয়েই বাংলাদেশে উদ্বোধন হয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন বাংলা টিভির। আমাদের টেলিভিশনের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিন তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে। এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে- গাফ্ ফার ভাই নেই। ১৭ মে বিকেলেও তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। বাংলা টিভির ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র পাঠালাম গাফ্ ফার ভায়ের মেয়ে চিন্ময়ী চৌধুরীর হোয়াটসঅ্যাপে। চিন্ময়ী আপা সেই আমন্ত্রণপত্র হাসপাতালে নিয়ে গাফ্ ফার ভাইকে দেখালেন। উপস্থিত থাকতে পারুন বা না পারুন, আমি প্রতিবছরই তাঁকে দাওয়াত দিই। বাংলাদেশ থেকে কারও দাওয়াত বা চিঠি পেলে অথবা কোনো বাঙালিকে পেলে গাফ্ ফার ভাই অনেক খুশি হতেন। আমার দাওয়াতপত্রটি পেয়েও তাঁর মনটা প্রফুল্ল হয়েছিল। এর পর আমার সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। আমি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর জন্য তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্য (বাইট) চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিন্ময়ী আপাকে বললেন- ফোন অন কর। তিনি বাইট রেকর্ড করে পাঠালেন। পাঠানোর পর আমাকে ফোন করে বললেন- শব্দ ও ছবি ঠিক আছে কিনা। আমি বললাম- সব ঠিক আছে। এটা সম্প্রচারের পর আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

এখানে বলে রাখি, গাফ্ ফার ভায়ের সদ্য প্রয়াত মেয়ে বিনিতা চৌধুরী বিনু আমার বান্ধবী। আমি গাফ্ ফার চৌধুরীকে ভাই বললেও তাঁর মেয়েদেরও আপা বলতাম। বিনিতার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কথা গাফ্ ফার ভাই ভালোভাবেই জানতেন। বিনুর অকাল মৃত্যুর পরই মূলত গাফ্ ফার ভাই বেশি ভেঙে পড়েন। আগে থেকেই তিনি আমাকে নিয়মিত ফোন করতেন। তবে বিনুর মৃত্যুর পর প্রায় প্রতিদিনই সকালে নাশতা করে আমাকে ফোন করতেন। ফোন করে বলতেন-বিনু মারা যাওয়ার পর আমি তোমার মাঝে ওকে খুঁজে পাই। আমার বারবার ফোনে তুমি কি বিরক্ত হও? আমি ধন্য যে গাফ্ ফার ভায়ের কাছে পিতৃস্নেহ পেয়েছি। তিনি বলতেন- তোমার সঙ্গে কথা বলে মনে শান্তি পাই। তাঁর পরিবারের অনেক না-বলা কথাও অনায়াসে আমার সঙ্গে শেয়ার করতেন। আমিও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতাম একজন বাবার সেই কথাগুলো। অসুস্থ হওয়ার পর বিনু তাঁকে কীভাবে চলতে বলতেন, কীভাবে যত্ন নিতেন, সেই কথা বলতে পেরে তাঁর মন ভরে যেত, তৃপ্তি পেতেন। একজন মাদ্রাসাপড়ুয়া ছাত্র কীভাবে প্রগতিশীল হয়ে উঠলেন; লেখক থেকে সাংবাদিক হওয়া। বঙ্গবন্ধু থেকে শুরু করে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক-সব বিষয়ে আমার সঙ্গে লম্বা সময়জুড়ে কথা বলতেন। আমি তাঁকে আত্মজীবনী লিখতে অনুরোধ করলে তিনি রাজিও হয়েছিলেন। ঢাকা থেকে ফোনে কথা বলে একজন এ-কাজটি শুরুও করেছিলেন।

হাসপাতাল থেকে রিলিজ নিয়ে ২০ মে বাসায় ফেরার কথা ছিল, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি- এ অমর গানের স্রষ্টার। কিন্তু বাসায় ফেরা নিয়ে আগের মতো উৎফুল্ল ছিলেন না গাফ্ ফার ভাই। তিনি আমাকে বললেন, কোন বাসায় যাব? ওই বাসায় তো আমার বিনিতা নেই। কে আমাকে মুখে ক্রিম লাগিয়ে দেবে? ওষুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? আমার যত্ন নেওয়ার মানুষটা তো পরপারে চলে গেছে। আসলে বিনিতা চৌধুরীর মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি তিনি।

গাফ্ ফার ভাই আমাকে অসম্ভব রকম স্নেহ করতেন। তিনি আমাকে মেয়ের আসনে বসিয়েছেন। আমিও তাঁর মতো বাবার কাছ থেকে যে স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি; সে ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারব না। তাঁর মৃত্যুতে অভিভাবক হারানোর শূন্যতা অনুভব করছি।

গত বছরের ২০ ডিসেম্বর লন্ডনের বাসায় গাফ্ ফার ভায়ের সঙ্গে আমার সরাসরি সাক্ষাৎ হয়। সে সময় লন্ডনে ওমিক্রন ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই আমরা সরাসরি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎটা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মনোবলের দিক থেকে অসম্ভব রকম তরুণ গাফ্ ফার ভাই বলতেন- এসব করোনা আমার হবে না। হলে আগেই হতো। তুমি জামাইকে নিয়ে আবার কবে আসবা? আমি বললাম, ৩০ ডিসেম্বর আমরা ঢাকা ফিরব। পরে আবার লন্ডন এসে আসব। তিনি রাজি হলেন না। বললেন, ৩০ তারিখের আগে আবার আসবা। এরই মধ্যে আমার স্বামীর ওমিক্রন শনাক্ত হওয়ায় নির্দিষ্ট দিনে আর ঢাকা ফেরা হয়নি। এটা শুনে গাফ্ ফার ভাই অট্টহাসি দিয়ে বললেন, আমার অভিশাপ লেগেছে। বলছি না আমার বাসায় আসতে? আসতে চাওনি বলে আটকে গেছ। এ রকম প্রাণখোলা হাসি আর দেখব না- এটা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়। বিষাদের ছায়া নেমে আসে। গাফ্ ফার ভাই নেই, বিনীতা নেই- একদিন আমরা কেউই থাকব না। কিন্তু একুশের অমর গানের রচয়িতার মৃত্যু নেই। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে ততদিন তিনি অমর।

লেখক: পরিচালক, বাংলা টিভি

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

ডলার সংকট ঃ সাশ্রয়ে মনোযোগী হতে হবে

(৫ পাতার পর)

একটি শ্রেণি গুজব ছড়িয়ে মূল্যবৃদ্ধি করেছে। সামনে ডলার পাওয়া যাবে না, ডলারের দাম আরো বাড়বে, সামনে লাগতে পারে, তাই এখনই কম দামে মুজদ করে রাখা দরকার–এসব কথা বাজারে ছড়িয়ে দামটা ওপরে তোলা হয়েছে। কিন্তু সপ্তাহ শেষে কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম ছয় টাকা কমে যায়। দেশে ডলারের চাহিদা-সরবরাহ প্রক্রিয়াটি বাংলাদেশ ব্যাংককে খুব সাবধানতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে।

ডলার ধরে রাখলে লাভবান হবে–এ জন্য কিছু লোক ডলার কেনা শুরু করে। আবার এসব ডলার যে বাংলাদেশের বাইরে চলে যাচ্ছে তা-ও নয়। দেশে থেকেই তারা ডলার ধারণ করতে শুরু করে। এটা ব্যাবসায়িক বা নৈতিক কোনো দিক থেকেই ঠিক নয়। আইনের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটা বেআইনি। কারণ ডলার বাংলাদেশের জন্য কোনো লিগ্যাল কারেন্সি নয়। মানুষ শুধু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই ডলার সংগ্রহ করতে পারে।

হঠাৎ করে ডলারের দাম বৃদ্ধির আরেকটা খারাপ ফল রয়েছে। প্রবাসীরা যখনই দেখেন যে টাকা মূল্য হারাচ্ছে এবং দ্রুত ডলারের দাম বেড়ে যাচ্ছে, তখন তাঁরা যে পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠানোর কথা, তা পাঠান না। তাঁদের অনেকে রেমিট্যান্স পাঠানো বন্ধ করে দেন। তখন ডলার সংকটটা আরো বেশি হয়। সাধারণ হিসাব মতো, তখন প্রবাসীরা দেশে বেশি দাম পাবেন বলে বেশি করে রেমিট্যান্স পাঠানোর কথা। তাঁরা ভাবতে থাকেন যে ভবিষ্যতে ডলারের দাম আরো বাড়তে পারে। সুতরাং এখনই দেশে রেমিট্যান্স পাঠাব না। ফলে এ ধরনের পরিস্থিতিও ডলারের মূল্যবৃদ্ধির আরেকটি কারণ।

এই অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ-চাহিদা প্রক্রিয়ায় সমন্বয় নীতি গ্রহণের পাশাপাশি মানুষকে অযথা ডলার ধরে রাখা থেকে বিরত রাখতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের এখানে সমস্যা হলো, মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রগুলো যে কেউ চাইলে ডলার দিয়ে দেয়। তারা প্রয়োজন দেখতে চায় না। এ ক্ষেত্রে যদি নজরদারি বাড়ানো যায়, তাহলে ঠিকই বাড়তি চাহিদা কমে আসবে। তখন প্রয়োজন ছাড়া কেউ ডলার ধরে রাখবে না।

আমাদের চাল, গম, সয়াবিন তেল, জ্বালানি তেল, শিল্পের কাঁচামাল আমদানি করতেই হবে। আমার পর্যবেক্ষণ হলো, এসব অপরিহার্য আমদানি পণ্যের জন্য যে পরিমাণ ডলার প্রয়োজন, সেটা আমাদের রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় থেকে পাওয়া সম্ভব। এর বাইরে আমরা যদি ডলারের অতিরিক্ত ব্যয় বন্ধ করে দিতে পারি, তাহলে সংকট আমাদের স্পর্শ করবে না। এ জন্যই সরকারি কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক সফরগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিদেশে শপিং করার জন্য, অবকাশযাপনের জন্য, ছোটখাটো চিকিৎসার জন্য যাওয়া বন্ধ করতে হবে। আমার বিশ্বাস, তাতে চাহিদায় টান পড়বে এবং ডলারের দাম কমে আসবে এবং বাড়লেও তখন ধীরে বাড়বে। আমাদের মনে রাখতে হবে, বৈদেশিক মুদ্রার যে ব্যয় হয়, তার কমপক্ষে ২০ শতাংশ এসব খাতে ব্যয় হয়। সাময়িকভাবে অবকাশমূলক ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্বস্তিকর পর্যায়ে ধরে রাখাটাই এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল মনোযোগ হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে চাহিদার সঙ্গে ডলার সরবরাহের সামান্য সমন্বয় করা যেতে পারে। তবে সেটা অবশ্যই সামান্য পরিমাণে। আর ব্যাংকিং চ্যানেল ও কার্ব মার্কেটের মধ্যে ডলারের দাম তিন থেকে চার টাকার বেশি হওয়া অবশ্যই উচিত নয়। যখনই এর চেয়ে বেশি বেড়ে যাবে, তখনই জল্পনাকারীরা ডলার ধরে রাখতে শুরু করে। এটা যাতে করতে না পারে সে জন্য নজরদারি দরকার।

যেহেতু বৈশ্বিকভাবেই অন্যান্য মুদ্রার বিপরীতেও ডলারের দাম বাড়ছে, তাই ডলারের দাম সামান্য সমন্বয় করাই যেতে পারে। আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম-ফেডের এখনকার মূল পলিসিই হচ্ছে সুদের হার বাড়ানো। সুদের হার বাড়লে যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ বাড়বে এবং বৈশ্বিকভাবে ডলার কম পাওয়া যাবে। সমস্যা হচ্ছে, এটা তাদের রিজার্ভ কারেন্সি, আবার আন্তর্জাতিক লেনদেনের শীর্ষ মাধ্যমও। এখন ডলারের দাম বাড়ানো যদি আমেরিকান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি হয়, সে ক্ষেত্রে টাকার দামের সমন্বয় অস্বাভাবিক নয়। যেহেতু ভারতসহ অন্যান্য দেশেও তা-ই হচ্ছে। তবে ভারত বা আমাদের মতো দেশে ডলারের দামের বিষয়টি চাহিদা-সরবরাহ তত্ত্বের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় না। এখানে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখতে হয়। তাই দু-এক টাকা করে সমন্বয় করা যেতে পারে। গুজব বন্ধ করা সহজ নয়। কারণ ডলারের চাহিদা বা দাম বেশি বাড়লে গুজবের পরিবেশ তৈরি হয়। তাই দাম সমন্বয় করা যেতে পারে, যাতে অস্থিরতা তৈরি না হয়। ডলারের দাম যেদিন ১০৪ টাকা হলো তখনই গুজবটা বেশি ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর যখনই বললেন যে ডলারের দাম এত বেশি বাড়ার কথা নয়, তখন সেটা কাজে দিয়েছে।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এই মুহূর্তে আমাদের চারটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। মূল্যস্ফীতি, মুদ্রা বিনিময় হার, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ–এই চারটি বিষয় নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এগুলোকে কেন্দ্র করে অর্থনীতিতে যাতে অস্থিরতা সৃষ্টি না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। খাদ্য ঘাটতি এখন বৈশ্বিক প্রবণতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এ জন্য এখন যত উৎস থেকে খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে, সেসব উৎস থেকে বেশি পরিমাণে আমদানি করে মজুদ করতে হবে। জাতিসংঘ থেকেও বলা হচ্ছে যে বিশ্বব্যাপী খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে। আবার খাদ্যসংকট বাড়লে দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে, যা অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা তৈরি করবে। তখন কোনো উপায় কাজ করবে না। তাই আগেভাগেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

লেখক : অর্থনীতিবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের ভোগান্তির অবসান হোক



ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

গণমাধ্যম সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যমতে, প্রবাসী কর্মমুখী বাঙালী বা রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের বিমানের টিকিট সংগ্রহ-যাত্রা নিশ্চিতকরণ, ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, কোভিড মুক্তির প্রত্যয়নপত্রসহ শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে শুরু করে সর্বত্রই হয়রানির দৃশ্যাদৃশ্যের করুণ আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

করোনা অতিক্রান্তের পরবর্তী পর্যায়ে প্রবাসীদের কর্মসংস্থান নিয়ে স্বদেশ এবং বিদেশে নানামুখী সংকট অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে দুর্ভেদ্য অন্তরায় নির্মাণ করছে। প্রতিনিয়ত এসব নেতিবাচক সংবাদে দেশবাসী যার-পরনাই যন্ত্রণাকাতর।

অনতিবিলম্বে উদ্ভট এসব সমস্যার নিবিড় তদন্ত ও সমাধানের প্রায়োগিক পদক্ষেপ গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এটি অনিস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে রেমিট্যান্স। প্রবাসীদের অতি কষ্টার্জিত রেমিট্যান্সের ওপর ভর করে মজবুত হয়েছে দেশের অর্থনীতির ভিত, নির্মিত হচ্ছে বিভিন্ন সেতু-ফ্লাইওভারসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

দেশের জিডিপিতে প্রায় ১২ শতাংশ অবদান রাখা এই রেমিট্যান্স পরিণত হয়েছে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের উল্লেখযোগ্য অংশীদার হিসাবে। করোনাকালীন অর্থনীতিতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল এই রেমিট্যান্স।

দুঃখজনক হলেও সত্য, বিভিন্ন দেশে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্জিত অর্থ-রেমিট্যান্স যারা দেশে পাঠাচ্ছে, তাদেরকে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। তাদের প্রতি বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসগুলোর অসহযোগিতার অভিযোগের অন্ত নেই।

দালালের দৌরাত্ম্য, পাসপোর্ট জটিলতা, কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিয়ে অস্বস্তিকর পরিবেশ নতুন কোনো বিষয় না হলেও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মৃত্যুর পর প্রবাসীদের প্রতি অবহেলাও। প্রবাসীদের অস্বাভাবিক মৃত্যু বৃদ্ধি পেলেও তা প্রতিরোধে বা ঘটনা তদন্তে উদ্যোগী নয় দূতাবাসগুলো।

সম্প্রতি দেশে বেড়াতে আসা বহু প্রবাসীর অভিযোগ, দেশে তারা ন্যূনতম অধিকারটুকুও পাচ্ছেন না এবং তাদের তৃতীয় শ্রেণির নাগরিকের মর্যাদাও দেওয়া হচ্ছে না। প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুসারে, সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স প্রেরণকারী মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমিকরা দেশে অধিকতর নিগৃহীত হচ্ছেন। বিমানবন্দরে নেমেই তারা অরাজক আচরণ-ভোগান্তিতে নিপতিত হন। গত ফেব্রুয়ারিতে সৌদিফেরত এক প্রবাসী বিমানবন্দরের অভিজ্ঞতার বর্ণনায় বলেন, 'এমিরেটসের ফ্লাইট থেকে নামার পর ইমিগ্রেশন কাউন্টারে যাওয়ার আগে তাকে টেনে-হিঁচড়ে একটি কক্ষে নিয়ে গিয়ে অহেতুক দেহ তল্লাশি করা হয়। মধ্যপ্রাচ্য থেকে যে কোনো শ্রমিক ফিরলেই ওই কক্ষে নিয়ে যাওয়া যায়। কেউ এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে ফেরার সময় অযাচিত কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়।'

করোনাকালে ছুটিতে আসা প্রবাসী কর্মীরা কর্মস্থলে ফিরতে পদে পদে ভোগান্তিতে পড়েছেন। বিদেশে যাওয়ার টিকিট পাওয়ার জন্য রাত জেগে বসে থাকাসহ করোনা টিকার দাবিতে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে মিছিলও করতে হয়েছে। প্রবাসীদের অভিযোগ, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন গন্তব্যে বিমান ভাড়া লাখ টাকা ছাড়িয়েছে। বিমান ভাড়া বেড়ে যাওয়ায় দিশেহারা প্রবাসীরা কীভাবে গন্তব্যে ফিরবেন, কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তা ছাড়াও ছিল ফ্লাইটের সংকট।



অভিবাসন খাতের বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (বামরু) প্রতিবেদনেও প্রবাসী কর্মীদের নানা দুর্দশার চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদনের তথ্যমতে, উপসাগরীয় দেশগুলোতেই বেশি মৃত্যু হচ্ছে প্রবাসী কর্মীদের। বিদেশের মাটিতে অনেক প্রবাসীর দাফন হচ্ছে; কিন্তু এসব মৃত্যুর কারণ নিয়েও কখনো অনুসন্ধান করেনি মন্ত্রণালয়। মৃত্যু সনদে গণহারে 'স্বাভাবিক মৃত্যু' বা 'হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধে মৃত্যু' লিখে দেওয়ায় অর্ধেকের বেশি মৃত্যুর কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। প্রতিবেদন প্রকাশের অনুষ্ঠানে 'রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের' প্রতি রাষ্ট্র তার দায়বদ্ধতা পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন সরকারদলীয় এক সংসদ-সদস্য।

করোনা অতিমারি ক্রান্তিকালে বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য-পর্যটনশিল্পে ধস ও রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ নানা প্রতিকূলতায় সংকটে পড়া মধ্যপ্রাচ্যসহ প্রবাসীদের নিয়োগদাতা দেশগুলোতে কর্মী ছাঁটাই ও বেতন বন্ধসহ বহুবিধ সমস্যার মোকাবিলা করছেন বিভিন্ন দেশে কর্মরত রেমিট্যান্স যোদ্ধারা।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, বিভিন্ন মেয়াদে কারাভোগ, করোনার কারণে কাজ না থাকা, চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া, প্রতারিত হওয়া, ভিসা-আকামার মেয়াদ না থাকাসহ বিভিন্ন কারণে ২০২০ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত সোয়া দুই লাখের বেশি কর্মীকে দেশে ফিরতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে সৌদি আরব ও আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরেছেন ১ লাখ ২০ হাজার ৮৮৯ জন, যা মোট দেশে ফেরার ৫৩ দশমিক ৫৯ শতাংশ। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, বর্তমানে ১৭৪টি দেশে বাংলাদেশের শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লাখের বেশি।

এর চার ভাগের তিন ভাগ শ্রমিক নিয়োজিত আছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুসারে, রেমিট্যান্স আয়ের তিন ভাগের দুই ভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। ২ জানুয়ারি ২০২২ গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য উপাত্তের আলোকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ২০২১ সালের শুধু ডিসেম্বরে প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ১৬২ কোটি ৯০ লাখ (১.৬২ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার। দেশের ইতিহাসে বছরের সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রাপ্তির বছর হচ্ছে ২০২১। ওই বছর দেশে রেকর্ড ২ হাজার ২০৭ কোটি মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল, দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ১ লাখ ৮৯ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা (ডলারপ্রতি ৮৫ টাকা ৮০ পয়সা ধরে)।

৪ এপ্রিল ২০২২ গণমাধ্যমে প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স কমতে শুরু করে। যদিও পবিত্র রমজান সামনে রেখে মার্চে এর প্রবাহ বেড়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ, যা বিগত আট মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ।

মার্চ মাসে পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ১৮৬ কোটি বা ১ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সংশিষ্টদের মতে, রমজান মাসের পাশাপাশি রেমিট্যান্সে সরকারের বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা এবং নতুন করে অনেকে বিদেশ যাওয়ায় এর প্রবাহ বেড়েছে। (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

বিক্রমাসিংহে কি সংকট উত্তরণে সক্ষম হবেন

এ কে এম আতিকুর রহমান

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে–'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।' আজ শ্রীলঙ্কায় যে সংকট দেখা দিয়েছে তার মূলে কাজ করেছে দেশটির নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও ক্ষমতাকে কুক্ষিগত রাখার লালসা। এই জটিল সংকট দেশটিকে কোথায় নিয়ে যায় কে জানে! দেশটি যে শুধু অর্থনৈতিক সংকটেই পড়েছে তা নয়, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ওই সংকটকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। এমন দ্বিমুখী সংকটে এই দ্বীপরাষ্ট্রটি আগে কখনো পড়েছে বলে মনে হয় না।

ভেবে কাজ না করার মাসুল দিচ্ছে দেশটির জনগণ।

রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, রাষ্ট্র চালনায় দক্ষতা, জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় আন্তরিকতা ও সততা, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে যথাযথ ধারণা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুসম্পর্ক রক্ষার সক্ষমতা না থাকলে সেই নেতৃত্ব দিয়ে দেশের উন্নয়ন ঘটে না। শুধু শ্রীলঙ্কাই নয়, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের মানুষের মনমানসিকতায় সাধারণত ব্যক্তিস্বার্থের প্রাধান্য অধিক হারে লক্ষ করা যায়। তা অতি সাধারণ একজন মানুষই হোক বা ধনী ক্ষমতাশালী মানুষই হোক। দেশ বা জনসেবার অলংকার পরে যাঁরা দেশ শাসনের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন তাঁদের (কিছুসংখ্যক বাদে) কাছ থেকে নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ভালো কিছু পাওয়ার আশা করার মতো দ্বিতীয় আর কোনো ভুল হতে পারে না। এসব দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহজেই এর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে তাঁদের মধ্যে দেশপ্রেম, সততা আর অঙ্গীকার প্রচণ্ডভাবে অনুপস্থিত। তাঁদের থেকে দেশ ও জনগণ কল্যাণকর কিছু আশা করবে কিভাবে? সেই আস্থা যত দিন না সৃষ্টি হবে তত দিন পর্যন্ত জনগণকেই এ ভোগান্তি বয়ে বেড়াতে হবে। শ্রীলঙ্কা আজ তারই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে সবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

বিদেশি ঋণ গ্রহণের আগেই চিন্তা করতে হবে। উন্নয়নের নামে অযথা কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত নয়। যে প্রকল্প দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে না, অন্যের টাকার কথা বাদই দিলাম, নিজের টাকা দিয়েও সেই প্রকল্প গ্রহণ করা ভুল হবে। ক্ষমতায় থাকার জন্য বা অন্তর্নিহিত অন্য কারণে বিদেশি ঋণের টাকা দিয়ে চোখ-ধাঁধানো উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিতে গিয়ে শ্রীলঙ্কার নেতারা দেশটার এই অবস্থা করেছেন।

শ্রীলঙ্কা হঠাৎ করেই এ পরিস্থিতিতে পড়েনি। বর্তমান সংকটে পৌঁছানোর বীজ বপন করা হয়েছে অনেক দিন আগেই, পূর্ববর্তী কয়েক সরকারের শাসনামলে। ভু-রাজনীতির বিষয়টিও শ্রীলঙ্কার ক্ষমতাপ্রেমী নেতৃত্বকে বিপথগামী করে এই সংকট ত্বরান্বিত করেছে। চীনা ঋণের ফাঁদে পড়ে দেশটির নেতৃত্ব আজ শ্রীলঙ্কাকে যে অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে সেখান থেকে বের হওয়া সহজ নয়। ক্ষমতা ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা, সরকারে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, নানা অনৈতিক স্বার্থ প্রাপ্তির লোভ এবং দেশ পরিচালনায় ভুল সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে রাজাপক্ষে পরিবার দেশটিকে যে অবস্থায় নিয়ে গেছে তার ক্ষতিপূরণ এখন জনগণকে গুনতে হচ্ছে। শ্রীলঙ্কা সরকারের একা এ পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন।

গত এপ্রিল অবধি শ্রীলঙ্কার বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পরিশোধ করার ক্ষমতা দেশটির নেই। গত বছরই তাদের ঋণের পরিমাণ ছিল জাতীয় আয়ের চার গুণ। ওই অবস্থায় শ্রীলঙ্কা সরকার নিজেদের প্রথমে দেউলিয়া এবং গত ১২ এপ্রিল ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণা দেয়। তবে বিদেশি ঋণ ছাড়াও সংকট এতটা ভয়াবহ করার পেছনে সরকারের কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপরিপক্ব সিদ্ধান্ত ও কর্মকান্ড দায়ী। যেমন–জাতীয় আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করা, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে করের হার কমানো, মুদ্রার বিনিময়হারের দুরবস্থা বা মূল্যস্ফীতি, রাসায়নিক সারের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, প্রবাসী শ্রীলঙ্কানদের পাঠানো রেমিট্যান্সে ধস নামা ইত্যাদি। করোনা মহামারির কারণে দেশটির গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন খাত থেকে কোনো আয় আসেনি। তাই এখন জনগণকে খাদ্য সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে, ওষুধের অভাবে চিকিৎসাবিহীন মরতে হচ্ছে, জ্বালানি নেই, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় বাতি জ্বলছে না। তারা মাঠে নেমেছে, বিক্ষোভ করছে।

গণ-আন্দোলনের মুখে মাহিন্দা রাজাপক্ষে পদত্যাগ করলে ১২ মে রনিল বিক্রমাসিংহেকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৬ মে জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রথম ভাষণে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে বলেন, দেশে জ্বালানি ও ওষুধের অভাব রয়েছে। মজুদ জ্বালানি দিয়ে হয়তো এক দিন চলা যাবে। কয়েক দিনের মধ্যে কমপক্ষে ৭৫ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান করতে হবে এসব কেনার জন্য। তিনি বলেন, 'আমি দেশকে বাঁচাতে এসেছি; ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীকে নয়।' তবে এরই মধ্যে বিশ্বব্যাংক থেকে ১৬০ মিলিয়ন ডলার পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ভারত তিন বিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। তারা ৬৫ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার সরবরাহ করার ঘোষণাও দিয়েছে।

বিরোধী কয়েকটি দল প্রথম থেকেই রনিল বিক্রমাসিংহেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগে বিরোধিতা করে আসছে। তারা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিসভায় যোগদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে দাবি করে, রনিল বিক্রমাসিংহের নিয়োগে ভারতের হাত রয়েছে। অবশ্য ভারত এ দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। যা হোক গত কয়েক দিনে বিরোধী দলগুলোর অনেক নেতার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। তাঁদের কেউ কেউ বর্তমান সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছেন। সময় ও উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রয়োজনে শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যদি কোনো পরিবর্তন ঘটে তাতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু থাকবে না।

এদিকে ১৭ মে অনুষ্ঠিত সংসদ অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট গোতাবায়ার ক্ষমতায় থাকা না থাকার ব্যাপারে 'নো কনফিডেন্স মোশন'-এর ওপর ভোটাভুটিতে তিনি পার (পক্ষে ১১৯ এবং বিপক্ষে ৬৮ ভোট) পেয়ে গেলেও তাঁর পদত্যাগের দাবিতে জনতার বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। তবে তিনি যদি ক্ষমতায় থাকার জন্য অন্য কোনো উপায়ের অর্থাৎ সামরিক শাসন জারির কথা চিন্তা করেন, সেটি বড়ই ভুল হবে। বিশ্বের বা দেশের মানুষের কাছে তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না, বিদ্যমান সংকট আরো অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে।

ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির নেতা রনিল বিক্রমাসিংহে এর আগে পাঁচবার শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৭ সালে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৯ সালে সংসদ নেতা মনোনীত হওয়ার আগে তিনি বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। তামিল টাইগারদের হাতে প্রধানমন্ত্রী প্রেমাদাসা নিহত হলে ১৯৯৩ সালের ৭ মে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওই সময় তিনি শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ২০০১-০৪ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে শ্রীলঙ্কার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। সেই সময় শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকটে তাঁদের থেকে সহযোগিতাও পাওয়া যায়। ২০০২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এলটিটিইর সঙ্গে বিদ্যমান সংঘাত বন্ধে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ওই চুক্তির বিরুদ্ধে বিরোধী দল ও জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলো মাঠে নামে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে প্রেসিডেন্ট কুমারাতুঙ্গা ২০০৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি সংসদ ভেঙে দেন।

রনিল বিক্রমাসিংহে ২০১৫ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন। ২০১৬ সালে বৈদেশিক ঋণে ভারাক্রান্ত শ্রীলঙ্কা অর্থনৈতিক সংকটে পড়লে তাঁর সরকার আইএমএফ থেকে ১.৫ বিলিয়ন ডলারের সংস্থান করা ছাড়াও করহার বৃদ্ধি করে। চীনা ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পারায় ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এ অবস্থায় ২০১৭ সালে নবনির্মিত হাম্বানটোটা বন্দরটিকে ৯৯ বছরের জন্য চীনের একটি কম্পানিকে লিজ দেওয়া হয়। ২০১৮ সালে ঋণের বকেয়া কিস্তি পরিশোধের জন্য চীনের কাছ থেকে আরো এক বিলিয়ন ডলার ঋণ নেওয়া হয়।

২০১৮ সালে প্রেসিডেন্ট তাঁকে বাদ দিয়ে মাহিন্দা রাজাপক্ষেকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করলে তিনি আদালতের শরণাপন্ন হন এবং প্রধানমন্ত্রিত্ব রক্ষা করেন। প্রধানমন্ত্রী রনিল ওই সময় শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়বৈষম্য কমানো, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ২০২০ সালের নির্বাচনে রনিল বিক্রমাসিংহের দলের ভরাডুবি হয়, একটি আসনেও তারা বিজয়ী হতে ব্যর্থ হয়। তবে বিশেষ বিবেচনায় (ন্যাশনালিস্ট নিয়ম অনুযায়ী) ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি তিনি সংসদ সদস্য হওয়ার সুযোগ পান।

প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহের দেশ পরিচালনা করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। শ্রীলঙ্কার অনেক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটও তিনি মোকাবেলা করেছেন। সেই অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে তাঁকে এগোতে হবে। মন্ত্রিপরিষদে যাঁরাই অন্তর্ভুক্ত হন না কেন তাঁদেরও শপথ নিতে হবে একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, অর্থাৎ বর্তমান সংকট থেকে শ্রীলঙ্কাকে বের করে আনা। এ ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব একাধিক দলের অভিজ্ঞ নেতাদের সমন্বয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করা গেলে বিদ্যমান রাজনৈতিক সহিংসতা সামাল দেওয়াসহ অন্য চ্যালেঞ্জগুলো থেকে উত্তরণ সহজ হবে। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে যেন এটি করা যায় সেদিকে জোর দিতে হবে। বর্তমানে দলীয় স্বার্থের কথা ভুলে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

দেশে বিদ্যমান খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোসহ অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে জোরদার করতে হবে। রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলমান রাখা অত্যন্ত জরুরি। চীন সরকারের সঙ্গে ঋণ পরিশোধের একটা গ্রহণযোগ্য ও সুবিধাজনক সিদ্ধান্তে আসতে হবে। ভারতকে এড়িয়ে চলা শ্রীলঙ্কার জন্য মন্দ বই ভালো হবে না। নিজেদের স্বার্থেই দুই দেশের শক্তিশালী সম্পর্ক বজায় রাখা অপরিহার্য।

সার্বিক বিবেচনায় এ সংকট উত্তরণে বিক্ষোভের চেয়ে ঐক্যের প্রয়োজন অনেক বেশি। দল-মত-নির্বিশেষে জনগণ ও সরকারকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে। মনে রাখতে হবে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে দেশের অর্থনৈতিক সংকটের উত্তরণ। তাই শ্রীলঙ্কার বর্তমান সরকারকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের প্রতি জোর দিতে হবে। সরকার প্রত্যাশিত আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতা লাভে সফল হলে শ্রীলঙ্কার আকাশে ঘনীভূত মেঘ অবশ্যই ধীরে ধীরে কেটে যাবে।

লেখক: সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব

অর্থদানবদের গডফাদার তান্ডব



গোলাম মাওলা রনি

বাংলাদেশের অর্থবাণিজ্যের রথী-মহারথী এবং আর্থিক খাতের সম্মানিত অভিভাবকদের কয়েকজনের সাথে সাক্ষাৎ এবং ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম সেই ১৯৮৬ সালে। তখনকার দিনের ব্যবসাবাণিজ্যে আজকের মতো পুকুরচুরি বা সাগর লুটের ঘটনা ঘটত না। অন্য দিকে বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকারি-বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এস কে সুর অথবা পি কে হালদারের মতো কোনো লোক গুরুত্বপূর্ণ পদ-পদবিতে বসবে এমনটি কল্পনাও করা যেত না। আজকের দিনে বড় বড় সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক যেভাবে নতজানু হয়ে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে চিহ্নিত অর্থদানবদের রঙ্গমহলে গিয়ে বসে থাকেন এবং তাদের হুকুম তামিল করে হাজার কোটি টাকার ঋণের বরাদ্দপত্র নিজ হাতে তাদের অফিস বা বাসায় গিয়ে সমর্পণ করেন তা ১৯৮৬-৮৭ সালে স্বপ্নেও কল্পনা করা যেত না।

উল্লিখিত সময়ে ব্যাংকিং সেক্টরে যারা দিকপাল ছিলেন তাদের মধ্যে কাজী বাহারুল ইসলামের সাথে আমার প্রথম সখ্য গড়ে ওঠে। তিনি যখন রূপালী ব্যাংকের এমডি ছিলেন তখন তার অফিসে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখি বাংলাদেশের একজন নামকরা শীর্ষ ব্যবসায়ী একজন ডিজিএমের রুমে কাঁচুমাচু করে বসে আছেন। তখনকার দিনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়া সাধারণত কোনো ক্লায়েন্টদের সাক্ষাৎ দিতেন না। আর শাখা ব্যবস্থাপক, জোনাল অফিস এবং হেড অফিসের মধ্যে এমন একটি চেইন অব কমান্ড ছিল তা যারা দেখেছেন তারা যদি ইদানীংকালের চেইন অব কমান্ডের কবলে পড়েন তাহলে নির্ঘাত আত্মহত্যা করতে চাইবেন।

কাজী বাহারুল ছাড়াও অগ্রণী ব্যাংকের তৎকালীন মহাব্যবস্থাপক খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ আর খোন্দকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নুরুল ইসলাম ও সেগুফতা বখত চৌধুরীকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আতাউল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ছাড়াও বেসিক ব্যাংকের তিনজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক যথাক্রমে জনাব কোরেশি, মজিদ এবং ইকবালের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আইডিএনসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত একজন নামকরা ব্যাংকার যার ডাক নাম ছিল তুলা তার সাথেও পরিচিত হলাম। প্রয়াত রাজনীতিবিদ কে এম ওবায়দুর রহমানের সাথে ডাকসুর জিএস অথবা ভিপি ছিলেন তুলা ভাই এবং ওবায়েদ ভাই একদিন ফোন করে আমাকে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন।

বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইস্পাহানী গ্রুপের চেয়ারম্যান সদর ইস্পাহানী এবং পরবর্তী চেয়ারম্যান বেহরুজ ইস্পাহানীর সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল। এ ছাড়া কুষ্টিয়া টেক্সটাইল, আফিল জুট মিলসহ আশির দশকে আরো অনেক বড় শিল্প কল-কারখানার মালিক ছিলেন প্রয়াত আফিল উদ্দিন। তার সঙ্গে এবং তার দুই সন্তানের সঙ্গেও সখ্য ছিল। এর বাইরে এ কে খান গ্রুপের জহির উদ্দিন, সিঙ্গারের মাহবুব জামিল, বাটা কোম্পানির জনাব আলমসহ দেশী-বিদেশী অনেক করপোরেট হাউজের প্রধান নির্বাহী, অথবা মালিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। পরবর্তীকালে নিজের ব্যবসা, রাজনীতি এবং সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বহু ভালো মানুষের সংস্পর্শ পেয়েছি। আমার অভিজ্ঞতাভান্ডারে মন্দ মানুষের সাহচর্যের কুৎসিত স্মৃতি তেমন নেই বললেই চলে। কেবল বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিযুক্ত ও বহুল বিতর্কিত সাবেক ডেপুটি গভর্নর এস কে সুরের সঙ্গে আমার ক্ষণেকের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং তাকে দাঁতভাঙা উচিত শিক্ষা দেয়ার যে সুযোগ পেয়েছিলাম সেই কাহিনী বলার আগে আজকের শিরোনাম সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক।

আজকের শিরোনাম প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে প্রথমে যার নাম মনে আসছে সে হলো পি কে হালদার। ভুয়া কোম্পানি বা কাগুজে কোম্পানি তৈরি করে ব্যাংক থেকে ছয় হাজার কোটি টাকা বের করে নেয়া এবং তিন হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করার যে অভিযোগ তার বিরুদ্ধে ছিল ওমনটি হাজার বছরের ইতিহাসে অন্য কারো বিরুদ্ধে ছিল না। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগসহ



রাষ্ট্রের আরো সব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ-অনুবিভাগ ও দফতরগুলো তদন্ত করছিল। তিনি সবাইকে টেক্কা দিয়ে তুড়ি বাজাতে বাজাতে ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে বিদেশে চলে গেলেন এবং সেই দৃশ্য যারা দেখেন, তাদের সবারই বসে বসে আঙুল চোষা ছাড়া অন্য কোনো কিছু করার হুকুম যে ছিল না তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

পি কে কানাডা গেল নাকি ভারত গেল তা আমরা আজো জানতে পারিনি বটে তবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গ্রেফতারের পর ভারতীয় মিডিয়ার কল্যাণে জানতে পারলাম- ভারতে অগাধ সম্পত্তি রয়েছে এবং দেশ-বিদেশে ঘোরার জন্য তার তিনটি দেশের নাগরিকত্ব সংবলিত পাসপোর্ট রয়েছে। যারা এত দিন পি কের পশমে ফুঁ দেয়ার কথা স্মরণ করলে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেত তারা হঠাৎ করে হুমকি-ধমকি শুরু করল এই বলে যে, পি কেকে ধরে আনা হবে। এ কথা পি কের কানে পৌঁছামাত্র সেও বীর বিক্রমে হুঙ্কার ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে বলল, আমাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিন। এ খবর বাংলাদেশে আসামাত্র দুর্নীতির সদর-অন্দরে কী রসায়ন ঘটল তা আমি বলতে পারব না। তবে তাকে নিয়ে যেসব ক্ষমতাধর লোকজন উচ্চবাচ্য করেছিল তারা একেবারে চুপসে গেল।

একবার শোনা গিয়েছিল যে, পি কে কানাডাতে রয়েছে। সেবারও তাকে নিয়ে বাহারি উচ্চবাচ্য শুরু হলে পি কে তার আইনজীবীর মাধ্যমে ঘোষণা দেয়, সে বাংলাদেশে ফিরতে চায়, প্রথমে মহামান্য উচ্চ আদালত রাজি হলো। কিন্তু তারপরে কী হলো তা আর জানতে পারলাম না। পি কেও এলো না এবং তাকে নিয়ে যারা হম্বিতম্বি করেছিল তারাও নাচন-কুদন বন্ধ করে দিলো। আপনি যদি পি কের উল্লেখিত নড়াচড়া-গতিবিধি এবং বক্তব্য মূল্যায়ন করেন তবে খুব সহজে বুঝতে পারবেন, পি কের কাছে অনেক তথ্য রয়েছে। সে যদি ভরা আদালতে অথবা জনসমক্ষে কিংবা মিডিয়ার কাছে তা না হলে পুলিশের কাছে মুখ খোলে এবং বলে দেয় কোন রাতে কার কাছে সে কোন বান্ধবীকে পাঠিয়েছিল এবং সেই বান্ধবীর সঙ্গে যা করা হয়েছে তার কিছু অডিও কিংবা ভিডিও ক্লিপ যদি সে সরবরাহ করতে চায় তবে ঢাকার আকাশে বাতাসে বিনামেঘে বজ্রপাত হতে থাকবে। সে যদি আরো বলে দেয় যে, লুটপাটের সাথে কারা কিভাবে জড়িত ছিল; তার গডমাদার, গডফাদার এবং পৃষ্ঠপোষক কারা ছিল এবং তারা লুটের টাকার কত অংশের ভাগ পেয়েছে! এসব কারণে মনে হচ্ছে, পি কের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন প্রায় অসম্ভব। তা ছাড়া নানা ধরনের রোগবালাই যথা করোনা, হার্টঅ্যাটাক থেকে শুরু করে আরো কত কিছুর কথাই তো আমরা শুনতে পাই যখন কাউকে তাদের শক্তিশালী সহযোগীরা দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকে।

পি কের আর্থিক কেলেঙ্কারিসহ দেশের ব্যাংক বীমা লিজিং কোম্পানি শেয়ার মার্কেট ইত্যাদি ক্ষেত্র থেকে যে লাখ লাখ কোটি টাকা প্রথমে লুটপাট করা হয়েছে এবং পরে যেভাবে পাচার করা হয়েছে তার সাথে দেশ বিদেশের অর্থদানবদের সিন্ডিকেট এবং সেই সিন্ডিকেটের একাধিক গডফাদার জড়িত। সেসব গডফাদারের টিকিটি স্পর্শ করার মুরোদ রয়েছে এমন কোনো কর্তাকর্ত্রীর নাম আমরা জানি না। বরং কর্তাকর্ত্রীরা যেভাবে তামিল ছবির দৃশ্যের মতো অন্ধকার জগতের গডফাদারদের নির্দেশে নৃত্য পরিবেশন করে তা দেখে অবোধ ঘোড়া-গর্দভরা পর্যন্ত হাসি নিবারণ করতে পারে না। পি কের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ রয়েছে সেসব অভিযোগের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার মদদদাতা হিসেবে যে লোকটির নাম এসেছে সে হলো এস কে সুর। দুর্নীতি দমন কমিশন যেভাবে বেসিক ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যান শেখ বাচ্চুর বিষয়ে কঠোর ভূমিকা রেখেছে একইভাবে তারা সুরের বিরুদ্ধেও নিতান্ত গরম সুরে নানান লোক দেখানো আয়োজন অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশে যারা ব্যবসাবাণিজ্য এবং ব্যাংকিং কর্মকান্ডের সাথে জড়িত তারা খুব ভালো করে জানেন যে, সুরের কাজকর্মে কতটা সুর ধ্বনিত হয়েছে কিংবা কতটা অসুর বজ্র নিনাদে তান্ডব চালিয়েছে। অথচ তার কর্মকালীন সময়ে কেউ তার টিকিটি স্পর্শ করেনি বা করতে সাহস পায়নি। এটা কেন হয়েছে তা আমি বলতে পারব না। কারণ সরকারদলীয় একজন সংসদ সদস্য হিসেবে আমি খুব ভালো করে জানতাম যে, আওয়ামী লীগের উঁচু মহলের সাথে তার কোনো সংযোগ ছিল না। কেউ তাকে মদদ দিয়েছে এমন কথাও আমি শুনিনি। সরকারি মহলে তার যে খুব ক্ষমতা ছিল তা-ও আমি দেখিনি। অথচ অজানা কারণে মানুষ তাকে ভয় পেত এবং তার অন্যায় ও অন্যায্য আচরণে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। অথচ আমার মতো কেউ যদি তাকে চ্যালেঞ্জ জানাত তবে হয়তো সুরের মতো লোকেরা কোনো দিন দেশ জাতির ক্ষতি করতে পারত না। আমার সঙ্গে এস কে সুরের কী বাৎচিত হয়েছিল এবং আমি তাকে কিভাবে শিক্ষা দিয়েছিলাম সেই কাহিনী বলেই আজকের নিবন্ধের ইতি টানব।

ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১২ সালের একেবারে মাঝামাঝি সময়ে। আমার একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য অগ্রণী ব্যাংক থেকে বেশ মোটা অঙ্কের ঋণ নিয়েছিলাম এবং নিয়মিতভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে যাচ্ছিলাম। আমি কৌশলগত কারণে শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করতে চাইলাম। অগ্রণী ব্যাংকের কাছে আবেদন জানালাম যে, আমার ঋণ পরিশোধের সময়সীমা পাঁচ বছরের পরিবর্তে সাত বছর করে দেয়া হোক কারণ, মাসিক কিস্তির পরিমাণটা আমার জন্য সহনীয় নয়। ব্যাংকের বোর্ড আমার পক্ষে সিদ্ধান্ত দেয় এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠায়; কিন্তু সুর বাবু আমার ফাইলটি অনুমোদন করেন বটে যা আমার জন্য বুমেরাং হয়। আমার ঋণ পরিশোধের সময়সীমা যেখানে পাঁচ বছরের জন্য ছিল তা সে কমিয়ে ২৪ মাস করে দেয়। তার এই সিদ্ধান্তে অগ্রণী ব্যাংক বোর্ড বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে।

অগ্রণী ব্যাংকের এমডি হামিদ আমাকে ফোন করে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং এস কে সুরের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। তিনি আমার কাছে বেক্সিমকো গ্রুপের একটি রিশিডিউল করা ঋণের মঞ্জুরিপত্র দেখান যেখানে প্রচলিত বিধি লঙ্ঘন করে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদন দিয়েছে। অথচ আমার আবেদনে কেন উল্টো সিদ্ধান্ত দিলেন এমন প্রশ্ন করতেই সুর বেসুরো আচরণ শুরু করল। বেক্সিমকোরটি কেন করেছেন এমন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল যে, আমি কিভাবে সেই তথ্য পেয়েছি। সুরের বেআইনি কর্ম এবং অসৌজন্যমূলক আচরণে আমি যারপরনাই বিব্রত হলাম এবং পরপর কয়েক রাত ঘুমাতে পারলাম না। পরে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সুরকে একটা উচিত শিক্ষা দেবো এবং সেই কাজ করতে গিয়ে যদি অগ্রণী ব্যাংকের ঋণ এক দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় তা-ও করব।

পরিকল্পনা মতো আমি গভর্নর আতিউর ভাইকে ফোন দিলাম। তার সাথে আমার সম্পর্ক ছোট ভাই-বড় ভাইয়ের মতো। কারণ তার ছোট ভাই আমার ক্লাসমেট ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি টকশোতে আতিউর ভাইয়ের বিরুদ্ধে বলার কারণে তিনি কিছুটা মনক্ষুণ্ন ছিলেন। এ অবস্থায় আমার ফোন পেয়ে তিনি আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বললেন, রনি আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে। আমি কণ্ঠে কঠোরতা এনে বললাম- আতিউর ভাই! আপনি কিন্তু একজন সংসদ সদস্যের সাথে কথা বলছেন। আপনার যদি অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক থাকে তবে সেই বৈঠক আমার কথা বলে বাতিল করুন। আর যদি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক থাকে তবে আমাকে বলুন আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। আতিউর ভাই কথা বাড়ালেন না। তিনি বললেন, ওকে তুমি আসো। আমি অপেক্ষা করব।

পরের দিন নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে গিয়ে দেখি নিচতলায় লিফটের সামনে গভর্নরের প্রতিনিধি দাঁড়িয়ে আছেন এবং গভর্নরের অফিসে গিয়ে দেখি তার ব্যক্তিগত সচিব অভ্যর্থনার জন্য রুমের বাইরে অপেক্ষা করছেন। আমি আতিয়ার ভাইকে পুরো ঘটনা বললাম এবং জানালাম যে বেক্সিমকোর সালমান এফ রহমান ও সোহেল রহমান সাবেক গভর্নর লুৎফর রহমান সরকারের সাথে যে আচরণ করেছিল আজ আমি সেই কাজ করার জন্য এখানে এসেছি। এখন আপনি বলুন, আমি কি সুরের রুমে গিয়ে কাজটি করব নাকি আপনি তাকে ডাকবেন এবং আপনার সামনে তা করব। আমার কথা শুনে আতিউর ভাই ভড়কে গেলেন। বললেন, রনি মাথা গরম করো না। এমন এমন কিছু করে দিচ্ছি যাতে তোমার আবেদনটি অনুমোদন হয় এবং সুরের একটা উচিত শিক্ষা হয়। তিনি অগ্রণী ব্যাংকের এমডিকে ফোন করে ফাইলটি তৎক্ষণাৎ তার টেবিলে পাঠাতে বললেন। অন্য দিকে সুরকে ডেকে আনলেন তার রুমে, এরপর যা ঘটল তা নাটক সিনেমার কাহিনীকেও হার মানাবে। আগামীতে সুযোগ পেলে এই বিষয়ে বিস্তারিত লিখব।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের ভোগান্তির অবসান হোক

(১৬ পাতার পর)

১ জানুয়ারি ২০২২ অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি সূত্রে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমজীবী মানুষের উপার্জিত বৈদেশিক আয় বৈধ পথে দেশে আনার ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা ২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২ দশমিক ৫ শতাংশ করা হয়েছে। মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের গুরুত্ব বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ ছিল, এই প্রণোদনার হার বৃদ্ধির বিষয়টি প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে নববর্ষের উপহার।

১২ মে ২০২২ গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের 'মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্রিফ' শীর্ষক প্রতিবেদনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, চলতি বছরে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ মাত্র ২ শতাংশ বাড়বে। সংস্থাটির মতে, মহামারির মধ্যে নিয়মিত প্রণোদনা দেওয়ায় ২০২১ সালে ২২ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পেয়েছিল বাংলাদেশ। ২০২২ সালে তার চেয়ে ২ শতাংশ বেশি রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশ্বব্যাপী রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়ে ৬৩০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। দক্ষিণ এশিয়ায় এই প্রবাহ কমবে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ। নিু ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে বাড়বে ৪ দশমিক ২ শতাংশ। সংস্থাটি ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় পতন হবে বলেও সতর্ক করেছে।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে রেমিট্যান্স প্রবাহের নিুমুখিতায় কমতে শুরু করেছে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সূচক রিজার্ভ ৪৪ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে। একই বছরের ২৮ এপ্রিলে হয় ৪৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি। কিন্তু করোনা মহামারির মধ্যেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৮ দশমিক ০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের নতুন রেকর্ড ছুঁয়েছিল। ৮ মে ২০২২ গণমাধ্যমে প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) মার্চ-এপ্রিল মেয়াদের ২২৪ কোটি ডলারের আমদানি বিল পরিশোধ করার পর রিজার্ভের আকার নেমে আসে ৪ হাজার ১৯০ কোটি ডলারে; দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৩ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা। গত দেড় বছরের মধ্যে এটিই সবচেয়ে কম রিজার্ভ। এর পূর্বে ২০২০ সালের নভেম্বরে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ১২৬ কোটি টাকা। অর্থনীতি বিশেষক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের ধারণা, দেশে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করায় আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ৫ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানির বিনিময়ে আগস্টে তা বেড়ে ৬ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। সেপ্টেম্বরে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭ বিলিয়ন ডলারে। উল্লেখ্য, বর্তমানের আমদানির খরচ হিসাবে এই রিজার্ভ দিয়ে পাঁচ মাসের কিছু বেশি সময়ের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব হবে। অথচ বিগত সাত-আট মাস আগেও ১০ থেকে ১১ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর রিজার্ভ ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের।

অর্থনীতি গবেষক ও পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআর-আই) নির্বাহী পরিচালক বলেন, 'আমদানি বাড়লে রিজার্ভ কমবে, এটাই স্বাভাবিক। এতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। এখনো মোটামুটি সন্তোষজনক আছে। আর আমদানি বাড়া তো ভালো। এতে দেশে বিনিয়োগ বাড়বে, অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার হবে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।' সার্বিক পর্যালোচনায় এটি সুস্পষ্ট যে, বৈশ্বিক তেল-নিত্যপণ্য-মুদ্রার বাজারে চরম অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছে। দ্রুততার সঙ্গে পণ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, চাহিদা-সরবরাহে ভারসাম্যহীন অসঙ্গতি-ডলার মানদন্ডে টাকার মূল্যমানের নিুগতি, আমদানি খাতে বাজার ব্যবস্থার বেসামাল পরিস্থিতি এখন থেকেই গুরুত্বসহকারে আমলে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পণ্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ইতোমধ্যে সামাজিক-রাজনীতিতে বিরূপ প্রভাব ও গণবিক্ষোভ সংঘাতের রূপ পরিগ্রহ করছে। যথাযথ বিশেষণে উদ্ভূত বিষয়গুলো-সংকট মুক্তির লক্ষ্যে দেশের আপামর জনগণকে পর্যাপ্ত প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে সচেতন করা উচিত। সরকার এক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রকারী, অন্ধকারের অশুভ শক্তিগুলো দেশবিরোধী ধ্বংসাত্মক কার্য সংঘটনে তৎপর হয়ে উঠবে, নিঃসন্দেহে তা বলা যায়।

লেখক: সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বায়তুশ শরফের পীর হজরত মাওলানা শাহ সুফি কুতুব উদ্দিন (রহ:)

মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্

বায়তুশ শরফের মরহুম পীর বাহরুল উলুম শাহ সুফি হজরত মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন ছিলেন এক কালজয়ী প্রতিভা। জ্ঞানে গুণে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। বিজ্ঞ মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও আরবি ভাষাবিদ হিসেবে তিনি সর্বজন প্রশংসিত। তার কাব্যিক প্রতিভাও ছিল অসাধারণ। হক্কানি আলেম, বিখ্যাত ওয়ায়েজ হিসেবে তার জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। এরূপ বড় বড় পরিচয়, খ্যাতি ছাড়িয়ে তিনি একজন কামিল পীর হিসেবেই সর্বত্র বেশি পরিচিত। আধ্যাত্মিক সাধক মানবপ্রেমিক হিসেবে সব শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। একই সাথে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক, দেশদরদি মানবপ্রেমিক এবং সমাজসেবক হিসেবেও তার পরিচিতি ছিল সমধিক। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি অত্যন্ত সুনামের সাথে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

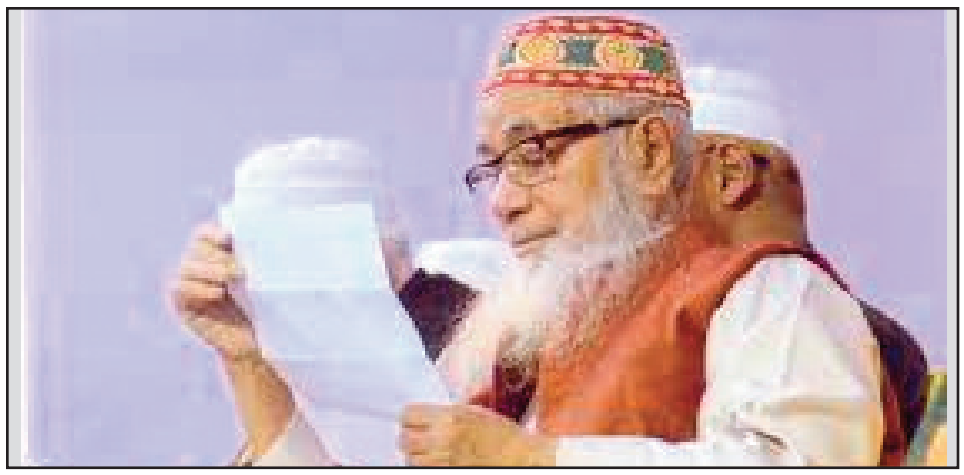
মওলানা শাহ মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন বন্দরনগরী চট্টগ্রাম জেলার বৃহত্তর সাতকানিয়া (বর্তমান লোহাগাড়া) উপজেলার অন্তর্গত আধুনগরে সুফি মিয়াজি পাড়ায় ১৯৩৮/৩৯ সালে এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম মওলানা মুসলেহ উদ্দিন এবং মাতা মরহুমা রায়হানাহ বেগম। তার পিতা ছিলেন লোহাগাড়া উপজেলাধীন ঐতিহ্যবাহী চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার একজন সুযোগ্য শিক্ষক। তার মাতা চরিত্রবতী, পর্দানশিন অত্যন্ত পরহেজগার মহিলা ছিলেন।

কুতুব উদ্দিন চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসার সেরা ছাত্রদের তালিকায় নিজের স্থান করে নেন। এ মাদরাসা থেকে ১৯৫৩ সালে হাফতুম (দাখিল) কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। ১৯৫৫ সালে একই প্রতিষ্ঠান হতে ছুয়াম (আলিম) প্রথম বিভাগে ১৬তম স্থান এবং ১৯৫৭ সালে উলা (ফাজিল) প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান অধিকার করে বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসায় তার উস্তাদদের মধ্যে ছিলেন মওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নাযের, মওলানা মোজাফফর আহমদ, মওলানা মুহাম্মদ আমীন, মওলানা রশিদ আহমদ, মওলানা মুহাম্মদ কাসেম প্রমুখ।

মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন হাদিস বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'উম্মুল মাদারিস' (মাদরাসাগুলোর জননী) খ্যাত চট্টগ্রাম চন্দনপুরা দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদরাসায় অধ্যয়নকালে তিনি 'কালের সেরা ছাত্র' ও 'মাদরাসার গৌরব' হিসেবে আখ্যায়িত হন। তিনি ১৯৫৯ সালে কামিল (হাদিস) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করায় 'গোল্ড মেডেল' লাভ করেন। এ অনন্য ফল লাভের সুবাদে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড তাকে দু'বছর মেয়াদে গবেষণা করার জন্য বৃত্তি প্রদান করে; কিন্তু পারিবারিক কারণে তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি। কামিলে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করার পর তার শ্রদ্ধাভাজন পীর, বায়তুশ শরফের মহান প্রতিষ্ঠাতা হজরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতার (রহ:)-এর কাছে দোয়া নিতে এলে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে সে দিন বাদ জুমা মাদারবাড়ির তার বাংলোয় (ইবাদতখানা) উপস্থিত সবাইকে মিষ্টি মুখ করান এবং তার কারুকার্যখচিত টুপিটি স্বহস্তে মওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিনের মাথায় পরিয়ে দেন। তার ব্যবহৃত সাদা রুমালখানা দ্বারা মাথায় পাগড়ি বেঁধে দিয়ে 'বাহরুল উলুম' (বিদ্যাসাগর) উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. আহসান সাইয়েদ তার প্রবন্ধে বলেন, "আরবি ভাষায় তার পান্ডিত্য সর্বজন প্রশংসিত। তিনি এমন সহজ সাবলীলভাবে অনর্গল আরবিতে কথা বলেন এবং লিখেন যা দেখলে মনে হয়, আরবি যেন তার মাতৃভাষা। একই সাথে উর্দু এবং ফারসি ভাষায়ও তিনি সমান পারদর্শী। তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও বালাগাত (অলঙ্কার শাস্ত্র)-এ সব বিষয়ে তার রয়েছে গভীর জ্ঞান। তার জ্ঞান-গরিমায় মুগ্ধ হয়ে দেশের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ তাকে 'বাহরুল উলুম' উপাধিতে ভূষিত করেন।"

মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন (রহ:)-এর শৈশব ও যৌবনের বিভিন্ন ঘটনা থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি ভবিষ্যৎ



কর্মজীবনে মহত্তর এক শীর্ষস্থানের অধিকারী হবেন। ছাত্রজীবনেই তার মধ্যে বিশ্বস্ততা, সাধুতা, সময়ানুবর্তিতা, ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্যশীলতা, সত্যানুরাগ প্রভৃতি মহৎ গুণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত তার এই মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতাই তাকে মহত্ত্বের উচ্চ শিখরে পৌঁছতে সাহায্য করে। তিনি ১৯৬০ সালে সাতকানিয়া থানার রসুলাবাদ সিনিয়র মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। তার মেধা, বিচক্ষণতা, জ্ঞানের গভীরতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা বিবেচনা করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাকে সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্তি দেন। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে তার পীর মরহুম শাহ আবদুল জব্বার (রহ:) প্রতিষ্ঠিত বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। পরে ১ জুন, ১৯৮৯ উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এ পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯৭ সালে তিনি অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি অধ্যক্ষ হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালে অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেও অবৈতনিক ওস্তাদ হিসেবে বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসার ছাত্রদেরকে বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফসহ নানান বিষয়ে পাঠদানের পাশাপাশি মাদরাসা পরিচালনা পরিষদের (গভর্নিং বডির) সম্মানিত সভাপতি ও সহসভাপতি হিসেবে ইন্তেকালের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বিশেষ অবদান রেখেছেন।

নভেম্বর, ২০০৭ সাল থেকে তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং ১৩ জানুয়ারি, ২০০৯ সাল থেকে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তিনি আরো বহু দ্বীনি, সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৮ উপলক্ষে তিনি চট্টগ্রাম জেলার 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান' (অধ্যক্ষ) এবং ২০০০ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক তিনি জাতীয়ভাবে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান' (অধ্যক্ষ) নির্বাচিত হন।

শাহ মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিনের গতিশীল নেতৃত্বে 'বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ' একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। তার প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ও ত্বরিত কর্মদক্ষতার ফলে বায়তুশ শরফের বহুমুখী কার্যক্রম সুবিস্তৃত হয়েছে প্রতিনিয়ত। ২৫ মার্চ ১৯৯৮ সালে শাহ আবদুল জব্বার (রহ:)-এর ইন্তেকালের পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত তার তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক প্রতিষ্ঠান। সেগুলো হলো- ১. মসজিদ-১০০টি ২. মাদরাসা-১৫টি ৩. এতিমখানা-সাতটি ৪. হেফজখানা-১২টি ৫. হাসপাতাল-তিনটি ৬. চুনতি বাজারে সুদৃশ্য মজবুত তোরণ (বাবে মীর আখতর)-একটি। আরো বহু মাদরাসা, মসজিদ ও এতিমখানা নির্মাণাধীন রয়েছে।

ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশেও শাহ মাওলানা কুতুব উদ্দিনের অবদান অনন্য। প্রতি বছর অত্যন্ত শান-শওকতের মাধ্যমে ঈদে মিলাদুন্নবী সা: উদযাপিত হয়ে থাকে। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ 'ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা' বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতি বছর চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেয়া হয় গুণীজন সংবর্ধনা। তার তত্ত্বাবধানে ১৯৯৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত দেশের সেরা গুণী ৯০ জন ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা ও 'বায়তুশ শরফ স্বর্ণপদক' প্রদান করা হয়।

হজরত মাওলানা কুতুব উদ্দিন (রহ:) ছিলেন একজন স্বভাবজাত কবি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও অনুষ্ঠানে আরবি, উর্দু ও ফারসি ভাষায় উপস্থিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করে তিনি হয়েছেন প্রশংসিত ও নন্দিত। তার বহু কালোত্তীর্ণ হাম্দ, না'ত পবিত্র মক্কায় কা'বার চত্বরে ও মদিনায় মসজিদে নববীর চত্বরে লেখা; যেগুলো গুলহায়ে আকিদত কাব্যগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। তার বহু উর্দু, ফারসি ও আরবি কবিতা পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। তার 'গুলহায়ে আকিদত' নামে উর্দু ভাষায় একটি অমূল্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যাতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর স্বরচিত প্রায় ৫০০ দুর্লভ কবিতা স্থান পেয়েছে। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আটটি।

তিনি ১৯৬৫ সাল থেকে ইন্তেকালের দু'বছর আগ (২০১৭ ইং.) পর্যন্ত ৫২ বারের অধিক পবিত্র হজ ও ওমরাহ পালন করেছেন। এই আধ্যাত্মিক সাধক, মানবপ্রেমিক, দানবীর তার লাখ লাখ ভক্ত-অনুরক্তকে শোক সাগরে ভাসিয়ে মহামারী করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২০ মে ২০২০ সালে পবিত্র শবেকদরের দিন ঢাকার আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শবেকদরের মহিমান্বিত রাতের শেষে ফজরের নামাজের পর তাকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফ মসজিদের পাশে তার পীর মুর্শিদ হজরত মাওলানা শাহ আবদুল জব্বার (রহ:)-এর কবরের পাশে সমাহিত করা হয়। তার নামাজে জানাজায় ইমামতি করেন তার একমাত্র পুত্র মাওলানা ছালাহ উদ্দিন বেলাল। দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ তাকে তার সুকর্মের জন্য জান্নাতুল ফেরদৌসে দাখিল করুন।

লেখক: সম্পাদক, মাসিক দ্বীন দুনিয়া ও শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়া, বায়তুশ শরফ কমপেক্স, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম-৪১০০

ভেজালের ভিড়ে আসল নির্বাসিত!

হোসেন আবদুল মান্নান

চারদিকে ভেজাল আর ভেজাল। জল-স্থল, হাট-বাজার, গ্রামে-গঞ্জ- কোথায় নেই ভেজাল! ভেজালে নিমজ্জিত হয়ে আছে গোটা দেশ এবং আমাদের কাল। এখন সবাই যেন ভেজালাতঙ্কিত। ভেজালের ভিড়ে আসল নির্বাসিত। ঘর হতে দুপা বাইরে যান, কিছু কিনে আনবেন বা কিছু খাবেন তো বড় বড় চোখ করে দেখছেন; কিন্তু কণ্ঠস্বরে অসহায় মৃদু আওয়াজ- আসল হবে তো ভাই? সন্দেহ যেন থেকেই যাচ্ছে। অথচ টাকা দিচ্ছেন আসল, জিনিসটা নকল। নকল বা দেখতে হুবহু একটা জিনিস হয়তো আপনাকে সরাসরি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে না বা বড় ক্ষতি করছে না। কিন্তু নকল বা ভেজাল খাবার কিন্তু কাউকে কখনও ছেড়ে যাচ্ছে না। ফরমালিন মিশ্রিত খাদ্যের মাধ্যমে নানা অনিরাময় ও অসংক্রামক রোগবালাই সন্তর্পণে আপনার মধ্যে বাসা বাঁধছে। জানা যায়, শিল্পের প্রয়োজনের চেয়ে কয়েকশ গুণ অতিরিক্ত ফরমালিন আমদানি হচ্ছে। মাছ-মাংস, ফল-জল, চাল-ডাল, পানীয়, সবজিতে নিত্য ভেজাল মিশ্রিত খাবার খেয়ে ক'দিন সুস্থ থাকা সম্ভব? এমন পরিস্থিতিতে এখানে বাহ্যিকভাবে সুষম খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেও কি আদৌ বাঁচা সম্ভব? এখানে দুর্ভাগ্য, ভেজাল খাবারের ফলে অসুস্থ হয়ে তাৎক্ষণিক উপশম পাওয়ার জন্য যে ওষুধ সেবন করবেন, তাতেও যদি ভেজাল থাকে তবে কী? আমাদের সবারই প্রশ্ন- এর প্রতিকার এবং শেষ কোথায়?

২. খাদ্যে নানা বর্ণের কৃত্রিম উপাদান ব্যবহারের ফলে দেশব্যাপী হাজারো মানুষ প্রতিনিয়ত কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি দেশের একটি দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে, গত ১০ বছরে ক্যান্সার, হৃদরোগ ও কিডনি রোগে আক্রান্ত হওয়া মানুষের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। বছরে লাখ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে এ তিন ধরনের রোগে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ভেজাল খাবারের সঙ্গে হৃদরোগ, কিডনি ও ক্যান্সারের সম্পর্ক রয়েছে সরাসরি। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০২০ সালে বাংলাদেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৮,৩৫০। আর একই বছর হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করেন ১,৮০,৪০৮ জন, যা ২০১৯-এর তুলনায় ছিল ৩১ হাজার জন বেশি। দেশে বছরে ১,৫০,০০০ মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে প্রায় ১,১৫০০০। একইভাবে ২০২০ সালে কিডনি রোগে মারা যায় ২৮,০১৭ জন। পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১০,৬২২ জন। শিশুখাদ্যের ৯৫ শতাংশই নাকি ভেজাল। বিষাক্ত ও ভেজাল খাবারের ফলে ১০ শতাংশ শিশু মৃত্যুবরণ করে। গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায়, দেশে প্রতি বছর ৫০ লাখ মানুষ কেবল খাদ্যের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মানবদেহে এ জাতীয় অসংক্রমিত রোগ সৃষ্টির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ভেজাল খাদ্য গ্রহণের সম্পর্ক রয়েছে।

৩. ওষুধে ভেজাল। সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং দুর্ভাগ্যজনকও বটে। ওষুধে আমাদের যথেষ্ট সুনাম আছে। ইউরোপ, আমেরিকাসহ পৃথিবীর বড় বড় দেশে আমাদের ফার্মার তৈরি ওষুধ যাচ্ছে। মান নিয়ে কোনো বিতর্ক আসছে না। প্রায় ৫০টি দেশে তা রপ্তানি হচ্ছে। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রাও আসছে। যত সমস্যা দেশে। সবাই জানে, সব ক্ষেত্রেই উৎপাদিত কোয়ালিটি পণ্য মানে বিদেশিদের জন্য, অর্থাৎ বড়দের খাবার। অন্যদিকে, ভেজাল ও নকল পণ্যগুলো পৃথক উপাদান দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। যা বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি আর আমাদের স্বদেশে পড়ে থাকা সাধারণ মানুষ ক্রয়ের বিনিময়ে ভোগ করবে। ভোক্তার অধিকার এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। সুযোগে অসৎ অসাধুদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে আমাদের এ মাতৃভূমি। সম্প্রতি দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় দৈনিকের সম্পাদকীয় কলামে দেখলাম, কোনো পরিচিতি নেই, প্রমাণক নেই, মান যাচাইয়ের সুযোগ নেই এমন ওষুধের উৎপাদন হচ্ছে দেশের আনাচে-কানাচে। আর এসবের বিজ্ঞাপন প্রচারে সরকারিভাবে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কেউ মানছে না। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, এসব নকল, অপ্রয়োজনীয় ও ভেজালে সয়লাব হয়ে যাওয়া ওষুধ বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে বছরে ১৬ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয় করছে কোম্পানিগুলো।

৪. ভেজাল এখন রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, সমাজে এবং তৃণমূলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, শিরা-উপশিরায় বিস্তৃত। ডান-বাম নির্বিশেষে দেশের সব রাজনৈতিক দলের ভেতরের দলীয় চিত্র এবং চরিত্র উভয়ই বদলে গেছে। রাজনীতিতে আদর্শিক মূল স্রোত বলে যা ছিল, তা রয়েছে অস্তিত্বের সংকটে। অন্যায়, অপরাধ ও নীতিহীনতা প্রবলভাবে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। মাঠে-ঘাটে যাঁরা নিবেদিতপ্রাণ ও পরীক্ষিতজন ছিলেন, তাঁরা নীরবে-নিভৃতে ম্রিয়মাণ। সততা, আদর্শ ও আত্মসম্মানবোধ নিয়ে যাঁরা এতদিন আঁকড়ে ধরে ছিলেন দল ও জনতাকে, তাঁরাও পড়েছেন বিপাকে। বেঁচে আছেন অথচ কোথাও নেই। ক্রমাগত কোণঠাসা হয়ে দুর্বিষহ সময় যাপন করছেন। তৃণমূলের সব পদ-পদবি, সামাজিক রীতিনীতি, ছোট-বড় মর্যাদা সবকিছু রাতারাতি চলে গেছে তথাকথিত হাইব্রিড অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ন্ত্রণে। ভুল এবং ভেজাল নেতৃত্বের কবলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে গ্রামীণ রাজনীতি। অবস্থাটা এমন, কার কাজ কে করে? কার দলে কে নেতা? কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে? যাঁদের হাতে গ্রামীণ জনপদ নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন থাকত, তাঁরা কোথায়? অদৃশ্য ছায়ায় নিভৃতেই মিলিয়ে যাচ্ছে মানুষ। যেন উড়ে এসে জুড়ে বসে গেছে সর্বগ্রাসী ভুঁইফোঁড়রা। সমাজে ভেজালরাই তাড়িয়ে দিয়েছে আসলদের। কারণ ভেজালরা ঐক্যবদ্ধ, আর খাঁটিরা নিঃসঙ্গ। তাঁদের দল সবসময় সংখ্যালঘু। অর্থনীতির চিরায়ত সূত্রের মতো-ওব্যাড মানি ড্রাইভস গুড মানি আউট অব সার্কুলেশন্ন। মাঝেমধ্যে দলগুলোর আহাজারি ও রোদনভরা আর্তি শোনা যায়- অনুপ্রবেশকারীরা সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে। এদের চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এতে ভেজাল মানুষদের একতা আরও সুদৃঢ় হয়। তারা নানা কলাকৌশলে কেন্দ্র-প্রান্ত সংযোগ স্থাপন করে অধিকতর আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এতে বারবার ভেস্তে যায় শুদ্ধাচার অভিযানের ঘণ্টাধ্বনি। আরও হতাশায় পড়ে সৎ, দেশপ্রেমিক ও বিবেকবানরা। হঠাৎ ভাবলে চমকে উঠি- এত ভেজাল ও অধঃপতিত মানুষ নিয়ে কি ৫০ বছর আগে এ দেশ স্বাধীন করা সম্ভব ছিল? জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মতো বাঙালির ভূমিপুত্র ও মা-মাটি-মানুষের অবিসংবাদিত নেতার পক্ষেও কি এটা সম্ভব হতো? আজকের এমন নির্লজ্জ সুবিধাবাদীদের সঙ্গে নিয়ে কোটি কোটি মানুষকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখানো কি সহজ হতো? সর্বত্র নীতি-আদর্শ বিসর্জনকারীদের দিয়ে কি প্রকৃতার্থে জনসেবা বাস্তবায়ন করা সম্ভব?

৫. দেশে ভেজাল ডিগ্রি, ডাক্তার, উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট, মেজর আরও কতকিছু প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের মোকাবিলা করতে হয়! কী বিচিত্র এই দেশ! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের পিএইচডি ডিগ্রিতে ভেজাল, গবেষণায় অন্যের কপি-পেস্ট। সরাসরি নকলের অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে। তোলপাড় ক্যাম্পাস, সর্বত্র মুখরোচক গল্পগাথা। ভর দুপুরে আদালতপাড়ায় কালো গাউন পরিহিত ত্রস্ত-ব্যস্ত সবাই হয়তো প্রকৃত অ্যাডভোকেট নন। চেম্বার নিয়ে দিব্যি প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন দেশে এমন ভুয়া ডাক্তারের সঠিক সংখ্যাও নিরূপণযোগ্য নয়। ভেজালে ভরা দেশে পুলিশ অফিসারের কৃত্রিম পরিচয় দিয়ে লুট করে নিচ্ছে মানুষের সম্ভ্রম ও অর্থ। পত্রিকার পাতাজুড়ে সচিত্র ভুয়া মেজর প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে শিল্পকারখানা গড়ে তোলার নামে দখল করে নিচ্ছে সাধারণের ভূমি। ম্যাজিস্ট্রেট সেজে প্রতারণামূলক মোবাইল কোর্ট বসিয়ে হয়রানি করছে সাধারণ ক্রেতা-বিক্রেতাকে। কী আশ্চর্য! কিছুদিনের জন্য সবকিছুই এখানে করা সম্ভব হয়ে ওঠে। কেউ কেউ হয়তো ধরা না পড়ে অনায়াসে জীবনের প্রান্তে উপনীত হয়ে বেঁচে যাচ্ছে। দেশে এমন ভেজাল মানুষের সংখ্যা নগণ্য হওয়ার কারণ নেই।

৬. যে দেশে মধু এবং বিষ উভয়ই ভেজালের কবলে। বাজারে যান, মধু ক্রয় করুন; দেখবেন মধুর পাত্রের চারদিকে মৌচাকের ওপর জীবন্ত মৌমাছির ওড়াউড়ি। কী লোভনীয় চিত্তাকর্ষক দৃশ্য! সন্দেহের অবকাশ কোথায়? সাক্ষী আছে চোখের সামনে। কিন্তু না, বাড়িতে গিয়ে অন্যরকম চিত্র। রং এবং গাঢ়তায় সামান্য ভেজাল মনে হয়, তবে যাই হোক ... আর কী করার আছে। মধুময় হয়ে উঠল না পরিবেশটা। তেলাপোকা, ছারপোকা, ইঁদুর ইত্যাদিতে জীবন বিষিয়ে গেছে তো, এদের হত্যা করা অনিবার্য। বিজ্ঞাপনে চোখ রেখে বাজার থেকে নিয়ে আসুন বিষের খাবার। মনে হবে এগুলো আসলে এদের খাবারই। খাওয়ার পরে সামান্য একটু মাতাল হয়ে ঘুরবে, এ-ই যা। যেমনওনেশার লাটিম ঝিম ধরেছে...থ তবে দুপুরের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। কাজ তো হলো না, বরং এদের জীবনও একটু বৈচিত্র্য পেল। এদের জন্য ভেজালই আশীর্বাদ।

৭. ভেজাল বিশ্বব্যাপী। ভালো-মন্দ মিলিয়েই মানুষের এই পৃথিবী। আজকাল উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারকারী পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যেও নানা বিষয়ে বিতর্ক হচ্ছে। গণতন্ত্র ও ভোটের রাজনীতি নিয়ে অভিযোগ উঠছে। নির্বাচনে কারচুপির কথা তারাও বলছে। পুঁজিবাদী আগ্রাসন অনবরত হুমকি দিচ্ছে ছোটদের। যুদ্ধ-বিগ্রহ চলমান; ভবিষ্যতেও থাকবে। আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যবসার নাম নাকি অস্ত্র ব্যবসা। তবুও সান্ত্বনা খুঁজে পাই, তারা দিবানিশি যা খাচ্ছে এবং খাওয়াচ্ছে, যা পান করছে বা আপ্যায়ন করছে এমন মুখের গ্রাসকে বিষাক্ত করে দিচ্ছে না। তারা অন্তত এ জায়গাটা ভেজালমুক্ত করে রাখছে। মানুষের জীবনই প্রকৃতির মহামূল্যবান উপহার। সবার ওপরে জীবন সত্য।

লেখক: গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

চারদিকে ভেজাল আর ভেজাল। জল-স্থল, হাট-বাজার, গ্রামে-গঞ্জ- কোথায় নেই ভেজাল! ভেজালে নিমজ্জিত হয়ে আছে গোটা দেশ এবং আমাদের কাল। এখন সবাই যেন ভেজালাতঙ্কিত। ভেজালের ভিড়ে আসল নির্বাসিত। ঘর হতে দুপা বাইরে যান, কিছু কিনে আনবেন বা কিছু খাবেন তো বড় বড় চোখ করে দেখছেন; কিন্তু কণ্ঠস্বরে অসহায় মৃদু আওয়াজ- আসল হবে তো ভাই?



বাংলাদেশে প্রচন্ড ডলারের সংকট

(প্রথম পাতার পর)

ব্যাংকের প্রায় সমান হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ডলারের জোগান বাড়ানো হয়েছে। তবে ব্যাংকে নগদ ডলারের সংকট প্রকট হয়েছে। বিদেশি দেনা শোধেও ডলারের সংকট আছে।

আন্তর্জাতিক বৈদেশিক মুদ্রাবাজার রোববার বন্ধ থাকায় অভ্যন্তরীণ আন্তঃব্যাংকে ডলারের তেমন চাহিদা ছিল না। তার পরও প্রতি ডলার ৮৭ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ৮৭ টাকা ৬০ পয়সা দরে বিক্রি হয়েছে। তবে লেনদেন হচ্ছে খুবই কম। ব্যাংকগুলোর কাছে ডলার না থাকায় আন্তঃব্যাংকে কেউ বিক্রি করতে চাচ্ছে না। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি ব্যাংক দৈনিক লেনদেন শেষে তাদের মূলধনের সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ডলার নিজেদের কাছে রাখতে পারে। এর বেশি থাকলে বাজারে বিক্রি করতে হবে। বাজারে বিক্রি করা সম্ভব না হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিক্রি করতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তখন ডলার কিনে নেয়। কিন্তু বর্তমানে বিদেশি সিটি ব্যাংক এনএ, এইচএসবিসি, বেসরকারি খাতের ইসলামী ব্যাংক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ছাড়া অন্য ব্যাংকগুলোর কাছে ডলারের প্রবাহ খুবই কম। বিশেষ নতুন প্রজন্মের ব্যাংকগুলো প্রচ- ডলার সংকটে রয়েছে। যেসব ব্যাংকের কাছে ডলারের প্রবাহ আছে তারাও আন্তঃব্যাংকে ডলার বিক্রি করছে কম। কারণ এলসির পেমেন্টের জন্য তারা নিজেদের কাছে ডলার রাখছে। এ ছাড়া করপোরেট প্যাকেজের আওতায় অন্য ব্যাংকে বেশি দামে বিক্রি করছে। করপোরেট প্যাকেজের নামে সর্বোচ্চ ৯৬ টাকা দরেও ডলার বিক্রি হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ বিষয়টি তদারকি শুরু করেছে। ফলে এখন করপোরেট বিক্রির হার কমেছে। একই ডলারের ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্যেও ব্যবধান যাতে ১০ পয়সার বেশি না হয় সেদিকেও নজরদারি করা হচ্ছে। এ ছাড়া ব্যাংকগুলোর এলসি খোলা ও বকেয়া দায়দেনার তথ্য নিয়ে নিজেরা বিশ্লেষণ করে বাজারের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতে, সামনের এলসির দেনা পরিশোধের চাপ কিছুটা কমবে। তবে ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়বে। কেননা করোনার সময় যেসব ঋণের কিস্তি স্থগিত করা হয়েছিল সেগুলো এখন পরিশোধ করতে হচ্ছে। এলসি মার্জিন আরোপের ফলে নতুন এলসি খোলার হার কমেছে। বিশেষ করে অপ্রয়োজনীয় পণ্যের এলসি খোলা অনেক কমেছে। এখন জ্বালানি তেল, সার, গ্যাস, কৃষি ও শিল্প উপকরণ আমদানির এলসি খোলার হার বেড়েছে। রিজার্ভ থেকে এখন অগ্রাধিক প্রকল্পের পাশাপাশি সরকারি খাতের আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য ডলার ছাড়া হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার প্রায় তিন কোটি ডলার ছেড়েছে। এদিকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ায় রিজার্ভ বেড়ে চার হাজার ২৩০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে।

এদিকে ডলার বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গত বুধবার সোনালী ব্যাংকে একটি বৈঠক করেছে বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডলারস অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা)। বৈঠকে তারা বাজার স্থিতিশীল রাখতে বেশ কিছু সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে অপ্রয়োজনীয় খাতে ডলারের জোগান কমানো, রেমিট্যান্স বাড়াতে হুন্ডির প্রবণতা কমানো, ব্যাংক ও কার্ব মার্কেটে ডলারের দামের ব্যবধান কমিয়ে আনা, ব্যাংকগুলোর চাহিদা অনুযায়ী রিজার্ভ থেকে ডলারের জোগান আরও বাড়ানো। তারা ব্যাংকগুলোকেও এলসি খোলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও ডলারের দামের বিষয়টি তদারকি করছে। প্রতিদিন নিজেদের ব্যাংকের যে বিনিময় হার ঘোষণা করা হয়, এর চেয়ে কোনো ক্রমেই যাতে বেশি দামে ডলার বিক্রি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখছে। কোনো দেনা শোধ করার জন্য আগাম ডলার মজুত যাতে না রাখা হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেছে। কেননা, আগে অনেক শাখা গ্রাহকের এলসির দেনা শোধ করতে আগাম ডলার রেখে দিত। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদরকিও বেড়েছে।

তবে বাজারে নগদ ডলারের সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। যে কারণে নগদ ডলারের দাম বেড়েই চলেছে। বেসরকারি খাতের প্রায় সব ব্যাংকই ৯৫ টাকা দরে ডলার কিনে ৯৭ টাকা বিক্রি করছে। আগে ৯৮ টাকা করে বিক্রি করত। এখন বিক্রি মূল্য এক টাকা কমলেও ক্রয় মূল্য কমেনি। ফলে প্রবাসীরা উপকৃত হচ্ছে। কেননা তাদের অনেকে রেমিট্যান্সের অর্থ নগদ এনে ব্যাংকে বিক্রি করছে। প্রায় সব ব্যাংকেই নগদ ডলার ৯১ থেকে ৯৫ টাকায় কেনাবেচা হচ্ছে।

কার্ব মার্কেটে গত মঙ্গলবার প্রতি ডলার ১০৪ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। এখন তা কমে ৯৬ টাকায় নেমে এসেছে। রোববার দিলকুশা এলাকায় ভাসমান ব্যবসায়ীরা ৯৪ টাকা করে ডলার কিনেছেন। বিক্রি করেছেন ৯৬ টাকা দরে। কিছু ব্যাংকের চেয়েও কার্ব মার্কেটে দাম কম। সরকারের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা কার্ব মার্কেটের তথ্য সংগ্রহ করেছে বলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলেছেন। যে কারণে তারাও ডলারের দাম কমিয়ে দিয়েছেন। ফলে এখানে ডলার যেমন বিক্রি কমেছে, তেমনি কেনাও কমেছে।

সৌদি আরবে সব নারী ক্রু নিয়ে উড়ল প্রথম ফ্লাইট

(প্রথম পাতার পর

গতকাল শনিবার দেশটির কর্মকর্তারা এ কথা জানিয়েছেন। খবর এএফপির।

সৌদি আরবে স্বল্প মূল্যের এয়ারলাইন ফ্লাইডেল ওই ফ্লাইট পরিচালনা করে। ফ্লাইটটি গতকাল রাজধানী রিয়াদ থেকে জেদ্দার উদ্দেশে রওনা হয়। ফ্লাইডেলের মুখপাত্র ইমাদ ইসকানদারানি বলেন, ওই উড়োজাহাজের সাতজন ক্রুর মধ্যে বেশির ভাগই সৌদি নারী। ক্রুদের মধ্যে ফার্স্ট অফিসার সৌদি নারী। তবে ফ্লাইটটির ক্যাপ্টেনের দায়িত্বে ছিলেন বিদেশি একজন নারী।

সৌদি আরবের সিভিল অ্যাভিয়েশন কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উড়োজাহাজ পরিচালনায় নারীদের ভূমিকা আরও জোরালো করার কথা বলেছে। ২০১৯ সালে ফ্লাইডেল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দেয়, এটিই প্রথম ফ্লাইট যেখানে একজন সৌদি নারী কো-পাইলট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সৌদি কর্মকর্তারা অ্যাভিয়েশন খাতের উন্নয়নের চেষ্টা চালাচ্ছেন। যাতে দেশটি বৈশ্বিক ভ্রমণের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সৌদি আরবের সিভিল অ্যাভিয়েশন ২০৩০ সালের মধ্যে বছরে ৩৩ কোটি যাত্রীর যাত্রা নিশ্চিত করতে চায়। এ সময়ের মধ্যে বিমান খাতে ১০ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে সৌদি অ্যাভিয়েশনের। এ ছাড়া রিয়াদে মেগা বিমানবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতিবছর ৫০ লাখ টন কার্গো স্থানান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে সৌদি অ্যাভিয়েশনের।

তবে সৌদিভিত্তিক এয়ারলাইনসগুলো এমিরেটস ও কাতার এয়ারওয়েজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে কি না, তা নিয়ে শিল্প বিশ্লেষকদের আশঙ্কা রয়েছে।

সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান গাড়ি চালনায় নারীদের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, পুরুষ অভিভাবক ছাড়া বাইরে বের হওয়াসহ বিভিন্ন বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছেন।

ELECTION COMMISSION
JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC.
29-28 30 Ave, Astoria, NY 11102
ELECTION YEAR 2021-2023

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্ক এর আসন্ন নির্বাচনের সকল সম্মানিত প্রার্থী, ভোটার ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ঠ সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত পাঁচটি সেন্টারে নির্ধারিত ৫ই জুন, ২০২২ রবিবার এসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

- **QUEENS CENTER: NTV Bhavan, 36-01 37th Ave, Long Island City, NY 11101**
  Areas under this Center: Hollis, Jamaica, Queens Village, Astoria, East Elmhurst, Elmhurst, Floral Park, Jackson Heights, Jamaica, New Hyde Park, New York, Queens, Ronkonkoma , Saint Albans, Sunnyside, Woodside, Bayside, Bellerose, Binghamton, Brookevilee, Corona, Dixhill, East Meadow, Elmont, Farmingdale, Farmingville, Flushing, Forest Hills, Fresh Meadows, Glen Cove, Hicksville, Hillside, Jericho, Kissimmee, Little Creek, Long Island, Long Island City, Manhattan, Mountsinai, New Hyde Park, Oceanside, Regopark, Ronkonkoma, Saint Albans, Selden, Springfield, Springfield Gardens, Valley Stream, West Hempstead, Westbury, Woodside.
- **OZONE PARK (BROOKLYN) CENTER: Deshi Senior Center, 83-10 Rockaway Blvd, Queens, NY 11416.**
  Areas under this Center: Ozonepark, Howard Beach, Brooklyn, Woodhaven, Richmondhill, Briarwood, Richmond Hill, South Ozone Park, South Richmond Hill, Far Rockway, Ridgewood, Staten Island, Briarwood.
- **BRONX CENTER: Neerob Restaurant, 2096 Starling Ave. Bronx, NY 10462.**
  Areas under this Center: Bronx, South Winder, Manchester, Buffalo, Windsor, Bloomfield, Rockland County, Bristol, Manchester, Sterling, Woodbridge, Bridgeport, Tarrytown, New Rochell, Norwich, Alexandria, Mount Vernon, Yonkers, Milford, Newtown, Fairfield.
- **NEW JERSEY CENTER: Fireman Hall, 226 Walnut Street, Paterson, NJ 07522**
  Areas under this Center: All voters from New Jersey.
- **PHILADELPHIA CENTER: Al-Sham Restaurant, 6738 Bustleton Ave, Philadelphia, PA 19149.**
  Areas under this Center: All voters from Philadelphia & voters from Syracuse, Hamtramck.

বিনীত,

আতাউর রহমান সেলিম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (৯১৭) ২৯৪-০৯৭০

মোশাররফ আলম
নির্বাচন কমিশনার (৯৭৩) ৬২৯-২৪৩৪

সাব্বির হোসেন
নির্বাচন কমিশনার (৩৪৭) ৯৯৩-৫৭০৬

আহমেদ এ. হাকিম
নির্বাচন কমিশনার (৫১৬) ৮৫১-৩৭১৫

মিনহাজ আহমদ
নির্বাচন কমিশনার (৯১৭) ৫৬৭-৯৪৫০

হাজী সেলিমকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ

(প্রথম পাতার পর)

আদালত।

রবিবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৭ এর বিচারক শহিদুল ইসলাম এ আদেশ দেন।

এর আগে দুপুর ১২টার দিকে আদালতে হাজির হন হাজী সেলিম। আত্মসমর্পণের পর তার আইনজীবী শ্রী প্রাণ নাথ আদালতে আপিলের শর্তে বা যে কোনো শর্তে জামিন আবেদন করেন। তবে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পক্ষে মোশাররফ হোসেন কাজল জামিনের বিরোধিতা করেন।

এ সময় আসামিপক্ষের আইনজীবীরা তাকে কারাগারে ডিভিশন ও সুচিকিৎসার দাবি জানান। বিচারক কারাবিধি অনুযায়ী জেল কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। এর আগে গত ৯ মার্চ অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় হাজী সেলিমকে বিচারিক আদালতের দেওয়া ১৩ বছর সাজা থেকে কমিয়ে ১০ বছর কারাদ- বহাল রেখে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেন বিচারপতি মো. মঈনুল ইসলাম চৌধুরী এবং বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের হাইকোর্ট বেঞ্চ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭ সালের ২৪ অক্টোবর হাজী সেলিমের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন এবং ৫৯ কোটি ৩৭ লাখ ২৬ হাজার ১৩২ টাকার তথ্য গোপনের অভিযোগে লালবাগ থানায় মামলা দায়ের করে দুদক।

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে মাঙ্কিপক্স

(প্রথম পাতার পর)

এমন ব্যক্তির সঙ্গে সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে এটি হচ্ছে। 'প্রজননগত রূপ'

মাঙ্কিপক্স এমন এক সংক্রামক রোগ; যার উপসর্গ সাধারণত মৃদু। পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় এ রোগের উৎপত্তি। এটি গুটিবসন্তের জন্য দায়ী ভাইরাসের পরিবা-রভুক্ত। তবে গুটিবসন্তের চেয়ে লক্ষণ মৃদু। মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হলে সাধারণভাবে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় না। দুই থেকে চার সপ্তাহেই রোগী সেরে ওঠে। কিন্তু সংখ্যাগত দিক থেকে কম হলেও মাঙ্কিপক্স প্রাণঘাতী হতে পারে।

মাঙ্কিপক্স যেহেতু শারীরিক সংস্পর্শে আসার কারণে ছড়ায় তাই স্বেচ্ছা আইসোলেশন কিংবা স্বাস্থ্যবিধি মানার মাধ্যমে এটির বিস্তার সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ডব্লিউএইচওর সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডেভিড হেম্যান বলেন, 'মনে হচ্ছে, এটি যৌন সংক্রমণের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছে, বিশেষ করে প্রজনন অঙ্গের মাধ্যমে। এটা যৌনবাহিত রোগের মতোই সংক্রমিত হচ্ছে, যা ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বব্যাপী।'

টেস্টটিউবের গায়ে 'মাঙ্কিপক্স ভাইরাস পজিটিভ' লেবেল সাঁটা দেখা যাচ্ছেরয়টার্সের অলঙ্করণ

এই বিশেষজ্ঞ আরও বলেন, এই রোগের বিস্তারে ঠেকাতে কী নিয়ে গবেষণা করতে হবে সেটা নিয়ে কথা বলতে একদল আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ভার্চুয়াল সংলাপ করেছেন। তাঁরা রোগটির প্রাদুর্ভাবের বিশেষ কোনো প্রবণতা, কারা বেশি ঝুঁকিতে আছেন, সংক্রমণের উৎ-স–এসব বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন।

মাঙ্কিপক্সের গুরুত্ব বিবেচনা করে এটিকে 'জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করা হবে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে ডেভিড হেম্যান বলেন, ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশ নেওয়া বিশেষজ্ঞরা এটা করতে পারেন না। পরিস্থিতি বিবেচনা করা সর্বোচ্চ সতর্কতা জারির কাজ ডব্লিউএইচওর। যেমনটা কোভিড ১৯-এর ক্ষেত্রে সংস্থা করেছিল।

মাঙ্কিপক্সের প্রাদুর্ভাব শহরেই দেখা যাচ্ছে। সমকামী অথবা উভকামী পুরুষেরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষের মধ্যে মাঙ্কিপক্সের সংক্রমণ খবুই কম। কিন্তু আমি মনে করি, রোগটি নিয়ে মানুষের সতর্ক হওয়া উচিত

সুসান হপকিন্স, প্রধান মেডিকেল উপদেষ্টা, ইউকেএইচএসএ

এই বিশেষজ্ঞ বলেন, শারীরিক সংস্পর্শ মাঙ্কিপক্স ছড়ানোর বড় উৎস। যেমন, কোন বাবা-মা যদি তাঁদের অসুস্থ সন্তানকে দেখভাল করেন তবে তাঁরাও ঝুঁকিতে থাকবেন; যেমনটা থাকবেন স্বাস্থ্যকর্মীরাও।

গুটিবসন্ত গোত্রভুক্ত এই রোগের চিকিৎসায় বিভিন্ন দেশ মাঙ্কিপক্স রোগীদের গুটিবসন্তের টিকার মাধ্যমে চিকিৎসা দিচ্ছে। মাঙ্কিপক্সের অনেক সংক্রমণই ধরা পড়েছে যৌনরোগের চিকিৎসা কেন্দ্রে।

'নিজেকে সংরক্ষিত রাখতে পারবেন'

মাঙ্কিপক্স নিয়ে আজ রোববার কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও। তিনি বলেন, এই রোগ ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে শনাক্ত হচ্ছে সেটা চিন্তার বিষয়।

প্রথমবারের মতো মাঙ্কিপক্স নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বাইডেন আরও যোগ করেন, 'এটা উদ্বেগের। কারণ, যেভাবে এই রোগ ছড়াচ্ছে সেটা বিরূপ প্রভাব ফেলবে। রোগটি কোন পর্যায়ের বিস্তার ঘটাচ্ছে সেটা আমাকে এখনো জানানো হয়নি; তবে এটা সবার জন্যই চিন্তার বিষয়। আমাদের এখন কী করণীয় সেটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বাইডেন আরও বলেন, মাঙ্কিপক্সে কোন টিকা কার্যকর হবে সেটি বের করার চেষ্টা চলছে।

মাঙ্কিপক্স উদ্বেগ বাড়াচ্ছে যুক্তরাজ্যেও। ইউকে হেলথ সিকিউরিটি এজেন্সি (ইউকেএইচএসএ) বলছে, সোমবার এই রোগে নতুন করে শনাক্ত হওয়া ব্যক্তির সংখ্যা জানানো হবে।

যুক্তরাজ্যে সামাজিক সংক্রমণ স্বাভাবিক কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ইউকেএইচএসএর প্রধান মেডিকেল উপদেষ্টা সুসান হপকিন্স বলেন, 'অবশ্যই'। বিবিসি টেলিভিশনকে তিনি বলেন, 'আমরা এমন অনেক সংক্রমণের ঘটনা পেয়েছি, যেখানে রোগী পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আসা কারও সংস্পর্শে আসেননি; যা আমরা আগেও দেখেছি। প্রতিদিনই নতুন রোগী শনাক্ত হচ্ছে।'

তুলনামূলক মৃদু

সুসান হপকিন্স বলেন, মাঙ্কিপক্সের প্রাদুর্ভাব শহরেই দেখা যাচ্ছে। সমকামী অথবা উভকামী পুরুষেরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষের মধ্যে মাঙ্কিপক্সের সংক্রমণ খবুই কম। কিন্তু আমি মনে করি, রোগটি নিয়ে মানুষের সতর্ক হওয়া উচিত।' তবে এই বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেন প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের মধ্যে লক্ষণ তুলনামূলকভাবে মৃদু।

২০১৮ সালে যুক্তরাজ্য, ইসরায়েল ও সিঙ্গাপুরে মাঙ্কিপক্সের রোগী শনাক্ত হয়েছিল। ওই সময় ইউরোপে করা এ ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স (জীবন রহস্য উন্মোচন) করে যে ধরন পাওয়া গেছে, সেটির সঙ্গে বর্তমানে পাওয়া ধরনের মিল আছে।

হেম্যান বলেন, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার যেসব দেশে মাঙ্কিপক্সকে 'স্থানীয়' রোগ বলে মনে করা হয় সেসব দেশের বাইরেও এটি ছড়িয়ে পড়া জৈবিকভাবে সম্ভব। তবে কোভিড মহামারির কারণে লকডাউন, সামাজিক দূরত্ব, ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার মতো পদক্ষেপ চলার মধ্যে ব্যাপকভাবে মাঙ্কিপক্স ছড়িয়ে পড়া কঠিন।

তবে মাঙ্কিপক্সকে কোভিড মহামারির প্রাথমিক অবস্থার সঙ্গে মেলালে হবে না। কারণ, মাঙ্কিপক্স কোভিডের মতো সহজে সংক্রমিত হয় না। ফুঁসকুড়ি বা জ্বরের মতো লক্ষণ দেখে যাঁরা ভাবছেন সংক্রমিত হয়েছেন, তাঁদের উচিত অন্যদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা–বলেন হেম্যান। তিনি আরও বলেন, 'টিকা থাকলেও সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা এটিই যে, আপনি চাইলেই নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারেন।'

১৫ দেশে ছড়াল মাঙ্কিপক্স

নতুন আরও একটি দেশে ছড়িয়েছে মাঙ্কিপক্স। অস্ট্রিয়ায় শনাক্ত হয়েছে এই রোগে আক্রান্ত রোগী। এ নিয়ে বিশ্বের ১৫টি দেশে ছড়াল রোগটি। খবরে বলা হয়েছে, এর আগে গতকাল ইসরায়েল ও সুইজারল্যান্ডে মাঙ্কিপক্সের রোগী শনাক্ত হয়। ইসরায়েল ও সুইজারল্যান্ড জানিয়েছে, তাদের দেশে একজন করে রোগী শনাক্ত হয়েছে। তারা সম্প্রতি বিদেশ সফর করে এসেছে। ইসরায়েল সন্দেহভাজন আরও কয়েকজন রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। প্রথম মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায় যুক্তরাজ্যে। এরপর ইউরোপের স্পেন, জার্মানি, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, ইতালি ও সুইডেনেও এই রোগে আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়। ইউরোপের দেশগুলোসহ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় ৮০ জনের বেশি লোকের মাঙ্কিপক্স সংক্রমণ ধরা পড়ে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আফ্রিকার পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলে মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হাজারো রোগী শনাক্ত হলেও ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলোয় এত দিন রোগটির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) গত শনিবার সতর্ক করে বলে, মাঙ্কিপক্স আরও ছড়াতে পারে। মাঙ্কিপক্সের প্রাদুর্ভাবের বিষয়টি বিজ্ঞানীদের কাছে বড় ধাক্কা হয়ে এসেছে। তবে তাঁরা বলছেন, এটি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ছড়ানোর ও ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কম। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস বলছে, মাঙ্কিপক্স থেকে সৃষ্ট অসুস্থতা মৃদু। রোগী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। মাঙ্কিপক্সের জন্য নির্দিষ্ট কোনো টিকার কথা এখনো বলেননি বিশেষজ্ঞরা। তবে বিবিসি বলছে, কয়েকটি দেশ এরই মধ্যে গুটিবসন্তের টিকা সংরক্ষণ করতে শুরু করেছে। গুটিবসন্তের সঙ্গে মাঙ্কিপক্সের মিল রয়েছে বলে এই টিকা ৮৫ শতাংশ কার্যকর হতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকেরা।

খালেদা জিয়া জ্বরে আক্রান্ত

(প্রথম পাতার পর)

করছে।

একজন চিকিৎসক বলেন, খালেদা জিয়ার শরীরে তাপমাত্রা ১০১ ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করছে। কয়েক দিন পরপর জ্বর আসে একাধিক কারণে। লিভার ও কি-ডনির সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন তিনি।

মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা খালেদা জিয়াকে বাসায় রেখে যেসব পরীক্ষা করা সম্ভব তা করাচ্ছেন। নিয়মিতভাবে তার আত্মীয়-স্বজনও বাসায় এসে খোঁজ রাখছেন।

খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে লিভার জটিলতায় ভুগছেন। ডায়াবেটিসের পাশাপাশি আর্থ্রাইটিসের জটিলতা থাকায় অন্যের সাহায্য নিয়ে তাকে হুইলচেয়ারে চলাচল করতে হয়।

গরিবরা সহায়তা না পেলে দেশে দেশে শ্রীলঙ্কা পরিস্থিতি

(প্রথম পাতার পর)

একটি হলো অত্যন্ত গরিব মানুষ। সমাজের এই শ্রেণিটি এখন উচ্চ খাদ্যমূল্য এবং জ্বালানি মূল্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। দ্বিতীয়টি হলো, ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যেসব ব্যবসা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে সাপোর্ট দেয়া আইএমএফের ভূমিকা হলো সরকারগুলোর সঙ্গে কাজ করে বৈশ্বিক অর্থনীতি ও সমৃদ্ধিকে উন্নত করা। কিন্তু এই কাজ চ্যালেঞ্জিং। কারণ, এ বছর খাদ্যের দাম রেকর্ড উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। তেল এবং গ্যাসের দাম দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ঘটনা ঘটেছে মূলত দুটি বড় রকমের হতাশাজনক পরিস্থিতিতে। একটি হলো করোনাভাইরাস মহামারি। অন্যটি ইউক্রেন যুদ্ধ। রাশিয়া এবং ইউক্রেন হলো শস্য ও হাইড্রোকার্বনের বড় রপ্তা-নকারক। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে এসব পণ্যের গুরুত্ব কয়েক দশকের মধ্যে অনেক দেশে মুদ্রাস্ফীতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। বৃটেনে এই হার শতকরা ৯ ভাগ, যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৮.৩ ভাগ এবং ইউরোজোনে শতকরা ৭.৪ ভাগ। এমন অবস্থায় কোনো কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ধীরগতি করার চেষ্টা করছে তারা। গোল্ডম্যান স্যাচে লয়েড ব্লাঙ্কফেইন মন্দার আশঙ্কা করছে।

শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকটকে আরও তীব্র করেছে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি। এ থেকেই ভয়াবহ দাঙ্গা দেখা দিয়েছে। ফলে সেখানে দীর্ঘদিন ক্ষমতার মসনদে আসীন পরিবারের প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দ রাজাপাকসে পদত্যাগে বাধ্য হন। তারপরও জনরোষ থেকে রেহাই পাননি তিনি। তার বাসভবন উত্তেজিত জনতা ঘিরে ফেলে। হামলা চালায়। হ্যান্ড গ্রেনেড মারে তার বাড়িতে। তখনো সেই বাড়িতে তিনি। তারা তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। যে জনতার জন্য তিনি রাজনীতি করেন বলে দাবি করেন, তাদের সামনে দাঁড়ানোর সেদিন সাহস দেখাননি। তাকে পেছনের দরজা দিয়ে উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। মাহিন্দ রাজাপাকসে ক্ষমতায় থাকতেই শ্রীলঙ্কা আন্তর্জাতিক ঋণদাতাদের কাছে নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেউলিয়া ঘোষণা করে।

আইএমএফ বস জর্জিয়েভা বলেন, করোনা মহামারির আগে ফ্রান্স থেকে চিলি পর্যন্ত এমন অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল অসমতা বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে। সেখানে জনগণের সমর্থন নেই এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এসব কারণে ওই অস্থিরতা দেখা দেয়। যদি আমরা ২০১৯ থেকে কোনো শিক্ষা নিতে চাই, তাহলে আমাদের পলিসিগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আরও নম্র হতে হবে। জনগণের সঙ্গে বহুবিধ উপায়ে যুক্ত হতে হবে। কারণ, পলিসি হতে হবে জনগণের জন্য।

বিদেশিদের কাছ থেকে ঋণ প্রসঙ্গেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন জর্জিয়েভা। যেসব দেশ বিদেশিদের কাছ থেকে অর্থ ঋণ নিয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন- কি পরিমাণ অর্থ খরচ করা হয়েছে এবং কোন খাতে তা খরচ হয়েছে এ বিষয়ে খুব বেশি সতর্ক হতে হবে সরকারগুলোকে। বিশ্বজুড়ে খাদ্য অনিরাপত্তার মোকাবিলা এবং তা নিরাপদ করতে এ সপ্তাহে একটি বড় রকমের পরিকল্পনা চালু করেছে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের একটি গ্রুপ। এই ধারণা দেন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন। তিনি বলেছেন, বিশ্বজুড়ে খাদ্য ও সারের মূল্য বৃদ্ধির ফলে বড় একটি বাস্তবসম্মত ঝুঁকি আছে। তা হলো এর ফলে আরও অধিক পরিমাণে মানুষ অনাহারে থাকবে।

অন্যদিকে আইএমএফ প্রধান জর্জিয়েভা বলেন, পর্যাপ্ত খাবার থাকলেও তা সমানভাবে বিতরণ করা হয় না। তিনি বলেন, সমাধান হলো যেখানে সম্ভব সেখানে অধিক পরিমাণ শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। একই সঙ্গে কৃষি উৎপাদনশীলতার দিকে জোর দৃষ্টি দিতে হবে। বাণিজ্যকে উন্মুক্ত রাখতে হবে। আমাদের এমন অবস্থা সৃষ্টি করা উচিত হবে না, যেখানে একটি দেশের চাহিদার চেয়ে বেশি খাদ্য মজুত করে রাখা হয়। এই খাদ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরে কোনো রকম বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়।

এশিয়ার কোন দেশে হজের খরচ কত?

(প্রথম পাতার পর)

ছিল। গত বছর শুধু আরবের লোকজন হজ করতে পেরেছিলেন।

চলতি বছর ১০ লাখ হজযাত্রীকে হজ করতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরব। করোনা মহামারি পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগের বছর স্বল্পসংখ্যক হজযাত্রী হজের অনুমতি পেয়েছিলেন।

সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হজযাত্রীদের বয়স ৬৫ বছরের নিচে হতে হবে এবং পূর্ণ ডোজ টিকা নেওয়া থাকা লাগবে। আর সৌদির উদ্দেশে রওনা হওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পিসিআর টেস্টের নেগেটিভ সনদ লাগবে। স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বর্ধিত হজযাত্রীর এ সংখ্যা কোটা অনুযায়ী দেশগুলোর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।

চলতি বছর বাংলাদেশ থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যাওয়ার সর্বনিম্ন প্যাকেজ ৪ লাখ ৬২ হাজার ১৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যাওয়ার সর্বনিম্ন প্যাকেজ ৪ লাখ ৫৬ হাজার ৫৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

উল্লেখিত প্যাকেজটি ছাড়া আরেকটি প্যাকেজে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যেতে ৫ লাখ ২৭ হাজার ৩৪০ টাকা খরচ হবে।

বাংলাদেশ ছাড়াও মুসলিম প্রধান দেশগুলোসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সামর্থবান মুসলমানরা হজ পালন করতে সৌদি আরব যান। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে হজযাত্রার খরচ কত পড়ে, এ নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন করেছে ডয়চে ভেলে। এতে এশিয়ার কয়েকটি দেশের হজে যাওয়ার খরচ তুলে ধরা হয়েছে।

ভারত

২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে হজে যেতে জনপ্রতি খরচ হয়েছিল প্রায় তিন লাখ বাংলাদেশি টাকা। তবে ওই সময় পশ্চিমবঙ্গ হজ কমিটি ২০২১ সালের হজের খরচ অনেক বাড়িয়ে চার লাখ ২৩ হাজার ৫৭১ টাকা নির্ধারণ করেছিল। আর এবছর হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হলেও এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত খরচের হিসাব জানানো হয়নি। ২০১৮ সালে ভারতে হজ ভর্তুকি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পাকিস্তান

‡দশটিতে এখনও হজের চূড়ান্ত খরচ জানানো হয়নি। তবে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মুহাম্মদ উমর বাট গত শনিবার জানান, এবার জনপ্রতি খরচ তিন লাখ ১১ হাজার ৭৪২ বাংলাদেশি টাকা থেকে প্রায় সাড়ে চার লাখ বাংলাদেশি টাকা হতে পারে।

ইন্দোনেশিয়া

এ বছর ইন্দোনেশিয়া থেকে হজে যেতে একজন মুসল্লিকে দুই লাখ ৩৮ হাজার ৪৫৩ বাংলাদেশি টাকা (৩,৯৮,৮৬,০০৯ ইন্দোনেশীয় রুপি) দিতে হবে বলে গত ১৪ এপ্রিল জানান দেশটির ধর্মমন্ত্রী ইয়াকুত ছলিল। যদিও মুসল্লি প্রতি খরচ হবে চার লাখ ৮৮ হাজার ২৬০ টাকা। বাকি টাকাটা 'হজ ফা- ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি' বা বিপিকেএইচ এর মাধ্যমে ভর্তুকি হিসেবে দেবে সরকার।

মালয়েশিয়া

গত ২২ এপ্রিল হজে যাওয়ার খরচ ঘোষণা করা হয়। বি৪০ গ্রুপের (যে পরিবারের মাসিক আয় সাড়ে ৯৬ হাজার টাকার কম) মুসল্লিদের জন্য খরচ দুই লাখ ১৮ হাজার ৭৫৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর যাদের আয় বেশি তাদের খরচ নির্ধারণ করা হয়েছে দুই লাখ ৫৮ হাজার ৬০০ টাকা।

‡দশটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ধর্ম বিভাগের মন্ত্রী ইদ্রিস আহমাদ সম্প্রতি জানান, প্রতিবছর হজ ভর্তুকি হিসেবে সরকার প্রায় ছয়শ থেকে আটশ কোটি টাকা খরচ করে থাকে।

আসিয়ানে সর্বনিম্ন খরচ ইন্দোনেশিয়ায়?

২০১৯ সালে ইন্দোনেশিয়ার তৎকালীন ধর্মমন্ত্রী লুকমান হাকিম দাবি করেছিলেন, আসিয়ান অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া থেকে হজে যেতে একজন মুসল্লিকে সবচেয়ে কম টাকা খরচ করতে হয়। ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ব্রুনাই, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া থেকে হজে যাওয়ার খরচ উল্লেখ করে তিনি এই দাবি করেছিলেন।

এ বছর ইন্দোনেশিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষ হজ করার সুযোগ পাবেন। ইন্দোনেশিয়া থেকে ১ লাখ ৫১ জনকে এবার হজ করার সুযোগ দেওয়া হবে। দ্বিতীয় স্থানে পাকিস্তান থেকে হজ করার সুযোগ পাবেন ৮১ হাজার ১৩২ জন হজযাত্রী। তৃতীয় অবস্থানে থাকা ভারতের ৭৯ হাজার ২৩৭ জনকে এবার হজ করার সু‡যাগ পাবেন। এদিকে চতুর্থ অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ থেকে হজের সুযোগ পাবেন ৫৭ হাজার ৫৮৫ জন হজযাত্রী।

আরব দেশগুলোর মধ্যে মিসর থেকে ৩৫ হাজার ৩৭৫ জন হজ করার সুযোগ পাবেন এবার। আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে নাইজেরিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি ৪৩ হাজার ৮ জন এবার হজ করতে পারবেন। এ ছাড়া ইরানের ৩৮ হাজার ৪৮১ ও তুরস্ক থেকে ৩৭ হাজার ৭৭০ জন হজের সুযোগ পাবেন।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৯ হাজার ৫০৪, রাশিয়া থেকে ১১ হাজার ৩১৮, চীন থেকে ৯ হাজার ১৯০ ও ইউক্রেন থেকে এবার ৯১ জনকে হজের সুযোগ দেবে সৌদি আরব।

এবার আফ্রিকার দেশ অ্যাঙ্গোলা থেকে সবচেয়ে কম মানুষ হজ করার সুযোগ পাবেন। দেশটি থেকে মাত্র ২৩ জনকে হজের অনুমতি দিয়েছে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

আদালত অবমাননা ঃ ১ লাখ ১০

(প্রথম পাতার পর)

দিয়েছেন তিনি। গতকাল শুক্রবার নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেলের এক মুখপাত্র এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর আল-জাজিরা ও সিএনএনের।

নিউইয়র্কের তদন্তকাজে যথাযথ সহযোগিতা না করায় গত মাসে ট্রাম্পকে আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এ আদেশ প্রত্যাহারে ট্রাম্পকে যে প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করতে হবে, তার একটি ছিল জরিমানা পরিশোধ।

গতকাল নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিটিয়া জেমসের কার্যালয় থেকে বলা হয়, বৃহস্পতিবার জরিমানা পরিশোধ করেছেন ট্রাম্প। তবে আদালতের আদেশ প্রত্যাহারের জন্য আরও কিছু কাগজপত্র জমা দিতে হবে তাঁকে।



জাতিসংঘে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এমপি

অভিবাসীদের জীবন বাঁচাতে এবং ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি কমাতে আমাদের অবশ্যই বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা বাড়াতে হবে

নিউইয়র্ক: "সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে আটকাপড়া অভিবাসীসহ অভিবাসীদের অভিবাসন যাত্রার সময় জীবন বাঁচাতে এবং ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি কমাতে আমাদের অবশ্যই বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা বাড়াতে হবে"। গত ১৯ মে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অভিবাসন পর্যালোচনা ফোরামের (আইএমআরএফ) সাধারণ বিতর্ক পর্বে প্রদত্ত জাতীয় ভাষণে একথা বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এমপি। কোনও পরিস্থিতিতে যাতে অভিবাসীদের জোর করে ফেরত পাঠানো না হয় সেবিষয়ে ট্রানজিট এবং গন্তব্যের দেশগুলির প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

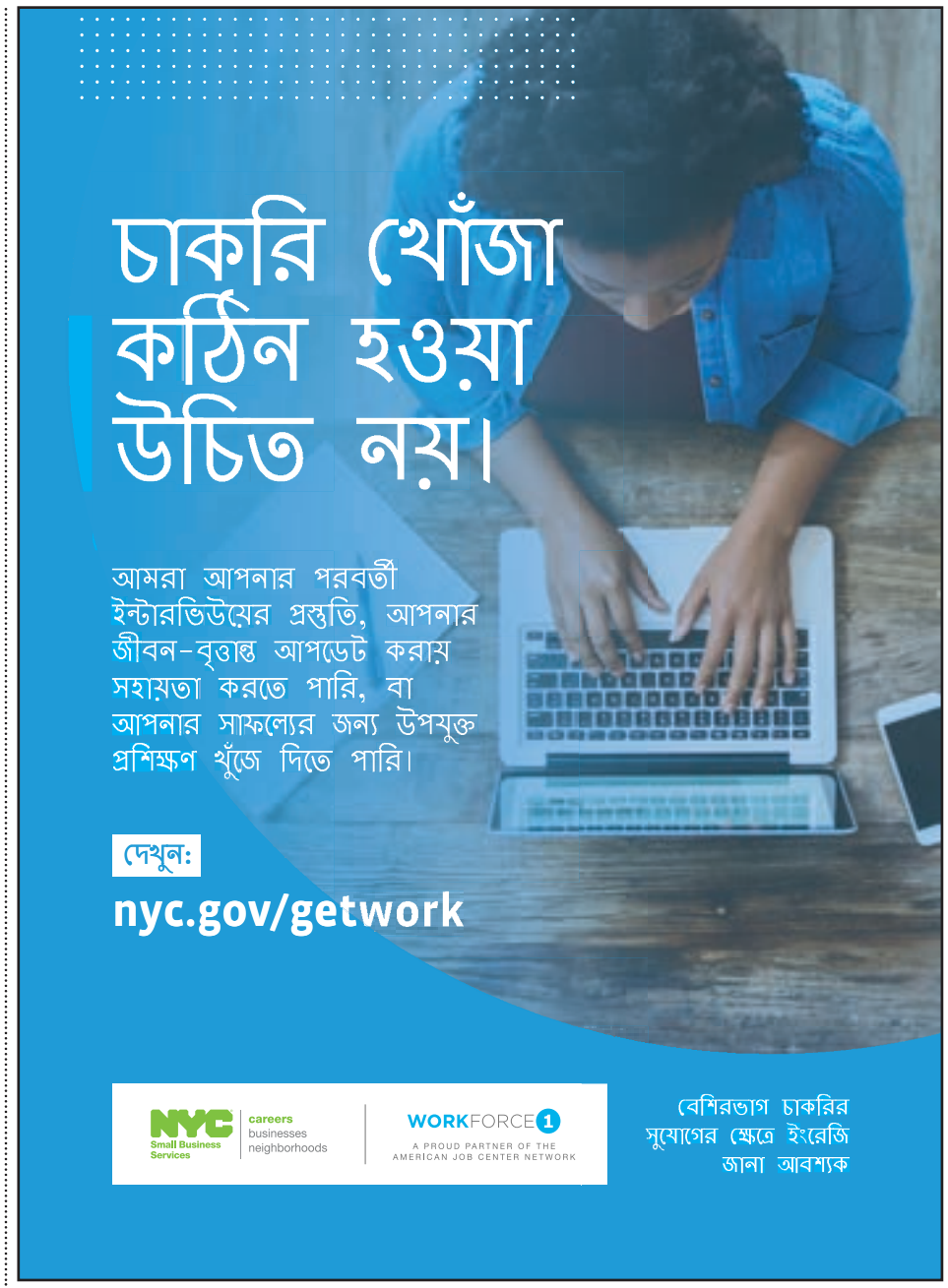
জলবায়ুজনিত অভিবাসনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরে তিনি বলেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, নদীভাঙন বা খরার কারণে লাখ লাখ বাস্তুচ্যুত মানুষের দুর্দশাকে অভিবাসন ও জলবায়ু পরিবর্তন - এই উভয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হবে।

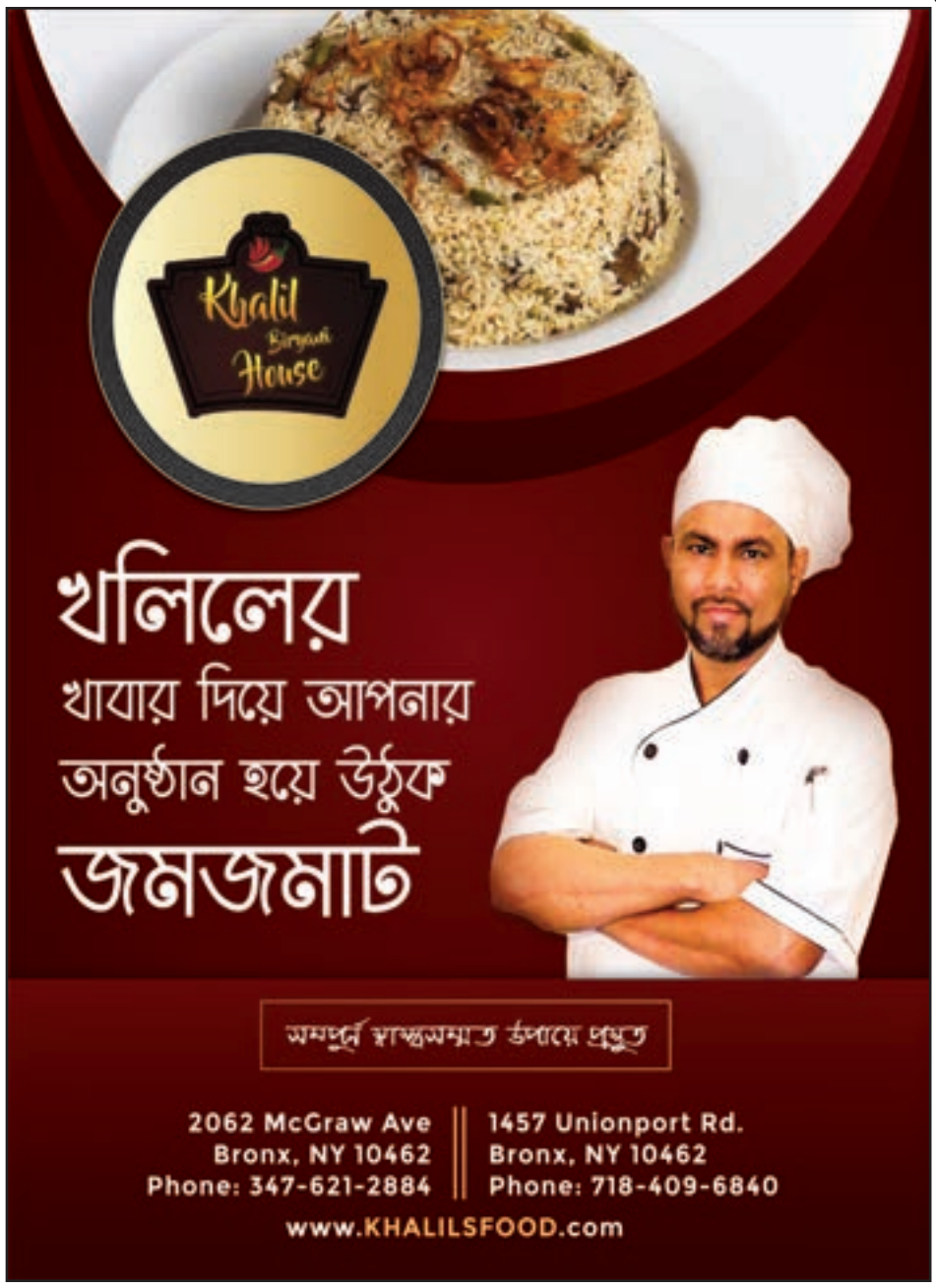
তিনি সমুদ্রে দুর্দশায় পতিত অভিবাসীদের অনুসন্ধান ও উদ্ধারের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলির যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা পূরণ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সাধারণ বিতর্কে তিনি বলেন, "আমাদের নৌবাহিনী আমাদের সমুদ্র উপকূল থেকে মিয়ানমার কর্তৃক জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের উদ্ধার করেছে"।

সাধারণ বিতর্ক পর্বটির সভাপতিত্ব করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

প্রতিমন্ত্রী মাইগ্রেশন রিভিউ ফোরামে বাংলাদেশের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি ডোমিনিকার পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা, টেকসই উন্নয়ন ও নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রী ড. ভিন্স হেন্ডারসন এবং ইউরোপীয় কমিশনের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কমিশনার মিসেস ইলভা জোহানসন এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বৈঠকসমূহে প্রতিমন্ত্রী ২০২৩-২৫ মেয়াদের জন্য মানবাধিকার কাউন্সিল নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রার্থীতাসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

একটি এগ্রগতি ঘোষণা গ্রহণের মাধ্যমে ফোরামটি ২০ মে ২০২২ শেষ হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।









২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটসঃ
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্সঃ
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

কালেক্টিভ একাডেমি টিউটোরিং সেন্টার

আমাদের যোগ্য শিক্ষকদের সাথে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করুন



Ridwana Rahman
704 SHSAT Score
Perfect 4.5 on both State Tests
Stuyvesant High School

আমরা স্বল্প ব্যয়ে আমাদের টিমের অতি যোগ্যতা সম্পন্ন
"টিউটরদের দ্বারা শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী
ইনডিভিজুয়েলি শিক্ষা দিয়ে থাকি"

শিরীন আখতার
বিএসএ, ইউএসএ
এমএমএস, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বিডি
প্রতিষ্ঠাতা ও ডাইরেক্টর, কালেক্টিভ একাডেমি

ডা. শামীমা
নর্থ শোর ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, গ্র্যাজুয়েট, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি
ইনস্ট্রাক্টর, কালেক্টিভ একাডেমি



Mohammad Rahman
Perfect Scores on SAT Sections
Bronx High School of Science
Fordham University



Fatima
1550-SAT Score
Medical Student,
Graduated from Hunter H. School

Address:

40-04, 73rd Street, 3rd Fl, Roosevelt Ave,
Jackson Heights, NY 11377

Tel: 718-200-6084



Farha
Engineering
NYU



Hien
1550 - SAT Score
University of Pennsylvania

আমাদের টিউটররা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ ১% এর মধ্যে এবং তারা সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছেন সেগুলো হচ্ছে

- কর্ণেল
- কলাম্বিয়া
- ফোর্ডহ্যাম
- নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি
- ইউপিএন
- হান্টার কলেজ হাইস্কুল
- স্টাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুল
- ব্রুক্স হাইস্কুল অফ সায়েন্স

SHSAT	SAT
UPTO 704	1580+

নিউইয়র্ক সিটিতে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা মেধা তালিকায় শীর্ষে:

- SHSAT তে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অর্ধেকই স্ট্রাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুলে চান্স পেয়েছে।
- SAT তে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ১৫০০+ স্কোর করতে সক্ষম হয়েছে।
- আমাদের ছাত্ররা তাদের গ্রেডে শীর্ষ ১% এর মধ্যে রয়েছে।
- আমাদের ছাত্রছাত্রীরাই শীর্ষ মিডল, হাইস্কুল এবং আইভি লীগসহ উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সর্বোচ্চ হারে চান্স পেয়েছে।
- আমাদের ৯৫% ছাত্র স্টেট টেস্টে পারফেক্ট স্কোরসহ ইংলিশ ও ম্যাথ উভয় বিষয়ে ৪ অর্জনে সক্ষম হয়েছে।



Sebastian
1550-SAT Scores
Perfect AP Scores
Cornell University



Tasnia
Medical Science Major At NYU
With Merit Scholarship

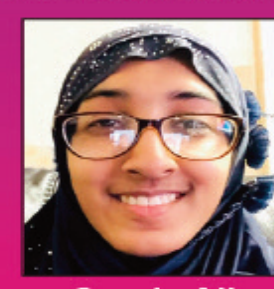


Sharmin
9 AP Course & 4.0 GPA
1510 - SAT Score
Bronx H. School of Science

রমাদ্বানে বিশেষ ছাড়!



Raz Bill
1540 - SAT Score
Fordham University



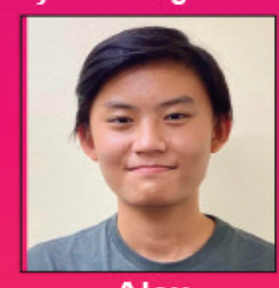
Suraia Ali
1580 - SAT Score
PSAT: Perfect Scores
Stuyvesant High School

বিস্ময়কর স্বল্পমূল্যে SHSAT SAT
তে ভর্তি হওয়ার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়।
ফোন করুন

718-200-6084



Jonathan XU
700+ SHSAT Score
Graduated Stuyvesant H.S



Alex
Honor Roll Student in
Hunter High School


SHAH NAWAZ 2022
A SHAH VOTE IS A SURE VOTE
VOTE FOR
SHAH NAWAZ
DEMOCRATIC
DISTRICT LEADER
ASSEMBLY
DISTRICT 24A
TUE
JUNE 28
2022
FAIR & EQUAL REPRESENTATION
TRANSPARENT POLITICAL DECISION MAKING
SMALL BUSINESS EMPOWERMENT
Shah Nawaz
ShahNawazDistrictLeader@gmail.com
646-591-8396
www.shahnawaz.nyc
Paid for by Friends for Shah Nawaz

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক

নির্বাচন ২০২২, রবিবার ৫ জুন

"দুটি পাতা আর একটি কুঁড়ির দেশ
নতুন করে সাজিয়ে দেবো সবাই মিলেমিশে"



সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা

- সাবেক সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, উপদেষ্টা, নির্বাচন কমিশনার সদস্য গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
  বাংলাদেশ বিচারীধারার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি যুক্তরাষ্ট্র
- কার্যকরী সদস্য
  কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি
- প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
  এবি টিভি ও এবি মিডিয়া গ্রুপ

B1

একতা, ভালোবাসা আর কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক কে জালালাবাদ বাসীর কাছে যেন
প্রাণের সংগঠন হিসেবে স্থান করে দিতে পারি এটাই আমার লক্ষ্য এটাই আমার দৃঢ় সংকল্প

মাসুদুল হক ছানু

সভাপতি পদ প্রার্থী

MASHUDUL HAQUE SANU • President Candidate

আপনাদের দোয়া ও ভোট প্রার্থী

Please cast your vote for Mashudul Haque Sanu

প্রচারে: সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ী বৃন্দ

২০২২
সালের প্রাথমিক নির্বাচন

এই বছর, নিউ ইয়র্ক শহরে দুইটি
প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে:
জুন এবং অগাস্ট, ২০২২

নির্বাচনের দিন ভোট দেয়ার জন্য অপেক্ষা না করে,
অগ্রিম ভোট দিন!

- ভোট দেয়ার জন্য আরও নয়টি দিন রয়েছে
- ভোট দেয়ার সময় বাড়ানো হয়েছে এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতেও ভোট দিতে পারবেন
- দ্রুত চেক ইন করার জন্য আপনার ফাস্ট পাস ট্যাগটি সাথে করে নিয়ে আসুন

আপনার ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা এবং ভোট দেয়ার সময়সূচী জানার জন্য
VOTE.NYC দেখুন অথবা **866-VOTE-NYC** নম্বরে কল করুন

জুন মাসের প্রাথমিক নির্বাচন

অগ্রিম ভোট: ১৮ জুন থেকে ২৬ জুন, ২০২২

নির্বাচনের দিন: ২৮ জুন, ২০২২

যে সকল পদ এবং অফিসের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে:

- গভর্নর
- লেফটেন্যান্ট গভর্নর
- স্টেট অ্যাসেম্বলি
- বিচারক
- দলীয় পদ

অগাস্ট মাসের প্রাথমিক নির্বাচন

অগ্রিম ভোট: ১৩ অগাস্ট থেকে ২১ অগাস্ট, ২০২২

নির্বাচনের দিন: ২৩ অগাস্ট, ২০২২

যে সকল পদ এবং অফিসের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে:

- কংগ্রেস প্রতিনিধি
- স্টেট সিনেটর

VOTE NYC Board of Elections City of New York

সাহিত্য সাময়িকী

পঞ্চাশ বছর পরে
দিলারা হাফিজ

পঞ্চাশ বছর পরে-একি!
লাল সবুজের আড়ালে তুমি এক অচেনা বাংলাদেশ
এত এত রক্ত পলাশ পায়ে দলে তুমি কি বদলে যাবে অবশেষে?
হে আমার স্বদেশ?

যেখানে যাই অবগুণ্ঠনে ঢাকা মুখের মন্ডল
বিজ্ঞাপনে ঢল নামে হিজাব শ্যাম্পুর,
হালাল সাবান, হিজাব স্নো-পাউডার মেখে
বাণিজ্যও তার মেলেছে পাখা ।

নেকাবের লুকোচুরি কিংবা বোরখার আড়াল উজিয়ে
আপনজনকেও চিনতে পারি না আজ
এই গ্রীষ্মের দেশে হাতে-পায়ে কালো মোজা,
দু'চোখে কালো চশমার শতাব্দী প্রাচীন ছায়া
বাংলার পলি-কাদায় মানিয়েছে বেশ ।

আমি তো কারুকেই জানতেও পারি না আর
জন্মাবধি দেখিনি সাজ-পোশাকের এমন বিভাজক,
বাঙালী কিংবা অবাঙালী সকলেই মিলেমিশে
মরুময় সাহারায় যেন তারা অতিথি বিশেষ ।

খিমারবাহী সুপার মলের বিক্রেতা মেয়েটি
কিংবা আবরকে ঢাকা দূরদ্বীপ বাসিনী যত নারী ক্রেতা-
সকলেই যেন সমুদ্র পারের ঝাউবনের মতো খুব অচেনা-
কখনো দেখেছি বলেও মনে করতে পারি না ।
অথচ অচেনা এই মরু-পোশাকে শয়লাব
শহরের পর শহর-বন্দর গ্রাম-গঞ্জ-পাড়া-মহল্লা ।

কোথায় আমার যুদ্ধ শেষের বাংলাদেশ?
যখন শাড়ি লুঙ্গী ছিলো জাতিসত্তার ড্রেস
আমলকিবনের কোথাও দেখি না তাকে
তবু খুঁজিতেছি কোথা তুমি! কোথা তুমি-হে,স্বদেশ আমার
'যে অমৃত লুকানো তোমায়-সে কোথায়'?

ভঙ্গুর
এইচ বি রিতা

স্বৈরী তান্ডব ভেঙ্গে দেয় ঘর,
ভাঙ্গে অধিকার
স্বাধীনতা হরণে কারো বুকের পাড় ।
শুক্লাদশমী তিথিতে আবার
দশহরা গঙ্গাস্নানে সমাজ চিবুই পান ।
চেপে রাখা দশজন্মের মল-মূত্র
ভেসে যায়; নির্দ্বিধায় ।
পবিত্রতায় সমাজ তখনো
আগামী শুক্লাদশমীর অপেক্ষায় ।

সুপুরুষ
মৃধা আলাউদ্দিন

হে মানুষ! তোমরা আমাকে সেই সব পুরুষদের একজন ভাবতে পারো
যাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় রাত্তিরে রোদ্দুর
যারা ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলো
আমি তাদের একজন ।

আমার সামনে, পেছনে উপর দিয়ে অসংখ্য সূর্য উঠেছে
এবং আমি অশ্বারোহী আপেল থেকে সুষম খাদ্য গ্রহণ করি
গ্রহণ করি কোমল সারশ যুক্ত নুনের নেয়ামক্ত-
আমার নিজস্ব ডায়েটিশিয়ান আছে ।

আমি আসমানে পাখিদের ওড়াউড়ি দেখি
সামনে, সমুদ্রে পাখিরা উড়ে যায়
আমি পাখি হয়ে যাই...

আমি সেই সব পুরুষদের একজন
এবং হে মানুষ! তোমরা আমাকে সেই সব
পুরুষদের একজন ভাবতে পারো । সেই সব
পুরুষদের একজন...

তোমার চলার আলপথ
বহ্নি কুসুম

তোমার চলার আলপথ ধরে
কতদিন পৌঁছে গেছি তোমার ডেরায়
সাথে হাজার কারণ জড়ো করে বলেছি
নেই সময় দুদন্ড দাঁড়াবার
তুমিও তো বেশ-
পড়োনি কিশোরী চোখে ধারাপাত
বেহুদা সময় কেঁদে কেটে
হয়েছে শুধুই একাকার ।

ফিরেছি যখন তৃষ্ণার্ত এ চোখ
গিয়েছে বারংবার ফিরে
বলেছি এ হাত দুটো ধরো
বুভুক্ষু সে হাত দিয়েছো ফিরিয়ে ।

বৈশাখে ছুটন্ত পা দুটোকে বলেছি থামাও
তুমি মহাউল্লাসে ছুঁড়েছো চাবুক
দিয়েছো শেকল ছিঁড়ে ।

খরস্রোতা পদ্মা
বাঁধভাঙা জলোচ্ছ্বাসে ডুবেছি, ছুটেছি ।

ভীষণ মুমূর্ষু এ চোখ
চায় এবার ঘুমোতে ।

বৃষ্টির পিতামহ
দ্বীপ সরকার

সূর্য ডুবে যাচ্ছে দেখে-
হাঁটি হাঁটি পা পা করে নিম্নগামী হতে থাকে
দূরের বেলুন
সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশি আকাশের বংশধরেরা
বেলুনের শাঁই শাঁই হয়ে নিশ্চুপ বাতাস-
মাঠের গরু হাম্বা হাম্বা করে
রিলিফের ঘাস থেকে মুখ উঠোয়
কৃষক ফেরে আজান শুনে-নীড়ে
ঋতুর ডাকে মধ্য বয়সী শ্রাবণের ঝাঁক-
গোপনে বিয়োয় বৃষ্টির কোরাস
রাতভর্তি সময় খুললে অবিক্রিত কিছু অন্ধকার
বৃষ্টিদের বিপণনী বিতান

ফিরে যাবার আগে-
সূর্য ডুবে যাচ্ছে দেখে
কিছু হিতৈষী ধূ ধূ ভিজে যাচ্ছে
সীমানার দেয়ালে সম্প্রতি কারা প্রসব করেছিলো
তারাই প্রকৃত বৃষ্টির পিতামহ

যদি আপনার সাক্ষাৎ পাই
রহিম ইবনে বাহাজ

সপ্তম আসমানে ইশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য, প্রস্তুতি নিচ্ছি;
অনেক প্রশ্নের পান্ডুলিপি নিয়ে আসছি;
দেখা হলেই বলব; সমগ্র মহাবিশ্ব যেহেতু আপনি স্বয়ং একাই পরিচালনা করেন;
আসমান ফেটে বৃষ্টি নামে, ঝর্ণার ও অবিরাম অন্তহীন চলছেই, আপনার কৃপায় ।

আচ্ছা ; জগতে এত জাতের পুষ্প একেক রকম গন্ধ কেন?
আপনি পিঁপড়া কে এমন কি শিক্ষা দিয়েছেন; এতো শৃঙ্খলা মেনে চলে
আপনি তো বলেছেন, মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব,
মানুষ তো পিঁপড়ার যোগ্যতাও রাখেনা,

হে জগত স্বামী; আপনি বলুন; সত্যি বলছি কি না?

যদি আপনার সাক্ষাৎ পাই
এ প্রশ্ন গুলোর জবাব চাই ।











নিউইয়র্কে আলেম-ওলামাদের প্রতিবাদ সমাবেশ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশে ১১৬ জন বরেণ্য ওলামা-মাশায়েখ ও ১০০০ মাদ্রাসাকে গণকমিশণ কর্তৃক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগের প্রতিবাদে নিউইয়র্কে আলেম-ওলামা-রাগণ সমাবেশ করেছেন। হাজী ক্যাম্প হিসেবে পরিচিত নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় প্রতিষ্ঠিত মসজিদ মিশন সেন্টারে বুধবার (১৮ মে) বাদ মাগরিব এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, 'তথা কথিত গণ কমিশন' যে অভিযোগ তুলেছে তা মূলত একটি মহলের ইসলাম-এর বিরুদ্ধে সুদূর প্রশারী ষড়যন্ত্র। তারা বাংলাদেশ থেকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। বক্তারা বলেন, আলেম-ওলামাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এখন দেশ ও প্রবাসের সকল আলেমদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে হবে। প্রয়োজনে আরো একটি গণ আদালত গঠন করে ইসলাম ও আলেম সমাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। সভায় যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট ও জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সকল মহলে প্রতিবাদ জানানো এবং কথিত গণ কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। খবর ইউএনএ'র।

ইমাম অধ্যাপক মুহিব্বুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে নিউইয়র্ক সিটি ছাড়াও বাফেলো এবং নিউজার্সী রাজ্যের প্রায় অর্ধশত বাংলাদেশী ইমাম-ওলামা অংশ নেন। এছাড়াও বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী সমাবেশে যোগ দেন। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ, প্রবীণ ইমাম মাওলানা জালাল সিদ্দিকী, মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, মওলানা মুফতি ইসমাইল হোসেন, মাওলানা সাইদুর রহমান, মাওলানা লুৎফুর রহমান কাসেমী, মাওলানা বফির বেফায়ী, মাওলানা আতাউর রহমান জালালাবাদী, মাওলানা মুফতি আব্দুল মালেক আলমাদী, মাওলানা মাসুক আহমেদ, মাওলানা সাইফুল হুদা, মাওলানা ইয়াসীন, ডা. জুম্মন চৌধুরী, মানবাধিকার নেতা, সাংবাদিক ও শিক্ষক ইমরান আনসারী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন মাওলানা মুফতি আব্দুল মালেক এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মসজিদ মিশন সেন্টারের ইমাম হাফেজ রফিকুল ইসলাম।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা আরো বলেন, বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচনে দেশের আলেম সমাজগণ যাতে কোন ভূমিকা রাখতে না পারে সে জন্যও গণ কমিশণ কর্তৃক ১১৬ জন বরেণ্য ওলামা-মাশায়েখ ও ১০০০ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়েছে। যে অভিযোগ সর্ববৈ মিথ্যা। বক্তারা ইসলাম ও আলেমদের মর্যাদা রক্ষায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সৃদৃষ্টি কামনা করেন অন্যথায় দূর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার হুশিয়ারী দেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক
BANGLADESH BEANIBAZAR SOCIAL & CULTURAL SOCIETY USA, INC

বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক
BANGLADESH BEANIBAZAR SOCIAL & CULTURAL SOCIETY USA, INC

জরুরী সাধারণ সভা

আমাদের মাতৃভূমি বিয়ানীবাজারে আকস্মিক ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে মানবিক সাহায্য পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক এর জরুরী সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

তারিখঃ ২৫শে মে ২০২২ইং, বুধবার, সময়ঃ সন্ধ্যা ৮: ৩০ ঘটিকা (বাদ মাগরিব)

স্থানঃ আল মদিনা হল ৭৬-১৫ ১০১ ষ্ট্রিট এভিনিউ, ওজন পার্ক, নিউ ইয়র্ক ১১৪১৬

উক্ত জরুরী সাধারণ সভায় আপনাদের উপস্থিতি ও মূল্যবান পরামর্শ প্রদান একান্তভাবে কাম্য।

আমন্ত্রণেঃ-

মোঃ আব্দুল মান্নান
সভাপতি
৩৪৭ ৬০৫ ২৪৫৮

নাজমুল হক মাহবুব
সাধারণ সম্পাদক
৩৪৭ ৪২৯ ৫০০৬

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ ফয়জুর মিয়া, আব্দুন নূর হারুন, আব্দুল হান্নান (দুখু), আবু তৈয়ব মো: তালহা, মোস্তফা অনিক রাজ, আব্দুল হামিদ, কিবরিয়া আহমেদ শাহীদ, আক্তারুজ্জামান শাহীন মালিক, নাজমা আহমেদ, জামাল হুসেইন, মো: রাজ্জাক, নূর উদ্দিন, ফখরুল হক, হোসেইন আহমেদ, মো: খলকুর রহমান, মো: আবু তাহের।

সম্মানিত উপদেষ্টাগণঃ বোরহান উদ্দিন কফিল, মো: সফিকুর রহমান, আহমেদ এ হাকিম, হাজী শামছুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম।

প্রচারেঃ আব্দুল হাকিম- প্রচার সম্পাদক

জনশূন্য এফডিসি ফ্লোরগুলোতে নেই কোনো শুটিং



বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই চলচ্চিত্রের সোনালি দিন অনেক আগেই মলিন হয়ে গেছে। প্রতিবছরই ছবি নির্মাণের সংখ্যা কমছে। বেকার হয়ে যাচ্ছেন বেশির ভাগ শিল্পী ও নির্মাতা। তবে এফডিসি যে এতটা জনশূন্য হয়ে পড়বে তা বোধ হয় এক বছর আগেও কেউ কল্পনা করেনি।

বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় এফডিসিতে গিয়ে চোখে পড়ল এক খাঁ খাঁ অবস্থা। মূল ফটক যখন হাতিরঝিল-সোনারগাঁ রাস্তায় ছিল তখন অন্তত গেটে ১০-১৫ জন দর্শনার্থীর ভিড় দেখা যেত। কিন্তু এ বছর গেটটি সরিয়ে কারওয়ান বাজার রেললাইন সংলগ্নে করা হলে চিত্র বদলাতে শুরু করে। গতকাল এফডিসিতে প্রবেশের সময় গেটে একজন দর্শনার্থীও চোখে পড়েনি। মান্না ডিজিটাল ও ডাবিং থিয়েটার পার হয়ে আরো ভেতরে গেলেও দু-তিনজন ফটকরক্ষী ছাড়া কাউকে দেখা যায়নি। শিল্পী সমিতিতে প্রবেশ করে দেখা যায় একজন কর্মী অফিস কক্ষ সাফসুতরো করছেন। তখন বাজে দুপুর ১টা। একাই বসেছিলেন সমিতির দীর্ঘদিনের অফিস সহকারী জাকির। বললেন, 'এখন আর আগের মতো লোকসমাগম হয় না। কাজ ছাড়া শিল্পীরাও খুব একটা সমিতিতে আসেন না। কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো বৈঠক থাকলে বা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার থাকলে তখন সবাই আসেন।'

শিল্পী সমিতি থেকে পরিচালক সমিতিতে গেলে দেখা মিলল হাতে গোনা কয়েকজন নির্মাতার। সমিতির সভাপতি সোহানুর রহমান সোহান ছাড়াও ছিলেন দেলোয়ার জাহান ঝন্টু, সাঈদুর রহমান সাঈদ, সায়মন তারিক ও রেজা হাসমত। কথা হলো সায়মন তারিকের সঙ্গে। তিনিও জনশূন্য এফডিসি দেখে কিছুটা হতবাক। বললেন, 'একটা সময় মানুষের ভিড় ঠেলে কোনো শুটিং ফ্লোরে প্রবেশ করতে হতো। আর এখন শুটিংই তো নেই! আমি নিজেই খুব কম আসি এফডিসিতে। এসে কী করব! সহকর্মীদের দেখলে মন খারাপ হয়। কোনো লগ্নিকারক নেই। তার ওপর আবার ছবি বানালে নানা সমস্যা। আমার একটা ছবি তো বিনা কারণে কিছুদিন আগে সেন্সর কর্তৃপক্ষ আটকে দিয়েছে। আমি কোন মুখ নিয়ে আবার প্রযোজককে ছবি নির্মাণ করতে বলি!'

সায়মন তারিকের সঙ্গে কথা শেষ করে ক্যান্টিনে গিয়ে দেখা গেল দুর্দশার আরেক চিত্র। বসার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। ক্যান্টিনের সব চেয়ার-টেবিল সরিয়ে রাখা হয়েছে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নেই। দুই বছর ধরে ক্ষতি মেনে নিয়েই ক্যান্টিনটি চালাচ্ছেন নৃত্য পরিচালক এ কে আজাদ। কুশল বিনিময়ের পর জানালেন নানা অসুবিধার কথা, 'করোনার মধ্যে অনেক লস করেছি। ভেবেছিলাম করোনার পর হয়তো কিছুটা ঘুরে দাঁড়াতে পারব। কিন্তু অবস্থা স্বাভাবিক হতে না হতেই মূল ফটক স্থানান্তর করা হলো। এখন কেউ এক-দেড় কিলোমিটার ঘুরে নতুন ফটক দিয়ে এফডিসিতে প্রবেশ করতে চান না। আজ যদি আমি এফডিসির সব লোক গণনা করি, ৫০ জনও পাব না। এফডিসির যাঁরা স্টাফ আছেন তাঁরা নিজেরাই খাবার নিয়ে আসেন বাসা থেকে। চায়ের ব্যবস্থাও অফিসে আছে। তাহলে আমার ক্যান্টিন চলবে কী করে। শুটিং না হলে, এফডিসিতে মানুষ না এলে আমার ব্যবসা তো হবে না। বাধ্য হয়ে সব বন্ধ করে দিয়েছি।'

ক্যান্টিন থেকে ঘুরে প্রযোজক সমিতিতে গিয়ে আরো করুণ দৃশ্য চোখে পড়ল। ২১ মে চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড় সংগঠন প্রযোজক সমিতির নির্বাচন হওয়ার কথা। অথচ প্রতিদ্বন্দ্বী তো দূরে থাক, কোনো সদস্যও ছিলেন না সমিতিতে। দীর্ঘদিন ধরে প্রযোজক সমিতির অফিস সহকারী নান্নু। তিনি বলেন, 'আমার কর্মজীবনে এমন অবস্থা কখনো দেখিনি। করোনার সময় সব অফিস-আদালত বন্ধ ছিল, এফডিসিও বন্ধ ছিল। তখনকার কথা ভিন্ন। কিন্তু এখন তো করোনার সময়ের চেয়েও এফডিসি ফাঁকা লাগে। জানি না ভবিষ্যৎ কী!'

এবার 'আনন্দলোক' পুরস্কার পেলেন জয়া আহসান



বিনোদন ডেস্ক: দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। বাংলাদেশে যেমন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন, তেমন কলকাতাতেও পেয়েছেন তিনবার ফিল্ম ফেয়ারসহ একাধিক পুরস্কার। এবার ১৮ মে জয়ার হাতে উঠল কলকাতার জনপ্রিয় সিনে ম্যাগাজিন 'আনন্দলোক' পুরস্কার। অতনু ঘোষের পরিচালনায় 'বিনি সুতোয়' ছবিটিতে শ্রাবণী চরিত্রে অভিনয় করে তিনি সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কারটি পান।

পুরস্কার হাতে জয়া বলেন, 'ধন্যবাদ অতনু ঘোষকে। সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার হাতে এলো। দীর্ঘ ১০ বছর পর আবার টলিপাড়ায় পুরস্কারের পসরা সাজাল আনন্দলোক। এই পুরস্কার অনেক দিক থেকে ভীষণ স্পেশাল আমার কাছে। অতনু ঘোষের এই ছবিটি স্বপ্ন দেখতে শেখায়, ইচ্ছামতো বাঁচার সমীকরণ জানিয়ে যায়।'

৭৫তম কান চলচ্চিত্র উৎসব

সব আলো কেড়ে নিলেন টম ক্রুজ



বিনোদন ডেস্ক: কান উৎসবের দ্বিতীয় দিনের পুরোটাই ছিল টম ক্রুজময়। দুনিয়ার সব বড় বড় তারকার ভিড়ে কানের সব আলো কেড়ে নিলেন হলিউডের এই জনপ্রিয় অভিনেতা। ৩০ বছর পর এলেন কানে। এর আগে ১৯৯২ সালে কানের সমাপনী দিনে প্রদর্শিত হয়েছিল টম অভিনীত 'ফার অ্যান্ড অ্যাওয়ে'।

ঠিক ৩০ বছর পর ১৮ মে কানে উদ্বোধনী প্রদর্শিত হলো অভিনেতার মুক্তি প্রতীক্ষিত 'টপ গান : মাভেরিক'-এর। ২৭ মে সারা বিশ্বে একযোগে মুক্তি পাবে ছবিটি।

প্রদর্শনীর আগে অভিনেতাকে দেওয়া হলো সম্মানসূচক স্বর্ণপাম। পুরস্কার পেয়ে আপুত অভিনেতা বলেন, 'আজকের সন্ধ্যাটা আমি বাকি জীবনে কখনো ভুলব না। সারা দুনিয়ার সিনেমাপ্রেমীদের সামনে পুরস্কার নেওয়ার অভিজ্ঞতা শুধু স্বপ্নেই সম্ভব।'

কান সমুদ্রসৈকতের পারে 'টপ গান : মাভেরিক'-এর ব্যতিক্রমী প্রচারণা চালানো হয়। 'টপ গান : মাভেরিক' সিনেমায় বৈমানিক লেফটেন্যান্ট পিট মাভেরিক চরিত্রে তিন যুগ পর ফিরছেন টম ক্রুজ। ছবিটি কানে প্রদর্শনী চলাকালে উৎসব ভবনের ওপর দিয়ে উড়ে যায় কয়েকটি যুদ্ধবিমান। যাওয়ার সময় নানা রং ছড়িয়ে দেয় বিমানগুলো। কানে টম ক্রুজের ৪০ বছরের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার উদযাপন করার এই মুহূর্ত উপভোগ করেছে দুনিয়ার অনেক সিনেমা অনুরাগী।

২০২০ সালে করোনা মহামারি শুরুর আগে 'টপ গান : মাভেরিক' দেখাতে চেয়েছিল কান কর্তৃপক্ষ। কিন্তু করোনার কারণে সিনেমাটির মুক্তি কয়েক দফা পিছিয়েছে পরিবেশনা সংস্থা প্যারামাউন্ট পিকচার্স। অবশেষে ২৭ মে প্রেক্ষাগৃহে আসছে সিনেমাটি। এর দুদিন আগে ফ্রান্সে মুক্তি পাবে এটি। ১৯৮৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'টপ গান' সিনেমার সিক্যুয়াল এটি।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে 'শিমু' সিনেমার প্রদর্শনী

বিনোদন ডেস্ক: পোশাক শিল্পে জেন্ডারভিত্তিক সমতা এবং নারী শ্রমিকের ওপর সহিংসতা ও যৌন হয়রানি-নমুক্ত কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্লাস্ট, ক্রিশ্চিয়ান এইড ও নারীপক্ষের সম্মিলিত উদ্যোগ 'সজাগ' কোয়ালিশন ২০১৭ সাল থেকে কাজ করছে।



আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস কিংবা মে দিবস উপলক্ষে ২০ ও ২৭ মে রুবাইয়াত হোসেন পরিচালিত চলচ্চিত্র 'শিমু' ও পথনাটক 'অধিকার' প্রদর্শনের আয়োজন করেছে 'সজাগ' কোয়ালিশন।

দৃঢ়চেতা নারী পোশাক শ্রমিকদের সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্পের চলচ্চিত্র 'শিমু' ২০ মে বিকাল ৪টায় প্রদর্শিত হবে আশুলিয়ার বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কাস সলিডারিটির কার্যালয়ে এবং সন্ধ্যা ৭টায় প্রদর্শিত হবে জিরাবো নিশ্চিন্তপুর দেওয়ান ইদ্রিস উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে।

এছাড়া ২৭ মে বিকাল ৪টায় টঙ্গীর সাতাইশ স্কুলে প্রদর্শিত হবে চলচ্চিত্র শিমু।

শ্রমিকনেত্রী ডালিয়া আক্তারের জীবনের সত্য ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র 'শিমু' প্রতিকূলতাকে জয় করে সামনে এগিয়ে চলা প্রতিটি সংগ্রামী মানুষের গল্প। সমতার প্রশ্নে 'শিমু' একজন সম্মুখযোদ্ধা।

ছবিটি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ১১ মার্চ বাংলাদেশের সিনেমা হলে মুক্তি পায়। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন রিকিতা নন্দিনী শিমু, নভেরা রহমান, দীপান্বিতা মার্টিন, পারভীন পারু, মায়াবি মায়া, মোস্তফা মনোয়ার, শতাব্দী ওয়াদুদ, জয়রাজ, মোমেনা চৌধুরী, ওয়াহিদা মল্লিক জলি ও সামিনা লুৎফা প্রমুখ। দুটি অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেছেন মিতা চৌধুরী ও ভারতের শাহানা গোস্বামী।

৯ বছরের কিশোরের বিরুদ্ধে মামলা, ৫ লাখ টাকা দাবি অভিনেত্রীর

বিনোদন ডেস্ক: মাকে ধাক্কা মারার অভিযোগে ৯ বছরের এক কিশোরের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন বলিউড অভিনেত্রী সিমরন সচদেবার। শুধু তাই নয়; কিশোরের পরিবার থেকে ৫ লাখ টাকা দাবি করেছেন তিনি। ভারতের মুম্বাইয়ের গোরেগাঁও এলাকার বানরাই থানায় সম্প্রতি এ মামলা দায়ের হয়।

মামলার অভিযোগপত্রে সিমরন লিখেছেন, গত ২৭ মার্চের ঘটনা। সেদিন ওই কিশোর সাইকেল চালানোর সময়ে তার ৬২ বছরের বৃদ্ধ মাকে ধাক্কা মেরেছে। সন্ধ্যাবেলা হাঁটতে বেরিয়েছিলেন বৃদ্ধা। সেদিন ওই কিশোর সাইকেল চালানোর সময়ে বৃদ্ধাকে ধাক্কা মারে। তিনি রাস্তায় পড়ে যান।



সিমরন তার অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন, এ দুর্ঘটনায় তার মায়ের পশ্চাৎদেশের হাড় সরে যায়। হাসপাতালে নিয়ে অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে তাকে। গত দেড় মাস ধরে শয্যাশায়ী তার মা। এত কিছুর পরও কিশোরের বাবা-মা একবারের জন্যও তার মায়ের শারীরিক পরিস্থিতির কথা জানতে চাননি বলে ক্ষোভ ঝাড়েন নায়িকা সিমরন।

তাই বলে মাত্র ৯ বছরের কিশোরের নামে মামলা? সিমরন জানান, তিনি তা করতে চাননি।

সিমরন বলেন, 'আমি ছেলেটির নামে অভিযোগ জানাতে চাইনি। তার বাবা-মায়ের বিরুদ্ধেই আমার অভিযোগ ছিল। ছেলেটির মা কেবল আমাকে একটা মেসেজ পাঠিয়ে ক্ষমা চান। এর পর আমি যখন জানতে চাই, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যেখানে হাঁটাচলা করেন, সেখানে বাচ্চাকে সাইকেল চালাতে পাঠিয়েছেন কেন, মহিলা আর কোনো উত্তর দেননি। তাই আমি মামলা করেছি। ওই ছেলের পরিবারের থেকে পাঁচ লাখ টাকা দাবি করেছি মায়ের চিকিৎসা খরচ হিসেবে।

এদিকে মামলার খবর শুনেই শিশু কল্যাণ কমিটির (সিডব্লিউসি) দ্বারস্থ হয়েছেন কিশোরের পরিবার। মামলার বিষয়ে কিশোরের পক্ষ-ই নিয়েছে বানরাই থানা পুলিশ।

তদন্ত পরিচালনাকারী ডিসিপি সোমনাথ ঘার্জে বলেছেন, 'এটি নিছকই একটি দুর্ঘটনা ছিল, যখন শিশুটি ওই কমপেক্সে ভেতর সাইকেল চালাচ্ছিল তখন ওই ৬২ বছর বয়সি নারী সাইকেলের সামনে এসে পড়ায় গুরুতর আহত হয়ে যায়। ইচ্ছাকৃত ধাক্কা মারেনি সে। তাই খুব তাড়াতাড়ি এ মামলা বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

প্রসঙ্গত, ভারতের টিভি সিরিয়ালের জনপ্রিয় মুখ সিমরন সচদেবার। এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি হিন্দি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি।

'হামনে লি হায় -শপথ', 'ব্লাডি ইশক' নামের সিনেমায় দেখা গেছে তাকে।

ব্রাসেলসে যৌথ কমিশনের বৈঠক

ঢাকা ডেস্ক: গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ওপর জোর দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। ২৭টি দেশের এই জোট বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মিশনকে স্বাগত জানানোর বাংলাদেশের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। একই সাথে সক্রিয় নাগরিক সমাজকে গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আখ্যায়িত করেছে সংস্থাটি।

ব্রাসেলসে গত শুক্রবার বাংলাদেশের সাথে যৌথ কমিশনের বৈঠক শেষে ইইউ এই মনোভাব পোষণ করেছে। এতে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন ও ইইউয়ের এক্সটারনাল অ্যাকশন সার্ভিসের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর পাওলা পাম্পালোনি। যৌথ কমিশনের বৈঠকে আগে মানবাধিকার ও সুশাসন, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং উন্নয়ন সহায়তা– এই তিনটি সাব-গ্রুপ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব যৌথ কমিশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। আর মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ক সাব গ্রুপে আইন বিভাগের সচিব, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ক সাব গ্রুপে বাণিজ্য সচিব এবং উন্নয়ন সহায়তা বিষয়ক সাব গ্রুপে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নেতৃত্ব দেন।

যৌথ কমিশন বৈঠকে সুশাসন, গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার, রোহিঙ্গা সঙ্কট, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সহযোগিতা, অভিবাসন, জলবায়ু পরিবর্তন, শিক্ষা, উন্নয়ন সহযোগিতা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী মাসে ঢাকায় প্রথম ইইউ-বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে।

বৈঠকে ইইউ বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ইইউ বিশেষ করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। জোটটি বাংলাদেশে নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হওয়ার ব্যাপারেও উদ্বেগ জানিয়েছে। ইইউ বিশেষ করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে (ডিএসএ) কেবল ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় সীমাবদ্ধ রাখা এবং আইনটিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার ওপর জোর দিয়েছে।

যেকোনো ডিজিটাল অপরাধের লাগাম টানার ক্ষেত্রেও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা থাকার বিষয়টি স্মরণ করে ইইউ মন্তব্য করে, চূড়ান্ত পদক্ষেপ ও মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখা তথা সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ জরুরি।

ইইউ মনে করে জাতি, বয়স, লিঙ্গ পরিচয়, যৌন অভিমুখিতা, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সম্বন্ধ, অক্ষমতা বা আর্থসামাজিক পটভূমি নির্বিশেষে মানুষ হিসেবে মানুষের মানবাধিকারের সুরক্ষা, স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ক্রমাগত উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ ও ইইউ সংখ্যালঘুদের অধিকারের অগ্রগতি, নারী ও শিশুদের অধিকার এবং বহুপক্ষীয় ফোরামে মানবাধিকারের বিষয়ে সম্পৃক্ততার বিষয়ে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে।

বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল বলেছে, সরকার সংবিধানে অনুযায়ী সবার জন্য মানবাধিকারের নিশ্চয়তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সন্ত্রাস ও সহিংস চরমপন্থার বিরুদ্ধে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি রয়েছে। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সফলতা রয়েছে।

যৌথ কমিশন বৈঠকে বলা হয়েছে, ইইউর বাজারে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধার (জিএসপি) আওতায় ইবিএ স্কিমে বাংলাদেশ বিশ্বে সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী। তবে একই সাথে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, এই বাজার সুবিধার সাথে শ্রম অধিকার ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার শর্ত জড়িত। ইইউ বলেছে, বাংলাদেশে শ্রম অধিকারের টেকসই সংস্কারের পাশাপাশি আইন ও বিধানগুলো আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সনদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে ইইউ শ্রম খাতে বাংলাদেশের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত ও তা প্রকাশ করাকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে বাংলাদেশের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী বাস্তবায়ন, এ ক্ষেত্রে অগ্রগতির বিষয়ে নির্দিষ্ট সময় পর পর তথ্য জানানো এবং রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) প্রযোজ্য শ্রম আইন সংশোধন করার সময়সীমা এগিয়ে আনার ওপর ইইউ জোর দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিরাপদ ও সবুজ কারখানায় বিনিয়োগের জন্য ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা পুনর্ব্যক্ত করেছে।

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের পরিপ্রেক্ষিতে উভয় পক্ষ একটি পূর্বাভাসযোগ্য ও টেকসই ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। এই পরিবেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে সহজ করবে, বাজারে প্রবেশের বাধা দূর করবে এবং অর্থনীতির টেকসই বহুমুখীকরণ উৎসাহিত করবে। এই লক্ষ্যে ইইউ ও বাংলাদেশ ব্যবসা পরিবেশ নিয়ে সংলাপ চালিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে।

যৌথ কমিশন ইউরোপে অনিয়মিত হয়ে পড়া বাংলাদেশীদের ফেরত পাঠাতে ইইউ ও বাংলাদেশের মধ্যে সই হওয়া স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) অনুযায়ী কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছে। ইউরোপে অবৈধভাবে থাকা বাংলাদেশীদের এসওপি অনুযায়ী ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশকে উৎসাহিত করেছে ইইউ।



মিশিগানে সম্মাননা পেল ৭ বাংলাদেশীকে

(শেষের পাতার পর)

স্মাননা প্রদান করেছে।

মঙ্গলবার রাতে শহরের ইউক্রেনিয়ান কালচারাল সেন্টারে ওয়ারেন সিটির ২৫তম বার্ষিক সিটি কমিশনের নৈশভোজ ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান হয়। এ সময় সিটির বিভিন্ন কমিশন ও বোর্ড মেম্বারদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননার সনদপত্র তুলে দেন ওয়ারেন সিটির মেয়র জেমস ফাউন্টস এবং কাউন্সিল চেয়ার গ্রেইন প্রেট্রিক।

বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন- ওয়ারেন সিটির বোর্ড অব রিভিউ ভাইস চেয়ার ফয়ছল আহমেদ, বোর্ড অব রিভিউ সদস্য আজিজ চৌধুরী, ক্রাইম কমিশন সুমন কবির, বিউটিফিকেশন কমিশন খাজা সাহাব আহমেদ, প্ল্যানিং কমিশন মাহমুদা মৌরী, ক্রাইম কমিশন নিজাম আহমেদ এবং কালচারাল কমিশনার সীমা বেগম।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

বর্ণিল আয়োজনে সাজুফতা সাহিত্য ক্লাব নিউইয়র্ক'র বৈশাখ উদযাপন

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের অন্যতম সাহিত্য সংগঠন সাজুফতা সাহিত্য ক্লাব বর্ণাঢ্য আয়োজনে বৈশাখী উৎসব উদযাপন করেছে। গত ১৫ মে রোববার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের সেইন্ট হেলেনা'স রোমান ক্যাথেলিক চার্চ হলে ক্লাবের সভাপতি কবি জুলি রহমানের পরিচালনায় ভিন্ন আমেজের এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছিল বায়োস্কোপ, গীতি আলেখ্য, সঙ্গীত, নৃত্য সহ মনোজ্ঞ সব পরিবেশনা।

কবি জুলি রহমান রচিত ও পরিচালিত বায়োস্কোপ ও গীতি আলেখ্যে নৃত্যে ছিলেন ড. নীলা জেরীন, মায়া এ্যানজেলিকা, সাদিয়া আফরীন তন্বী ও লাকী ইসলাম। গানে ননী মল্লিক, কবি কন্যা সাদিয়া আফরিন তন্বী ও সাবিহা তারিন, কবিতায় এমএ সাদেক এবং কবি জুলি রহমান।

গ্রাম বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যে ভরপুর বায়োস্কোপ দিয়ে শুরু হয় জুলি রহমানের বৈশাখের শোভা যাত্রা। এ এক অন্য রকমের আবেদন। ভিন্ন রকমের আবহ। কবি জুলি তাঁর বৈশাখের কাব্য কথায় বায়োস্কোপের ভেতর দিয়ে ছুটেন গ্রাম, শহর ঢাকা থেকে সুদূর আমেরিকা। এই বায়োস্কোপ নির্মাণে সহযোগী ছিলেন গীতি কবি শাহ বদরুজ্জামান রুহেল। এতে আরও অংশ নেন শিল্পী নাসরীন চৌধুরী, ভারতি রায়, তিমির রায়, গুরু ফটিক, শুধাংশু মন্ডল, বাচিক শিল্পী ফিরোজা পারভীন পলি, কবি ও শিল্পী কামরুন নাহার খানম রীতা, বাচিক শিল্পী মোঃ ইলিয়াস হোসেন, আভার প্রেসিডেন্ট মেহের চৌধুরী, কমিউনিটি এ্যাক্টিভিস্ট মাকসুদা আহমদ, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের প্রেসিডেন্ট সামাদ মিয়া জাকের, সহ সম্পাদক ইমরান আলী, ইতি রহমান, নজরুল গবেষক ও কলামিস্ট আনোয়ার খোন্দকার, কবি ও লেখক আহমদ জামিল, কবি শরিফুজ্জামান পল, শিল্পী কিশলয় প্রমুখ।

বিশাল অডিটেরিয়াম জুড়ে বিপুল দর্শকের উপস্থিতিতে কবি জুলি রহমান রচিত বায়োস্কপে আনন্দের ঢল নামে। এতে তবলা সংগত করেন নিউইয়র্কের প্রথম নারী তবলা বাদক চামেলি গোমেজ। সারি সারি দর্শকের মুহুর্মূহ করতালিতে গীতিকার শাহ বদরুজ্জামান রুহেলের মাথায় বায়োস্কোপ মিছিল মঞ্চ পর্যন্ত ওঠে আসে।

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট রেজা আব্দুল্লাহর সঞ্চালনায় এ আয়োজনে অনুষ্ঠান হলে প্রথমে পরিবেশিত হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যান্থম। এর পর ধারাবাহিক এক টানা শুরু হয় সাজু-ফতার বৈশাখের গান, কবিতা, নাচ, গীতি আলেখ্য ও আলোচনা।

এর আগে আয়োজক, অতিথি ও শিল্পীদের অংশ গ্রহণে একটি বৈশাখী শোভাযাত্রা বঙ্কসের বাঙালী অধ্যুষিত বাংলাবাজার এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে সেইন্ট হেলেনা'স রোমান ক্যাথেলিক চার্চ হলে এসে মিলিত হয়। টিভি ব্যক্তিত্ব বেলাল বেগের উদ্বোধনী বক্তব্যে বৈশাখী শোভ যাত্রাটি শুরু হয়।







কবি জুলি রহমান বলেন, রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী অতিক্রম হলো কিছুদিন আগে। রবীন্দ্র নাথ মাথার মুকুট নজরুল গলার হার। তাই পরিধান করেই সংস্কৃত অঙ্গণে বিচরণ করা। তিনি বলেন, তাই প্রথমেই করি যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। গানটি দুটো ভার্সনে করা হয়। ইংরেজীতে সুর করেন কবি কন্যা সাবিহা তারিন। বাংলা সুরে থাকেন শিল্পী নাসরীন চৌধুরী, শিল্পী সাদিয়া আফরীন তন্বী, শিল্পী ননী মল্লিক, শিল্পী ভারতী রায়। গানটির সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে নতুন প্রজন্মের নৃত্য কন্যা মায়া এ্যানজেলিকা এবং কবি জুলি রহমান।

এর পর পরিবেশিত হয় কবি জুলি রহমানের গান গেরুয়া মাটির পথে। বিটিভির প্রখ্যাত পেশাদার আর্টিস্ট বেলাল বেগ ছিলেন গেরুয়া মাটির পথে বাউলের ভূমিকায়। ৮৪ বছরের একজন বেলাল বেগই পারেন এমন ভাবে হৃদয়ের সমস্ত রস উগলে সুর ঢেলে বাউলের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে। জুলি রহমানের রচনায় ও সুরে কোলকাতার স্বনামখ্যাত শিল্পী শান্তনু ভৌমিক করেছেন এ গানটি। বৈশাখের গানে নৃত্যে ছিলেন সাদিয়া আফরীন তন্বী ও লাকী ইসলাম।

এর পরই পরিবেশিত হয় কবি জুলি রহমানের বৈশাখের গীতি আলেখ্য। এতে মিউজিকে ছিলেন কোলকাতার শান্তনু ভৌমিক। কথকে অংশ নেন স্বনামখ্যাত নৃত্য শিল্পী ড. নীলা জেরিন। গানে থাকেন শিল্পী ননী মল্লিক, কবিতায় বাচিক শিল্পী এমএ সাদেক, কবি জুলি রহমান। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন বাচিক শিল্পী ও সাহিত্য সমালোচক মোঃ ইলিয়াস হোসেন, কবি ও প্রাবন্ধিক এবিএম সালেহ উদ্দীন, মুক্তিযোদ্ধা ও টিভি ব্যক্তিত্ব ফেরদৌস নাজমী, মুক্তিযোদ্ধা আবু কায়সার চিশতী, কলামিস্ট রাজিয়া নাজমী, আভার ও তিতাস মাল্টি সার্ভিসের প্রেসিডেন্ট মেহের চৌধুরী, নাট্যজন ইয়াকুব আলী মিঠু, কবি ও লেখক আহমদ জামিল, নজরুল গবেষক ও কলামিস্ট খোন্দকার আনোয়ার, ডা. হাসান প্রমুখ।

স্বরচিত কবিতায় কবি শরীফুজ্জামান পল, শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, কামরুন নাহার খানম, শুধাংশু মন্ডল, মাধুরী রায়, কবি ও অনুবাদক রওশন হাসান। সেই সাথে ছিল চা পর্ব ছাড়াও ডিনার। চা পর্বে চা, সিংগারা, ড্রাই কেক, ছোলা, মুড়ি, চটপটি। ডিনারে ছিল ভাত, ভর্তা, ইলিশ ভাজা, করলা ভাজি, ভেজিটেবলস, চিকেন ঝুল, গরুর মাংস, পায়েস ইত্যাদি।

কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, মিডিয়া ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজন অংশ গ্রহণ করেন এ উৎসবে।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)



একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

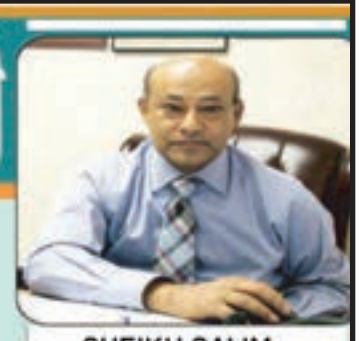
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম প্রয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SECI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে SECI এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ত্রাণের অভাব অন্তহীন কষ্ট

ঢাকা ডেস্ক: সিলেটের সুরমা-কুশিয়ারা নদীর পানি কিছুটা কমলেও ভোগান্তি কমছে না বন্যার্ত মানুষের। ৭ দিনেও পানিবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি না মেলায় দুর্বিষহ দিন পার করছেন খেটে খাওয়া মানুষ। কাজ নেই, শেষও সঞ্চিত খাবার। এখন চেয়ে থাকেন সহায়তার দিকে। কিন্তু সরকারের সহায়তা নেই পর্যাপ্ত। অভিযোগ রয়েছে জনপ্রতিনিধিদের স্বজনপ্রীতির। জনপ্রতিনিধিরা বলছেন, চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ খুব কম। কম বরাদ্দের কারণে হিমশিম খাচ্ছেন তারা। সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে ত্রাণ নিতে এসে পুলিশের লাঠিপেটার শিকার হয়েছেন মানুষ। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় শনিবার সকালে ত্রাণ বিতরণ করেন সিলেট-৪ আসনের সংসদ-সদস্য প্রবাসীকল্যাণ ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইমরান আহমদ। বন্যাদুর্গত মানুষ সকাল ৮টা থেকে ত্রাণ নিতে অপেক্ষা করেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার থানা বাজার এলাকায়। ত্রাণ দেওয়ার কথা ১২০টি পরিবারকে; কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয় কমপক্ষে ৫০০ পরিবার। সকাল সাড়ে ১০টায় ৬ ইউনিয়নের ১২ জনকে নিজ হাতে সরকারি সহায়তার প্যাকেট তুলে দেন মন্ত্রী ইমরান আহমদ। বাকিদের বণ্টনের জন্য স্থানীয় চেয়ারম্যানদের নির্দেশনাও দিয়ে যান তিনি। মন্ত্রী চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই ত্রাণ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন তালিকায় না থাকা লোকজন। এ নিয়েই ঘটে যায় হুলুস্থুল কাণ্ড। ত্রাণের প্যাকেট বাঁচাতে পুলিশকে লাঠিপেটা করতেও দেখা যায়। অনেকেই তালিকায় থাকলেও পাননি ত্রাণ। ত্রাণ নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে ছবি তুলেছেন; কিন্তু তাকে দেওয়া হয়নি সেই ত্রাণের প্যাকেট-এমন অভিযোগও করেন স্থানীয় মাহফুজ। উলটো পুলিশের লাঠির আঘাত পেয়েছেন ঘাড়ে। পশ্চিম ইসলামপুর ইউনিয়নের কাইয়ুম ত্রাণের তালিকায় ছিলেন। অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন ত্রাণ নিতে, নিজে বৃদ্ধ হওয়ায় ছেলেকে লাইনে দাঁড় করিয়েছিলেন; কিন্তু ত্রাণ পাননি। উলটো পুলিশের মার খেয়েছেন। ত্রাণ না পেয়ে অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এদিকে নিচু এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলো উঁচু এলাকায় এসে আশ্রয় নিচ্ছেন। এসব এলাকার চলাচলের সড়কগুলো প্লাবিত হওয়ায় মানুষ চরম দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছেন। বন্যাকবলিত বাসাবাড়ির লোকজন রান্নাবান্না করতে চরম অসুবিধায় রয়েছেন। রয়েছে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব। অনেক দরিদ্র পরিবার বন্যার পানিতে ঘর থেকে বের হতে পারছে না। এ অবস্থায় তিনবেলা খাবার জোগানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অনেকেই মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছেন না। সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. মজিবর রহমান বলেন, শনিবার পর্যন্ত সিলেটের ১৩ উপজেলায় বন্যার শিকার প্রায় ১২ লাখ মানুষ। এসব মানুষের জন্য ইতোমধ্যে ৩২৫ মেট্রিক টন চাল ও ১৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এখনো ৮৫ মেট্রিক টন চাল মজুত রয়েছে। আরও ১শ মেট্রিক টন চাল দু-একদিনের মধ্যেই বরাদ্দ পাওয়া যাবে। কাগজে-কলমে বরাদ্দ হলেও বেশির ভাগ ভুক্তভোগী ত্রাণ পাচ্ছেন না কেন-এমন প্রশ্নে তিনি জানান, পর্যাপ্ত ত্রাণ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। তবুও কেন না পাওয়ার অভিযোগ উঠছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ইতোমধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর পানি কমলেও হাওড়াঞ্চলে পানি বাড়ছে। এতে হাওড়ের নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জেলা নেত্রকোনা শনিবার নতুন করে বন্যাকবলিত হয়েছে। এ নিয়ে তিন জেলায় চলছে বন্যা। দু-একদিনের মধ্যে হবিগঞ্জও বন্যাকবলিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। নেত্রকোনার নদনদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। এর মধ্যে তলিয়ে গেছে সহস্রাধিক হেক্টর জমির বোরো ধান।

তিন জেলায় বন্যা আর কতদিন চলতে পারে, এ ব্যাপারে সরকারি সংস্থা কোনো পূর্বাভাস দিতে পারছে না। কেবল আগের ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ আর পরের ২৪ ঘণ্টার সম্ভাবনা তুলে ধরে দায়িত্ব শেষ করছে। শনিবার অষ্টমদিনে গড়িয়েছে বন্যা।

এ বিষয়টির সমালোচনা করেছেন বন্যা বিশেষজ্ঞরা। বুয়েটের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. একেএম সাইফুল ইসলাম বলেন, সিলেটে বন্যার যে চিত্র দেখা যাচ্ছে, তা ১৯৮৮ সালের বন্যায়ও তৈরি হয়নি। এই দুর্যোগে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো ৫-৭ দিন মেয়াদি কোনো পূর্বাভাস দিতে দেখছি না যে, কোথা দিয়ে পানি নেমে যাবে, ভাটির দিকে কোন জেলায় কী হবে প্রভৃতি। বন্যার ব্যাপারে আগাম তথ্য দিলে যেমন নীতিনির্ধারকরা পদক্ষেপ নিতে পারতেন, তেমনই সাধারণ মানুষও নিজেদের মতো করে সুরক্ষা পদক্ষেপ নিতে পারত।

VISIT
JERUSALEM
Al-Aqsa : Bethlehem : Hebron : Jericho
28 May - 4 June
$3550 Per Person
INCLUDED:
6 Night Accomodation's
Daily Breakfast
Ground Transport to Hotel and Airports
Guided Tour.
Round Trip Airfare

Must have US Passport with a validity of at least six month from the date of travel.
Contact
বাংলা ট্যুর ইনক
63 Metropolitan Oval,
Apt # 6E, Bronx, NY 10462
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন
WIN ZONE Really Inc.
আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে

MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)
81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.
Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package

WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস
সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director
Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922
30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেগুলার বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ডোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
সাধারণ বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুপারফাইন বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

শাহবাজ শরিফের ‘পাকিস্তান স্পিড’



মো: বজলুর রশীদ

পাঞ্জাবের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে কয়েক বছর আগে ‘শাহবাজ স্পিড’ উপাধি দিয়েছিল চীন। চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর সিপিইসির জন্য তাকে এই বিখ্যাত উপাধি দেয়া হয়। জনাব শাহবাজ নাটকীয়ভাবে ক্ষমতায় ফিরে এখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।

‘শাহবাজ স্পিড’ একসময় সিপিইসিতে দ্রুততা ও উদ্দীপনার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী পাঞ্জাবের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত ও মসৃণ করেছিলেন। তিনি নির্ধারিত সময়ের আগেই অনেক প্রকল্প সম্পন্ন করেন, চীনা সংস্থাগুলোর সাথে একটি ফলপ্রসূ কাজের সম্পর্কের সূচনা করেন, আমলাতান্ত্রিক ত্রুটিগুলো বের করা হয়েছিল, হোঁচট খাওয়ার বাধাগুলো সরিয়ে দেয়ার জন্য চেন অব কমান্ড পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন এবং সিপিইসির অগ্রগতিতে অনেক মাইলফলক অর্জন করেছিলেন, যা এখনো চীনা কর্মকর্তারা স্মরণ করেন। তার এ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের উপমন্ত্রী ঝেং জিয়াও সং ২০১৬ সালের ২০ ডিসেম্বর শাহবাজ শরিফকে ওই উপাধি দেন। ঝেং বলেছিলেন, ‘চীন স্বল্প সময়ের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প শেষ করার জন্য সারা বিশ্বে পরিচিত, এমনকি চীনা মানদন্ডেও তখন সিপিইসির কাজের গতি ব্যতিক্রমী ছিল।

পরে ২০২১ সালের ২৫ জানুয়ারি, বিদায়ী চীনা কনসাল জেনারেল শাহবাজ শরিফকে একটি চিঠি পাঠিয়ে ‘শাহবাজ স্পিড’ অর্জনের জন্য তার প্রশংসা করেন। তিনি সিপিইসি প্রকল্পের জন্য শাহবাজ শরিফের অবদানের প্রশংসা করেছিলেন। অনেক রাজনীতিবিদ শাহবাজকে লেখা চীনা কনসাল জেনারেলের চিঠিকে পাকিস্তানের জন্য গর্বের বিষয় বলে অভিহিত করেছেন। পাকিস্তানের ২৩তম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদে প্রথম ভাষণে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, ‘শাহবাজ স্পিড’ এখন থেকে ‘পাকিস্তান স্পিড’ হয়ে উঠবে এবং পাকিস্তান-চীন সম্পর্ক অনুকরণীয় ও অভূতপূর্বভাবে অতুলনীয় অবস্থায় নিয়ে যাবে। শাহবাজ জানান, ইমরান খানের বিরুদ্ধে তিনি কোনো ব্যবস্থা নেবেন না। কিন্তু ইমরান খানের সময়ে সিপিইসি মেগা প্রকল্পে তিনটি প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ায় পৃথক তদন্ত কমিশন গঠন করেন। ফলে চীন এ পদক্ষেপে অসন্তোষ প্রকাশ করে।

পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় চীন শাহবাজ শরিফকে অভিনন্দন জানিয়েছে। টুইটারে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান বলেন, ‘চীন একটি উচ্চমানের চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর সিপিইসি এবং নতুন যুগে একটি ভাগ করে নেয়া ভবিষ্যতের সাথে আরো ঘনিষ্ঠ চীন-পাকিস্তান জোট গড়ে তুলতে পাকিস্তানের সাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ।’

শাহবাজ শরিফ এ মুহূর্তে পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল পিএমএলের (এন) সভাপতি। তিনি পাঞ্জাব প্রদেশের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় চার দশক আগে রাজনৈতিক জীবন শুরু করার পর থেকে তিনবার এই পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার বন্ধুরা আশা করেন, জনাব শরিফ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তার উচ্চারিত ‘পাকিস্তান স্পিড’ অর্জন করতে পারবেন।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে অনিয়ম ও বিধিসম্মত না হলেও সেনাবাহিনী ভূমিকা রাখে। জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়াও অবাঞ্ছিতভাবেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। রাজনীতিতে বাজওয়ার এই সম্পৃক্ততা এবং অসাংবিধানিক হস্তক্ষেপের ঘটনায় অনেক বিশেষক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। জনাব বাজওয়া ১৭ এপ্রিল লাহোরে সরকারি-বেসরকারি প্রবীণদের ডেকে নিয়ে ভাষণ দেন। সে ভাষণে কোনো প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। তা ছাড়া জনসাধারণকে বোকা বানানোর দিন আর নেই। অনেকেই মনে করেন, অবসরের পর তিনিও জেনারেল কাইয়ানি ও জেনারেল মোশাররফের মতো পাকিস্তান ছেড়ে সৌদি আরব বা কোথাও পালিয়ে যাবেন; কেননা পাকিস্তানের সংবিধানের ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাজওয়া কাজ করা থেকে বিরত রয়েছেন।

অনেকেই অবাক হয়েছেন, দেশে রাজনৈতিকভাবে কোনো ভুল না থাকা সত্ত্বেও এবং পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি কোনো চ্যালেঞ্জ না থাকা সত্ত্বেও কোনো বিশেষ কারণ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বাজওয়াকে বাধ্য করেছিল? বলা হচ্ছে- লুণ্ঠনকারীরা, মেগা দুর্নীতির সাথে জড়িত, অপরাধীরা ডন লিকের কুচক্রী, মেমো গেট কেলেঙ্কারি, অফশোর কেলেঙ্কারি এবং পাকিস্তানের সার্বভৌম মাটিতে ৪০০ বার ড্রোন হামলায় সমর্থনকারীদের পাশে অবস্থান নিয়েছিল।

একজন ব্যক্তি যিনি পাকিস্তানকে একটি সার্বভৌম আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন তাকে কোনো সহায়তা দেয়া হয়নি। বাজওয়ার চক্রান্তে তিনি অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন, বিশেষ করে চীন ও রাশিয়া সফরের পর, যারা পাকিস্তানের নতুন কৌশলগত অংশীদার এবং অর্থনীতির সমর্থক ছিল তারা তার এসব কাজের অপব্যাখ্যা করেছে।

ইমরান খানের সময়ে দু'বার পাকিস্তান কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়। একবার যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইএসআইএস ও আলকায়েদার বিরুদ্ধে বিমান অভিযান শুরু করার জন্য বিমান ঘাঁটি চেয়েছিল, যা ইমরান সরাসরি নাকচ করেন। বলেন, ‘কখনো নয়’, এবং দ্বিতীয়বার পশ্চিমা বারণ সত্ত্বেও পাকিস্তান বিমানবাহিনী পাকিস্তানি ভূখণ্ডে ভারতীয় আগ্রাসনের পাল্টা প্রত্যাঘাত করে বিমান যুদ্ধ-কৌশলের সূক্ষ্ম কাজ দেখিয়ে প্রশংসা অর্জন করে। এই দু'টি বিষয় ইমরান খানের শক্তিশালী নেতৃত্ব ও দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ। সমগ্র জাতি সেটি গ্রহণ করেছিল এবং মুসলিম উম্মাহ এতে গর্ববোধ করেছিল। সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে বাজওয়ার অবদান ছিল শূন্যের কোঠায়। তিনি কোনো পর্যায়ে কোনো ফোরামে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। সেনাবাহিনীর প্রধান প্রধানমন্ত্রীর কমান্ডের অধীনে একটি প্রতিষ্ঠান, তথাপি তিনি মাফিয়া আলিম খানকে কেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চেয়েছিলেন? শাহবাজ ও হামজা শরিফকে জামিনে আনা এবং কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ ও অর্থ পাচারের সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে বাজওয়ার কোনো বক্তব্য ছিল না, বরং তিনি চিন্তিত ছিলেন! বিশেষকরা বলছেন, সংবিধান দেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার চেয়ে উচ্চতর নয়, সংবিধানের চেয়ে পাকিস্তানের অগ্রাধিকার রয়েছে। সেনাবাহিনী ড্রাইভিং সিটে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করবে যে ক্যাঙ্গারু আদালত, বেনজির ভুট্টো এ নামেই আদালতকে ডাকতেন, আবার একত্রিত হবে যেমনটি তারা প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য জাতীয় সংসদের অধিবেশনের ঘোষণা দেয় এবং কার নির্দেশে রাতে হাইকোর্ট খোলা হয় এবং সিদ্ধান্ত দেয়া হয়? জনাব খান নিজেই তার বিচার চেয়ে রিট করেছেন কয়েক দিন আগে।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে অনিয়ম ও বিধিসম্মত না হলেও সেনাবাহিনী ভূমিকা রাখে। জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়াও অবাঞ্ছিতভাবেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। রাজনীতিতে বাজওয়ার এই সম্পৃক্ততা এবং অসাংবিধানিক হস্তক্ষেপের ঘটনায় অনেক বিশেষক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। জনাব বাজওয়া ১৭ এপ্রিল লাহোরে সরকারি-বেসরকারি প্রবীণদের ডেকে নিয়ে ভাষণ দেন। সে ভাষণে কোনো প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি।

বিশেষকরা মনে করেন, বিচার বিভাগ বহিঃপ্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তারা আরো বলেন, পাকিস্তানে তিনটি শক্তি কাজ করে, সরকার, সেনাবাহিনী ও বিচার বিভাগ। এবারের ৯-১০ মধ্যরাতের পুরো অপারেশন ‘জ্যাকল’ সেনাপ্রধানকে মধ্যরাতে বরখাস্ত করা এবং আদালত অবমাননার অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে গ্রেফতারের জন্য সুপ্রিম কোর্ট খোলা হয়েছিল। কে আসলে ওই সময়টুকুতে সরকার চালাচ্ছিল তার উত্তর এখনো অনেকের জানা নেই। কারা প্রিজন ভ্যানের অর্ডার দিয়েছিল এবং কারা বিদেশে যাওয়া বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল তাও মিডিয়ায় প্রয়োজনের সময় আসেনি অথচ পাকিস্তানের সিনিয়র কর্মকর্তারা এসব কিছুই জানেন। ওই অল্পসময়ে কে মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করেছিল এগুলোও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সবার আঙুল বাজওয়ার দিকে। শাহবাজ শরিফকে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত অভিনন্দনে সিক্ত করে খুব তাড়াতাড়ি। ইমরান খান অবশ্য শরিফ সরকারকে আখ্যা দিয়েছেন, ‘আমদানি করা সরকার’।

পাকিস্তানের ১৯৭৩ সালের সংবিধান অনুযায়ী, ৫ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে জাতীয় সংসদ অধিবেশন মুলতবি করার জন্য উপ-স্পিকারের রায় দেয়ার পরে, ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং এটি সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল যে তিনি রাষ্ট্রপতিকে সংসদ ভেঙে দেয়ার জন্য এবং ৯০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচনের জন্য বেছে নেয়ার চিঠি লিখেছিলেন, যা রাজনৈতিক বিরোধের সর্বোত্তম সমাধান ছিল। এটাও প্রশ্নসাপেক্ষ যে, নির্বাচন কমিশন কেন তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে পারবে না বলে ঘোষণা দেয়। সংবিধান অনুযায়ী তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে কমিশন বাধ্য। না বলার অধিকার তার নেই।

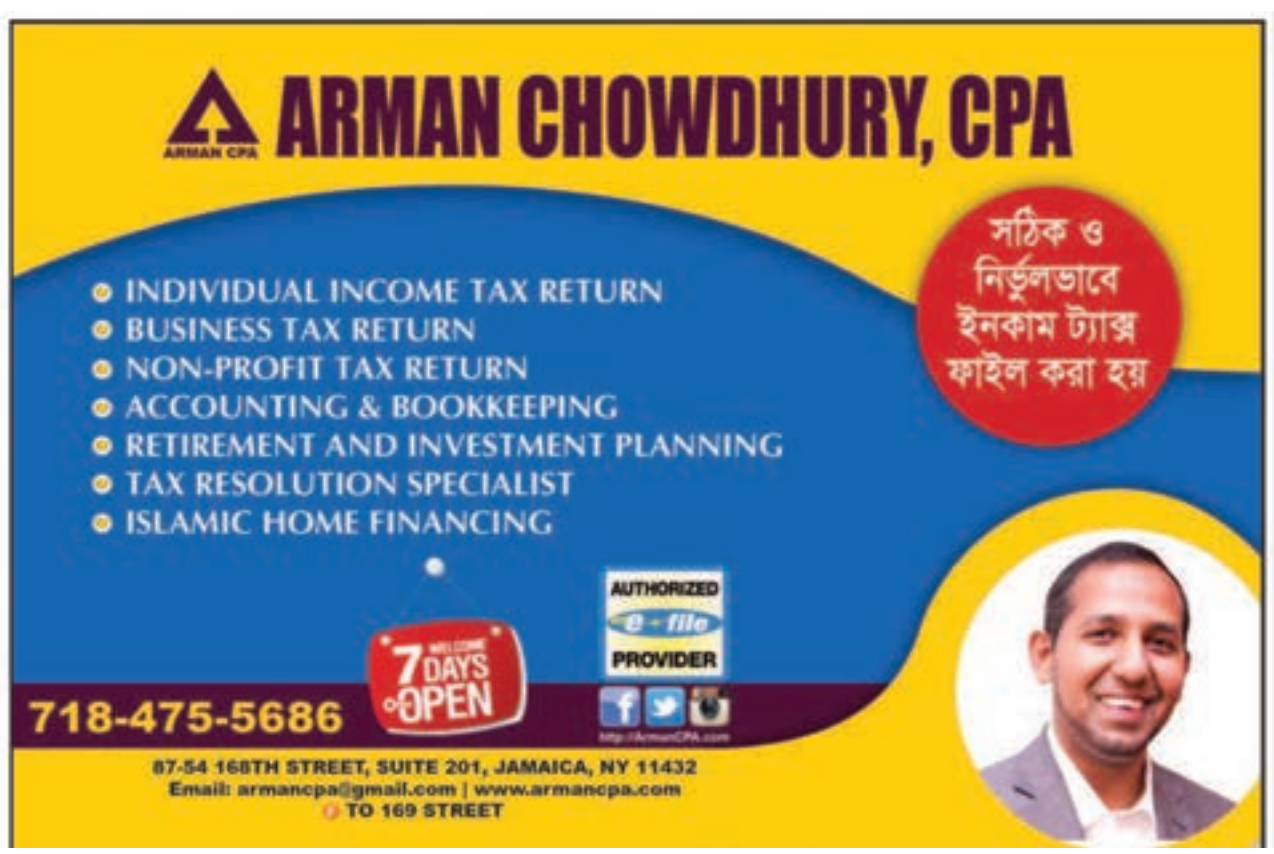
রাজনৈতিক বিশেষকদের কাছে এখনো এটি পরিষ্কার নয় যে, কারা সুপ্রিম কোর্টকে মধ্যরাতে খোলার সহায়তা করেছিল এবং পুরো ঘটনার জন্য কে দায়ী। যদি সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা জনসাধারণের অর্থ অপচয় করে নতুন নির্বাচন আয়োজনের পরিবর্তে অন্য কোনো উপায়ের জন্য আন্তরিক হন তবে তাদের উচিত ডেপুটি স্পিকারের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আদেশগুলো প্রত্যাহার করা এবং নতুন নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয় কোষাগার সংরক্ষণের জন্য সরকারের পুনর্বহাল নিশ্চিত করা। জনাব বাজওয়ার উচিত অরাজকতা থেকে দেশকে বাঁচানো এবং আরো ক্ষতি থেকে ফিরিয়ে আনা। এখন ইমরানের বিপুল জনসমর্থন সরকারের জন্য এক অশনি সঙ্কেত। বাজওয়া বলছেন, মেয়াদ ফুরালেই তিনি অবসরে যাবেন, আরো ক্ষমতায় থাকার জন্য আবেদন করবেন না।

এ দিকে নতুন মন্ত্রিসভায় সুন্দরী হিনা রাব্বানি খার-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ ও বিলাওয়াল ভুট্টোরও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাজ করা নিয়ে উপমহাদেশের ট্যাবলয়েট পত্রিকাগুলো এখনই জবরদস্ত মুখরোচক নিবন্ধ ছাপতে শুরু করেছে। দারুণ সুন্দরী এক মহিলা হিনা রাব্বানি খার ২০১২ সালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ভারতে সফরে এসে বলেছিলেন, ‘ভারতীয় পত্রিকাগুলো রাজনৈতিক বক্তব্যের বদলে আমি কি রঙের পোশাক পরলাম, কোন সানগ্লাস পছন্দ করি তা নিয়েই ব্যস্ত।’ তখন থেকেই বয়সে বড় হিনার সাথে বিলাওয়ালের প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাবা জারদারি ছেলেকে তিরস্কার করায় বিলাওয়াল পাকিস্তান ছেড়ে দুবাই চলে যান এবং রাজনীতি না করার ঘোষণা দেন। জারদারি দুবাই গিয়ে বিলাওয়ালকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে আনেন। এখন শাহবাজ শরিফের সরকারে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে বিলাওয়াল ভুট্টো এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে হিনা রাব্বানি। কূটনৈতিক সফরে দু'জনের একসাথে বিদেশ যাওয়া বিচিত্র বিষয় হবে না। তখন কি পুরনো প্রেম জেগে উঠবে এবং বিশ্বের ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো কোনো মজার তথ্য ছড়াবে, তা এখনই এক গরম বিষয়। হিনার সংসার আছে যা তিনি করতে চান না। আর বিলাওয়াল নিশ্চয়ই কারো আশায় এখনো বিয়ে থা করেননি। জারদারি এখন কী করবেন? হয়তো কিছু করার নেই। শাহবাজ সরকারের এই রোমান্স হয়তো ভবিষ্যতে মুখরোচক উপাখ্যানে পরিণত হতে পারে।

অন্য দিকে ইমরান খান একটুও দমেননি। জিও নিউজ জানায়, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শত্রুতা করার মতো সামর্থ্য রাখে না পাকিস্তান। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের সুসম্পর্ক স্থাপন করা দরকার। বেনজির ভুট্টোও তার বইতে লিখেছেন, ওয়াশিংটনের আশীর্বাদ ছাড়া পাকিস্তানের মসনদে টিকে থাকা সম্ভব নয়। ইমরান খানের বিদায় হয়তো তারই প্রমাণ। ইমরান এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেন, একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির জন্য তিনি কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার





ফ্রাংকফুর্টজুড়ে উৎসব



স্পোর্টস ডেস্ক: ফাইনালে রেঞ্জার্সকে টাইব্রেকারে ৫-৪ ব্যবধানে হারিয়ে ১৯৮০ সালের পর ইউরোপা চ্যাম্পিয়ন ফ্রাংকফুর্ট। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ে সমতা ছিল ১-১ গোলে। টাইব্রেকারে অ্যারন রামসির শট রুখে দেন গোলরক্ষক কেভিন ট্রাপ। এর পর থেকেই উৎসব চলছে ফ্রাংকফুর্ট শহরজুড়ে।

১৯৬০ সালের পর চ্যাম্পিয়নস লিগেও জায়গা করে নিল তারা। ৬২ বছর বিরতি দিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে ফেরা প্রথম দল ফ্রাংকফুর্ট।



মুস্তাফিজকে পাওয়া যাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজে?

স্পোর্টস ডেস্ক: মুস্তাফিজুর রহমান ইস্যুতে আশ্চর্য নীরব মমিনুল হক। বাঁহাতি এই পেসারকে লাল বলে দেখতে চান কি না, এই প্রশ্নও বৃহস্পতিবার (১৯ মে) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কোর্টে ঠেলে দিয়েছেন বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়ক। বোঝা গেল, দলে কাকে চান, সেটি মুখ ফুটে বলার অবস্থাতেও নেই মমিনুল। তবে মৃদু আশার কথা শুনিয়েছেন বিসিবির ক্রিকেট অপারেশন্স চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) শেষে দেশে ফিরলেই মুস্তাফিজের সঙ্গে লাল বলের ক্রিকেট নিয়ে আলোচনার জন্য নির্বাচকদের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সময় থেকেই লাল বলের ক্রিকেটে মুস্তাফিজকে ফেরানো নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। সম্প্রতি দারুণ বোলিং করে আশার আলো জাগানো পেস ইউনিটকে শক্তিশালী করতে বিসিবির নীতিনির্ধারকদের টেস্ট ভাবনায় ফিরে আসেন মুস্তাফিজ। বাংলাদেশ দলের ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরেও মুস্তাফিজকে টেস্টে ফেরানোর পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। বৃহস্পতিবার একই আলোচনা নতুন করে ফিরে এসেছে পেসার শরীফুল ইসলাম চোট নিয়ে ছিটকে পড়ায়।

ফরম বিবেচনায় টেস্ট দলের সেরা পেসার এখন তাসকিন আহমেদ। কাঁধের চোট পাওয়ায় আপাতত লাল বলের ক্রিকেট থেকে দূরে তিনি। শ্রীলঙ্কা সিরিজের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের টেস্ট দলেও এই বাঁহাতি পেসারকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নির্বাচকরা। এই অবস্থায় বাংলাদেশ দলের পেসার সংকট প্রকট। বিশেষ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কন্ডিশনে যখন তিন পেসার খেলানোর প্রাথমিক পরিকল্পনা রয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের।

তাসকিন ও শরীফুলের পর বাংলাদেশ দলের লাল বলের পেসার আছেন এবাদত হোসেন, খালেদ আহমেদ, রেজাউর রহমান রাজা ও শহীদুল ইসলাম। পরের দুজনের অভিষেকই হয়নি। আবার গতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া টিম ম্যানেজমেন্ট উদ্ভূত পরিস্থিতিতেও আবু জায়েদ রাহীকে চাইবে বলে মনে হয় না। তাতে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে এবাদত আর খালেদই ভরসা মমিনুলের, যে দুজন আবার চোটগ্রস্ত তাসকিন ও শরীফুলের পরের সারির। তাতে তৃতীয় পেসার বাছাই করতে গিয়ে হিমশিম খাওয়ার কথা মমিনুলের।

এই সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারতেন মুস্তাফিজুর রহমান। সাদার মতো লাল বলেও হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন তিনি অভিষেকে। এরপর চোট এবং বিশ্রামের কারণে খুব বেশি টেস্ট ম্যাচ খেলা না হলেও বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের সফলতম পেসার মুস্তাফিজই। ২০২১ সালে সর্বশেষ টেস্ট খেলা তাঁর ১৪ ম্যাচে ৩৬.৮৭ গড়ে উইকেট আছে ৩০টি। আর বর্তমান সময়ে যাঁকে সেরা পেসার মনে করা হয় সেই তাসকিন ১১ ম্যাচে ২৫ উইকেট নিয়েছেন ৫৫.৯৪ গড়ে।

সম্ভাবনার ঝিলিক দেখেছিলেন মমিনুল

স্পোর্টস ডেস্ক: কভিড পরিস্থিতির কারণে এত দিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আশপাশেও যাওয়া যেত না। পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম টেস্ট শেষ হওয়ার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও চাক্ষুস করা গেছে। সঙ্গে বোনাস মিলেছে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের মাঠের আঁচ, পড়ন্ত বিকেলেও মাটি থেকে ভাপ উঠছিল! তাতেও সামান্যই অনুমান করা যায়, গত পাঁচ দিন এই উত্তপ্ত কড়াইতে টানা খেলেছেন মমিনুল হকরা।



এই গরমে তামিম ইকবালকে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে পাঁচ হাজার টেস্ট রানের ক্লাব খোলার আবেগ বিসর্জন দিতে হয়েছে।

পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। অসুস্থ বোধ করায় আম্পায়ার রিচার্ড ক্যাটলবরোর পরিবর্তে ডিউটি করতে হয়েছে জোয়েল উইলসনকে। তবে মমিনুল আবহাওয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি। বরং পঞ্চম দিনের প্রথম সেশনে জুটিয়ে ফেলা সুযোগটা কাজে লাগাতে না পারা নিয়ে আক্ষেপ করেছেন, 'আমার মনে হয়, ওদের ৬টা উইকেট ফেলে দেওয়ার পর মাঝের সময়টা আরেকটা উইকেট নিতে পারলে ম্যাচের ফল অন্য রকম হতে পারত।'

সেটি না হওয়ার কারণও পরোক্ষে জানিয়েছেন বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়ক, 'পেস বোলাররা যদি আরেকটু ভালো করতে পারত।' সেই ক্ষতি অনেকটাই পুষিয়ে দিয়েছিলেন স্পিনাররা। তাই তাঁদের প্রশংসা করেছেন মমিনুল, 'এই উইকেটে স্পিনারদের উইকেট পাওয়া কঠিন। সাকিব ভাইয়ের ভূমিকাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথম ইনিংসে ওরা যখন দ্রুত রান তুলছিল, তখন সাকিব ভাই রান আটকেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও সেটা করেছেন। সব মিলিয়ে আমার মনে হয়েছে স্পিনাররা সবাই ভালো করেছে।' চতুর্থ দিনে ব্যাটাররা একটু চালিয়ে খেললে শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে দেওয়ার জন্য বাড়তি সময় পাওয়া যেত হয়তো। তবে সেটি করায় ঝুঁকিও দেখেছেন মমিনুল, 'এখানকার উইকেট ব্যাটিং সহায়ক। বিশেষ করে টিকে থাকার জন্য। তবে শট খেলায় ঝুঁকি আছে। উইকেট পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তবে লিটন যদি আউট না হতো তাহলে সেই চান্সটা (রান বাড়ানোর) আমরা নিতে পারতাম।'

দক্ষিণ আফ্রিকা বিপর্যয়ের পর চট্টগ্রাম টেস্টের নৈপুণ্য বাংলাদেশ দলের জন্য স্বস্তির। এরপর মিশন মিরপুর, যেখানকার উইকেট চট্টগ্রামেরটির মতো ফ্ল্যাট হবে না। বরং ম্যাচ নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। সেই ফল আবার অনেকাংশে নির্ভর করে স্পিনারদের ওপর। কন্ডিশনের এই অদল-বদল নিয়ে চিন্তিত নন মমিনুল, 'আমরা তো ঢাকা ও চট্টগ্রামের উইকেটে সারা বছরই খেলে থাকি। বরং ঢাকাতেই বেশি খেলি। আমার মনে হয় সবাই এটা জানে। চট্টগ্রামে স্পিন হয়তো একটু আস্তে আসে, সেখানে (ঢাকায়) পড়ার পর জোরে যাবে। এটা অনুশীলনে রপ্ত করা যায়।'

বাংলাদেশের উইকেট সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে শ্রীলঙ্কার ধনঞ্জয়া ডি সিলভারও। সর্বশেষ ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেনও তিনি। তাই মিরপুরের কন্ডিশন ধনঞ্জয়ার চেনা, 'জানি যে ঢাকায় স্পিনাররা দাপট দেখাবে। তাই আমরা এক পেসার ও তিন স্পিনার খেলাতে পারি।' চট্টগ্রাম টেস্টের ফল নিয়ে মমিনুলের চেয়ে বেশি খুশি মনে হয়েছে শ্রীলঙ্কার এ ক্রিকেটারকেই, 'প্রথম দিন ব্যাটিং করতে নেমেই বুঝে গিয়েছিলাম ড্র হচ্ছে। বাংলাদেশের জেতার সম্ভাবনা ছিল তবে অতি সামান্য, কিন্তু এই উইকেটে বোলারদের জন্য কোনো সাহায্য নেই। সব মিলিয়ে ড্র করে আমি খুব খুশি।'

আইএসএলের মান ছুঁতে লাগবে মোহনবাগান-জয়

মোহনবাগান শক্তিশালী দল। একটা দিন যেকোনো দলের খারাপ যেতেই পারে। আমরা খেলব জেতার জন্য। প্রথম ম্যাচ জয়ে শুরু করায় সবার মনে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এটা হলো মোহনবাগানের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। অস্কার ব্রুজোন

স্পোর্টস ডেস্ক: পশ্চিম বাংলার ফুটবল ঐতিহ্যে শেল বিঁধে দিয়ে রাতারাতি জনপ্রিয় আলোচনায় উঠে এসেছেন গোকুলাম কেরালের কোচ। শোরগোল ফেলে দিয়েছে ভিনসেঞ্জো আলবার্তোর এক উক্তি, 'আই লিগ ও আইএসএলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।' ইতালিয়ান কোচ এই কথার সারবত্তা প্রমাণ করে দিয়েছেন মাঠে খেলে। অস্কার ব্রুজোনের প্রমাণের পালা। কলকাতা গিয়েই এই স্প্যানিশ কোচ দাবি করেছিলেন, 'বসুন্ধরা কিংস আইএসএলের মানের দল।'

সদ্য আই লিগজয়ী দল গোকুলাম কেরালা। তাদের বিপক্ষে নিজেদের মাঠে মোহনবাগানের এমন লেজেগোবরে হবে, সেটা সেটা কেউ কল্পনাও করেনি। বাংলার ঐতিহ্যবাহী দলের ফুটবল গৌরব ধুলায় মিশিয়ে দেওয়ার পর আই লিগ চ্যাম্পিয়ন দলের ইতিলিয়ান কোচের মন্তব্য হয়ে উঠেছে মহার্ঘ্য। আইএসএল আর আই লিগকে যে তিনি এক ব্র্যাকেটে নিয়ে এসেছেন, তার কোনো প্রতিবাদ করছে না কেউ। কারো আঁতে ঘা লাগলেও কিছু করার নেই। আসলে মাঠে পারফরম করার পর বিজয়ী কোচের বাণী হয়ে উঠে মনোমুগ্ধকর। গুরুত্বপূর্ণ।

অস্কার ব্রুজোনের মনেও হয়তো সে রকম প্রস্তুতি চলছে। আইএসএলের পরাশক্তিকে হারিয়ে যদি তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন! প্রমাণ করে দিতে পারেন বসুন্ধরা কিংসও ভারতীয় শীর্ষ লিগের দল! মোহনবাগান প্রথম ম্যাচে হারলেও কিংস কোচ এতটুকু হেলাফেলা করছেন না তাদের, 'মোহনবাগান শক্তিশালী দল। একটা দিন যেকোনো দলের খারাপ যেতেই পারে। আমরা খেলব জেতার জন্য। প্রথম ম্যাচ জয়ে শুরু করায় সবার মনে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এটা হলো মোহনবাগানের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।' জয় আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং পরের ম্যাচের চ্যালেঞ্জকে সহজও করে দেয়। মিডফিল্ডার সোহেল রানাও স্বীকার করেন, 'আমাদের শুরুটা ভালো হয়েছে। তবে ২১ তারিখ মোহনবাগানের বিপক্ষে ম্যাচটা গুরুত্বপূর্ণ, এটা জিতলে কাজটা সহজ হয়ে যাবে।' অবশ্য এক দফা সহজ করে দিয়েছে গোকুলাম কেরালা। তারা ৪-২ গোলে হারিয়ে মোহনবাগানভীতিটা অনেকখানি তাড়িয়ে দিয়েছেন কিংসের খেলোয়াড়দের মন থেকে। প্রথমত, মোহনবাগান নিয়ে এই বঙ্গেও এক ধরনের ইল্যুশন আছে, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে তাদের আইএসএলে খেলা। এ ছাড়া গতবার মালেতে তাদের বিপক্ষে লিড নিয়েও শেষ পর্যন্ত কিংসের জিততে না পারা। সব মিলিয়ে মোহনবাগান যেন মহাশক্তিধর।











সুনামগঞ্জের বন্যাদুর্গত এলাকায় আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান

মানবিক বিপর্যয় রোধে সম্মিলিতিভাবে চলমান সঙ্কট মোকাবেলা করতে হবে

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, "সিলেট ও সুনামগঞ্জে আকস্মিক বন্যায় মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। সম্মিলিতভাবে এই বন্যা সঙ্কট মোকাবেলা করতে হবে। মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে সকল বিপদ ও মুসিবত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তাই আমাদের কৃতকর্মের জন্য মহান রবের নিকট তওবা-এসতেগফার করতে হবে। বন্যার্ত ভাই-বোনদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা মজলুম। তবুও সাধ্যমত বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়েছি। দল-মত-নির্বিশেষে সবাইকে বন্যার্ত মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। এই বিপদ-মুসিবত বেশি দিন থাকবে না, সহসাই কেটে যাবে, ইনশাআল্লাহ।"

তিনি রোববার (২২ মে) সকালে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার বিভিন্ন বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শন ও জেলা জামায়াতের উদ্যোগে বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন।

সুনামগঞ্জ জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তোফায়েল আহমাদ খানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী মোমতাজুল হাসান আবেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, সিলেট মহানগর আমীর জনাব মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, সিলেট জেলা দক্ষিণের আমীর অধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান ও বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সালাম আল-মাদানী।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছাতক উপজেলার সাবেক আমীর মাওলানা জালাল উদ্দিন, ছাতক উপজেলা আমীর মাওলানা আকবর আলী, ছাতক পৌরসভার আমীর ইঞ্জিনিয়ার নোমান আহমাদ, উপজেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী মাওলানা সৈয়দ মনছুর আহমাদ ও আব্দুল আউয়াল, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সুনামগঞ্জ জেলা সভাপতি আমিনুর রহমান, শ্রমিক নেতা জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, সৈয়দেরগাঁও ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড মেম্বার জনাব হোছাইন আহমাদ লনী, জামায়াত নেতা মাওলানা ইমরান আহসান ও জুনায়েদ আহমদ প্রমুখ।

-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



বাংলা পত্রিকা
পড়ুন,
লিখুন এবং
বিজ্ঞাপন দিন
718-482-9923

GLOBAL MULTI SERVICES, INC



তারেক হাসান খান, সিইও

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS

IRS e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER





37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com





ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে মা দিবস উদযাপন

ওয়াশিংটন, ডিসি: বিশ্বের সকল মা বিশেষ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের সমাজ ও জাতির প্রতি তাদের মহান অবদান ও আত্মত্যাগের জন্য গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ওয়াশিংটন ডিসি-তে বাংলাদেশ দূতাবাস গত ৮ মে রোববার মা দিবস উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষে বিকেলে দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ সহিদুল ইসলাম বলেন, মায়েরা তাদের সকল দুঃখ-বেদনা ভুলে পরিবারের পাশাপাশি একটি আলোকিত সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

রাষ্ট্রদূত ইসলাম বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং সমাজ ও জাতির জন্য তাঁর অসামান্য অবদান ও ত্যাগের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন বঙ্গমাতা।

মিনিস্টার (কনসুলেট) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সহধর্মিণী রোকেয়া আক্তার কাকলীও আলোচনায় অংশ নেন। পরে বঙ্গমাতার জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বনভোজন ১৭ জুলাই

(শেষের পাতার পর)

কার্যকরী পরিষদের সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

গত ১৪ মে শনিবার বিকেলে জ্যাকসন হাইটসে প্রেসক্লাবের অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় বার্ষিক বনভোজন আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়াও সভায় ক্লাবের আর্থিক বিষয়ে বিশেষ করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়-ব্যয় ও ব্যাংক হিসেব নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ক্লাবের সভাপতি আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সাবেক সভাপতি ও কার্যকরী পরিষদ সদস্য ডা. ওয়াজেদ এ খান সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে মমিন মজুমদার, এসএম সোলায়মান ও এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাইতুল্লাহর তওয়াফ ও বাইতুল্লাহ কেন্দ্রীক জীবন

(শেষের পাতার পর)

হজ্বের তিনটি ফরযের একটি হলো তওয়াফে এফাদাহ। অর্থাৎ আরাফাহ, মোযদালেফা এবং মিনা থেকে হজ্বের বিভিন্ন হুকুম পালন করার পর মসজিদে হারামে এসে কা'বা শরীফ তওয়াফ করা। এই তওয়াফ বাদ গেলে হজ্ব হবে না এবং পরবর্তিতে পুনরায় হজ্ব করতে হবে। এই তওয়াফ ছাড়াও ওয়াযিব ও সুন্নত তওয়াফও রয়েছে। হজ্বের পাঁচটি ওয়াযিবের মধ্যে শেষ ওয়াযিবটি হলো হজ্ব শেষে বাড়ি ফেরার জন্য বিদায়ী তওয়াফ করা। সুন্নত তওয়াফ হলো মিকাতের বাইরে থেকে আগত লোকদের জন্য তওয়াফে কুদুম করা।

কা'বা আল্লাহর ঘর, আল্লাহর মহত্বের বিশেষ নিদর্শন। কা'বাকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ নিছক শারীরিক কোন কসরতের নাম নয়। বরং বিশ্ব মুসলিম দীনের উৎস, তাওহীদের উৎস ও বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে এ জানান দিল যে, হে রব! তুমি তোমার প্রিয় বান্দাহ হযরত ইবরাহিমের মাধ্যমে আমাদেরকে ডেকে এনেছো, তুমি ইবরাহিমকে বলেছো "এবং তুমি মানুষকে হজ্জের জন্যে সাধারণ আহবান জানিয়ে দাও যেন তারা তোমার কাছে দুর-দুরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে অথবা উঠের পিঠে চড়ে আসে।" আমরা তোমার ডাক শুনেছি এবং আমরা আমাদের বিনীত হৃদয় নিয়ে তোমার কাছে হাজির হয়েছি। এই সম্মানিত কা'বাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিশ্ব মুসলিমের জীবন ধারা। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও ইসলামী সংস্কৃতি কা'বাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। কা'বা কেন্দ্রীক জীবন ব্যবস্থা মানে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা। বিশ্ব মুসলিমের সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও আইন-কানুন এই কা'বার প্রতি সম্পর্কিত। তাই কা'বার গুরুত্ব অপরিসীম। বৈশ্বিকতা, আন্তর্জাতিকতা ও এর পরিব্যপ্ততা পুরো বিশ্বকে শামিল করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এমন একজন বিশ্বনেতা বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ও নবী দ্বারা কা'বা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করান যাঁর নেতৃত্ব বিশ্বের ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান সমভাবে মেনে নিয়েছে।

আল্লাহর মেহমান হিসাবে যারা কা'বার কাছে যাওয়ার আর্থিক যোগ্যতা রয়েছে, তারা এই ঘরের তওয়াফের মাধ্যমে এই স্বীকৃতি, এই ওয়াদা করে আসেন যে, কা'বার মালিক মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের রব। তিনি এক ও একক। ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও রাজত্ব একমাত্র তারই। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। আমাদের সামনে দৃশ্যমান এই যে পৃথিবী যা বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত, এই গুলোতে একমাত্র তাঁরই হুকুম চলবে। তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও সার্বিক জীবন পরিচালিত হবে। পৃথিবীর দায়িত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কা'বাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হবে। কা'বার পাশে উপস্থিত হয়ে বিশ্ব মুসলিম তালবিয়ার মাধ্যমে মূলত: এই ঘোষনাই দিয়ে থাকেন। 'লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক.....অর্থাৎ "প্রভু হে! তোমার ডাকে আমি উপস্থিত। আমি এসেছি, তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমারই নিকটে এসেছি। সকল প্রশংসা একমাত্র তোমার জন্যে। সব নিয়ামত তোমারই দান, রাজত্ব আর প্রভুত্ব সবই তোমার। তুমি একক-কেউই তোমার শরীক নাই।"

পক্ষান্তরে যেই মুসলিম কা'বার কাছে উপস্থিত হওয়ার আর্থিক ক্ষমতা রাখেন না, তারাও আল্লাহর নিদর্শন কা'বাকে সম্মুখে রেখে (কেবলামুখী হয়ে) প্রতিদিন অন্তত: পাঁচবার এই ওয়াদা করেন যে, "আমি সব দিক হতে মুখ ফিরিয়ে বিশেষভাবে কেবল সেই মহান সত্তাকেই ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করলাম, যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশ-রিকদের মধ্যে শামিল নহি।" এবং আমরা প্রতি নামাযে এই ওয়াদাও করি যে,"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্ব জগতের রব। তিনি রহমান ও রহিম। আমরা কেবলমাত্র তাঁরই গোলামী করি আর তাঁরই কাছে সাহায্য-সহযোগীতা কামনা করি।" তার গোলামী করি মানে আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, আইন-আদালত সকল কিছু এই ঘরের মালিক মহান রবের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত করি এবং করতে থাকবো। কোথাও যদি সামান্যতমও এর ব্যত্যয় ঘটে তবে আল্লাহর গোলামী থেকে বেরিয়ে অন্যের গোলামীতে ঢুকে যাওয়ার সমূহ সম্ভবনা থেকে যায়।

এই কা'বাকে কেন্দ্র করে শুধু হাজী সাহেবান ঘুরছেন না বরং বিশ্ব মুসলিমের সকল কিছুই এই কা'বা কেন্দ্র করে হরহামেশাই ঘুরছে। পূর্বেই বলা হয়েছে বিশ্ব মুসলিমের সমাজনীতি, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও আইন-কানুন সব কিছুই কা'বাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, মুসলমানের কোন নীতি যদি কা'বার পথ থেকে কখনো সিটকে অন্য পথে চলে যায় বা দিক পরিবর্তিত হয়ে পড়ে তথা কা'বার নীতি থেকে বিচ্যুত হয়, তবে একজন সচেতন মুসলিম হিসাবে প্রথমে এককভাবে ও পরে সম্মিলিতভাবে তাকে কা'বার পথে তুলে দিতে হবে। আল্লাহর মেহমান হিসাবে যারা সেখানে আল্লাহর কাছে এই ওয়াদা করে এসেছেন, তাদের ওপর এই দায়িত্ব আরো বেশী করে চলে আসে। এ কথাও বলা হয়েছে কা'বার চারদিকে প্রদক্ষিণ করা বা কা'বার দিকে মুখ ফিরানো নিছক কোন শারীরিক কসরত নহে বরং এই প্রদক্ষিণ বা মুখ ফিরানো মানে জীবনের সকল কিছুই কা'বা কেন্দ্রিক। অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে কা'বার মালিকের কাছে আত্মসমর্পণ করা বা মুসলিম হওয়া। এই কা'বা নির্মানের প্রাক্কালে মুসলিম জাতির পিতা ও নেতা হযরত ইবরাহিম আ: ও তাঁর সুযোগ্য সন্তান হযরত ইসমাইল আ: দু'জনে এমনই এক দো'আ মহান প্রভুর কাছে করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, "হে আমাদের রব! আমাদের দু'জনকে তোমার মুসলিম(নির্দেশের অনুগত) বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ থেকে এমন একটি জাতির সৃষ্টি করো যে হবে তোমার মুসলিম।" (সুরা বাক-ারা:১২৮)

আল্লাহর ঘর কা'বা নির্মাণের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তার তাওয়াফ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহিম আ:-কে এর জন্য তাকীদ করেছেন এবং এ তাকীদ কুরআনের দু' জায়গায় করা হয়েছে। "আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের জন্য পাক করো"(বাকারা:১২৫) "এ প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করতে হবে।" (হাজ্জ:২৬) পাক-পবিত্র রাখার অর্থ কেবলমাত্র ময়লা-আবর্জনা থেকে পাক-পবিত্র রাখা নয়। আল্লাহর ঘরের আসল পবিত্রতা হচ্ছে এই যে, সেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম উচ্চারিত হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরে বসে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মালিক, প্রভু, মাবুদ, অভাব পূরণকারী ও ফরিয়াদ শ্রবনকারী হিসেবে ডাকে বা অন্য কিছুকে মাধ্যম মনে করে, সে আসলে তাকে নাপাক ও অপবিত্র করে দিয়েছে। এবং আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ করে এসে বাইরে এসে একই নীতি অবলম্বন করে তারাও একই অপরাধে অপরাধী। তারা মূলত কাবার মালিকের সাথে শিরক করার দায়ে দায়ী হবেন। সে কা'বার চেতনা ভূলে গিয়ে নাপাক বা অপবিত্র জীবনের গলিতে প্রবেশ করে। তাওয়াফের গুরুত্ব এতবেশী যে, কোন কোন সময় পুরো হজ্ব অনুষ্ঠানটিকে তাওয়াফ নামে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন মসজিদ শব্দের অর্থ হলো সেজদার স্থান। অথচ এটি সালাতের স্থান হিসাবে এর নাম মুসল্লা চালু হতে পারতো। কিন্তু পুরো সালাতের মধ্যে সেজদা এমন একটি কর্ম যার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বান্দার পুরো আনুগত্যের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মানুষের আভিজাত্যের প্রতীক নাক, কপাল ও মাথা সারা জাহানের প্রভু আল্লাহর সামনে লুটিয়ে দেয়। ফলে এর নাম মুসল্লা না হয়ে মসজিদ হয়েছে।

তদ্রুপ পুরো হজ্জে 'বাইতুল্লাহর তাওয়াফ' এমন একটি কাজ, যার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর পুরো আনুগত্যকে বাস্তবে পেশ করে। সে বলে "প্রভু হে! তোমার ডাকে আমি উপস্থিত। আমি এসেছি, তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমারই নিকটে এসেছি। সকল প্রশংসা একমাত্র তোমার জন্যে। সব নিয়ামত তোমারই দান, রাজত্ব আর প্রভুত্ব সবই তোমার। তুমি একক-কেউই তোমার শরীক নাই।" এই চক্করের মাধ্যমে বান্দা শিরকমুক্ত জীবন পরিচালনা করার অনুশীলন প্রদর্শন করে। সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ তা'আলা স্বীকৃতি প্রদান করে। তাওয়াফের মাধ্যমে বান্দা তার জীবনের প্রতিটি কর্ম কা'বার মালিকের ইচ্ছানুযায়ী করার প্রতিশ্রুতি দেয়। তার শিরায় শিরায় তাওহীদের এ বিশ্বাস প্রতিধ-বনিত হয়।

'ভাবশিষ্য'দের লেটেস্ট প্রজেক্ট!

(শেষের পাতার পর)

এরা সেই সাতচল্লিশ থেকেই। মাঝে বেশ কিছুদিন দর্জির কিছু ভাবশিষ্য জন্মেছে। এরা কথিত সাম্প্রদায়িকতা ধর্মনিরপেক্ষতা সন্ত্রাস দমন জঙ্গী নির্মূলের নামে মাঝেমাঝেই নানা ভজঘট বাধিয়ে ফেলে। মানুষের বেশুমার গালাগাল খায়, তারপরও এ্যাসাইনমেন্ট পালনে থেমে থাকে না। এইসব কাজ দেশের প্রতি সমাজের প্রতি মানুষের প্রতি কোন দায়বদ্ধতার পরিচায়ক যে নয় তা বলাই বাহুল্য।

এতকিছু থাকতে সাহেবরা দেশের আলেম ওলামা হুজুর মৌলানা বা মসজিদ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে লাগলেন কেন বুঝলাম না! চোরের দল লক্ষ লক্ষ হাজার কোটী টাকা দেশ থেকে পাচার করে দিচ্ছে, ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটগুলো মানুষের ঘাড় মটকাচ্ছে, সরকারের বিভিন্ন দফতর সংস্থা নানা অছিলায় পাবলিকের পকেট কেটে চলেছে, লুটপাট সিন্ডিকেট দেশটাকে দূর্নীতির স্বর্গরাজ্যে পরিনত করে মানুষের জীবন জাহান্নাম বানিয়ে চলেছে- এসব ব্যপারে টু শব্দটি নাই, কোন হুজুর কোথায় কি বক্তৃতা করলেন, কার বাড়িতে গিয়ে মুরগীর রান খেলেন, কে রিকশায় চরলেন কে হেলিকপ্টার হাঁকালেন- এ নিয়ে ভাবশিষ্যদের ঘুম হারাম!

আমি কখনও কোন হুজুরের পুরো ওয়াজ শুনি নাই। জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর থেকে কোন ওয়াজ মাহফিলে গেছি এমনও মনে পড়ে না। ইদানীং সোস্যাল মিডিয়ায় কিছু হুজুরের টিকটক ক্লিপিং দেখি। সেই সুবাদে কারও কারও দুই এক মিনিট বক্তৃতাও কানে আসে। খুব কমই আকর্ষন অনুভব করি, কারন আমার কাছে মনে হয় এদের জ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত আলোচনা কিছু নির্দিস্ট গন্ডীর মধ্যে ঘু-রপাক খায়। কিছু কিচ্ছাকাহিনী দোজখের ভয় আর বেহেশতের লোভ। তবে মানুষ এসবে শিহরিত হয়, আন্দোলিত হয়, কেঁদে বুক ভাসায়। অনুভুতিকে জিম্মি করে টাকা আদায় বা চাঁদা তোলার ঘটনাও ঘটে। মানুষের জীবন-জীবিকা সংসারযাপন সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য বা দেশপ্রেম বিষয়ে খুব কমই আলোচনা শুনি। কোন কোন হুজুরের বক্তৃতা ভাষনের কায়দাকৌশল দেখে মনে হয় টাকা আদায়ই বুঝি তাদের ওয়াজের মুল লক্ষ্য। এরা আবার নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ফ্যাসাদও করেন। এ ওকে খারিজ বাতিল বলে ফতোয়া দেন। যাইহোক এসব তাদের জাতি মামলা। এ নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নাই। কিছু লোক করেকেটে খাচ্ছে, খাক। আমি এক অর্থে এই টাকা সংগ্রহকে ইতিবাচক হিসেবে দেখি, কারন এই টাকার একটি অংশ দিয়ে অনেক এতিমখানায় অসহায় বচ্চাদের খাওয়া-পড়ার সংস্থান হয়।

কথা হচ্ছে হুজুররা নাহয় ওয়াজ মাহফিলে গিয়ে নানা অছিহত দেন কিন্তু এসব মাহফিলে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে কেন? এদেরকে কি জোর করে বা ভয় দেখিয়ে জড়ো করা হয়! বিরানীর লোভ বা টাকা দিয়ে ভাড়া করে আনা হয়। কেন গ্রামগঞ্জের সাধারন মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা মন্ত্রমুগ্ধের মত হুজুরদের কথা গেলে, কেন মোহিত হয়ে পকেটে যা থাকে তোলাওয়ালাদের হাতে তুলে দিয়ে আসে! কেন দিনেদিনে এদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে! সেই এরশাদ সময়কাল থেকেই তো ঘাদানী প্যাদানী নামের নানা দোকান খুলে সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদ বা সোজা অর্থে মসজিদ মাদ্রাসা মৌলভী মৌলানা আলেম হুজুরদের বিরুদ্ধে প্রচারণা কম চলছে না। নানা অছিলায় ধর্মীয় নেতাদের ওপর দমন-নিপীড়নও কম হয় নাই। মানুষের মন মগজ থেকে কি ধর্মবিশ্বাষ নামানো গেছে, না ধর্মপ্রাণদেরকে নামাজ কালাম মসজিদ থেকে বিরত রাখা গেছে! আমি তো দেখছি দিনে দিনে সাধারন মানুষের ধর্মানুভূতি তীব্র হচ্ছে। নতুন নতুন মসজিদ তৈরী হচ্ছে, বিদ্যমান মসজিদের পরিসর বাড়ছে। জামাতে মুসুল্লীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তাহলে কি করলেন কথিত সেক্যুলাররা এই এত বছর!

সমস্যার গোড়ায় না গিয়ে মসজিদ মাদ্রাসা আর হুজুরদের পিছে লাগলে হবে! মুক্তচিন্তা মুক্তবুদ্ধির উন্মেষ বা বিকাশ কখনও দমন-পীড়ন হুমকী ধমকি বা কমিশন কানুন করে হয় না! প্রজন্মকে সত্যিকার শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হয়। কামলা তৈরীর শিক্ষা ব্যবস্থা কখনও মুক্তচিন্তার উন্মেষ ঘটায় না। কই, ঘাদানী-প্যাদানী সুশীল বা তথাকথিত গন কমিশন কখনও মানুষকে মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছে! কোন দাবী তুলেছে! আন্দোলন সংগ্রাম করেছে! লেগে আছে আলেম ওলামা হুজুর মৌলানাদের পেছনে, যেন সমস্ত সর্বনাশের মূল এই হুজুররা! অভিযোগগুলো দেখুন, সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গী তৈরী টাকা পাচার। তার অর্থ পুরো উদ্দেশ্যটাই রাজনৈতিক। প্রশ্ন তো উঠবেই, কার স্বার্থে!

বুঝলাম আজ নাহয় সুশীলবান্ধব সরকার আছে, প্রটেকশন দেয়। কেয়ামত পর্যন্ত এরা থাকবে না। কাল যদি হুজুরবান্ধব না হলেও দর্জি প্রভাবমুক্তরা আসে! কোথায় যাবে এইসব ঘাদানী-প্যাদানী আর কি অবস্থা দাঁড়াবে তাদের ডিইসলামাইজেশন প্রজেক্টের!

এইযে সু-শীলরা গন কমিশন করলেন, হুজুরদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনলেন, দুদকে গিয়ে দরখাস্ত জমা দিলেন-সোস্যাল মিডিয়ায় পাবলিকের এন্তার গালাগাল পাওয়া ছাড়া কি লাভ হলো! এই দরখাস্তের ভিত্তিতে সরকার কয়টা হুজুরকে জেলে পাঠাবে, কয়টা মসজিদে তালা দেবে, কয়টা মাদ্রাসা বন্ধ করে দেবে! একটাও না। কারন, সামনে নির্বাচন। লাভের মধ্যে লাভ যা হলো, হুজুররা নানা মত পথ ফেরকা ফেতনায় বিভক্ত ছিল, এই কমিশন তাদেরকে এক হওয়ার পথ করে দিল। ধর্মপ্রাণদের মনে 'ঈমানী জ্বেহাদের' জোশ বাড়িয়ে দিল।

তাহলে! ভাবশিষ্যদের এই প্রজেক্টটাও ফেল! না বুমেরাং!

লিচুর উপকারিতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

(শেষের পাতার পর)

গ্রীষ্মকালীন এ রসাল ফল খুব কম সময়ের জন্য আসে। স্বাদ ও গন্ধের জন্য লিচু অনেকের কাছেই প্রিয়। শুধু স্বাদই নয়, পুষ্টিগুণেও ভরপুর এ ফল। নানা রকম অসুখ থেকে আপনাকে দূরে রাখবে এ ফল। আবার বেশি খেলেও হতে পারে ক্ষতি। উপকারী দিকগুলো হলো:

* শরীরের বিভিন্ন ধরনের ব্যথা দূর করতে কাজ করে লিচু।
* রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে।
* লিচুতে ভিটামিন, নানা খনিজ উপাদান রয়েছে, যেগুলো রক্তের উপাদান তৈরিতে সহযোগিতা করে।
* ত্বকের বলিরেখা দূর করে।
* বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না এবং ত্বক উজ্জ্বল করে।
* লিচুতে ভিটামিন ও নানা খনিজ উপাদান থাকায় এ ফল রক্তের উপাদান তৈরিতে সহযোগিতা করে।

এ ফলটির যেমন ভালো দিক আছে, তেমনি বেশি খেলেও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

* মাত্রাতিরিক্ত লিচু খেলে রক্তচাপ অস্বাভাবিকভাবে কমে যেতে পারে।
* লিচু ওজন বৃদ্ধি করে।
* লিচুতে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, জরুরি ফ্যাটি এসিড নেই। ফলে বেশি পরিমাণে লিচু খেলে তা শরীরের স্বাভাবিক ব্যালেন্স নষ্ট করে।
* খালি পেটে লিচু খেলে শরীরে বিষক্রিয়া হতে পারে।
* রক্তের গ্লুকোজ কমে যায়।

তাই খেতে সুস্বাদু হলেও ইচ্ছেমতো লিচু খাওয়ার সুযোগ নেই। দিনে ১০-১২টি লিচু খাওয়া যেতে পারে। বয়স, শরীর, অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে পরি-মিতভাবে লিচু বা যেকোনো ফল খেতে হবে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authored IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

সিলেট সদর এসোসিয়শন নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ

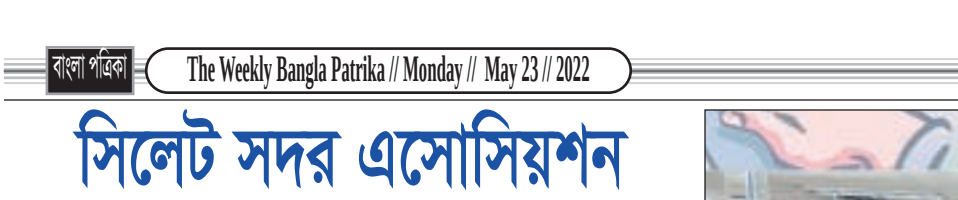


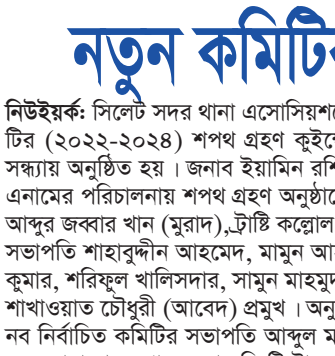
নিউইয়র্ক: সিলেট সদর থানা এসোসিয়শনে অফ আমেরিকা ইনকের নবগঠিত কমিটির (২০২২-২০২৪) শপথ গ্রহণ কুইন্সের একটি রেস্টুরেন্টে শুক্রবার (২১ মে) সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় । জনাব ইয়ামিন রশিদের সভাপতিত্বে এবং উপদেষ্টা হাজী এনামের পরিচালনায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আরো অংশ নেন সংগঠনের প্রধান.ট্রাষ্টি আব্দুর জব্বার খান (মুরাদ),.ট্রাষ্টি কল্লোল আহমদ, উপদেষ্টা এম.সি.কামাল, সাবেক সভাপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদ, মামুন আহমেদ, মো: হোসেইন (রিজওয়ান), জয়ন্ত কুমার, শরিফুল খালিসদার, সামুন মাহমুদ, অপু সিং, সাহার আহমেদ, আবু হানিফ, শাখাওয়াত চৌধুরী (আবেদ) প্রমুখ । অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে উপদেষ্টা এম.সি কামাল নব নির্বাচিত কমিটির সভাপতি আব্দুল মালেক খান (লায়েক), সহ সভাপতি মুকুল হক, সাধারণ সম্পাদক আর.সি টিটো এবং কোষাধ্যাক্ষ আব্দুল হাফিজ আবদারকে শপথনামা পাঠ করান । অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে উপস্থিতি অতিথিবৃন্দ নবগঠিত কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন । এছাড়াও বিপুলসংখ্যক প্রবাসী সভায় উপস্থিত হয়ে করতালির মাধ্যমে নতুন কমিটিকে স্বাগত জানান । নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে । -প্রেস বিজ্ঞপ্তি ।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

জাফরুল্লাহর রূপরেখায় সাত দলে অসন্তোষ



ঢাকা ডেস্ক: আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি জোট গঠনের তৎপরতা চালাচ্ছে জেএসডিসহ ৭ দল। ইতোমধ্যে কর্মকৌশল নির্ধারণে দুদফা বৈঠক করেছে দলগুলো। তারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন ও বর্তমান সরকারের পদত্যাগের দাবিও জানিয়েছেন। এরই মধ্যে নতুন এ জোট গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা ভাসানী অনুসারী পরিষদের চেয়ারম্যান ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর 'জাতীয় সরকার'র একটি রূপরেখা নিয়ে ৭ দলে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তার ফর্মুলা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করে এসব দলের একাধিক শীর্ষ নেতা প্রকাশ্যে কথাও বলেছেন। হঠাৎ করে তার জাতীয় সরকারের ফর্মুলা দেওয়ার কারণ খুঁজছেন তারা। সোমবার জেএসডির সভাপতি আ স ম আব্দুর রবের উত্তরার বাসায় ৭ দলের বৈঠক রয়েছে। সেখানে নেতারা বিষয়টির সুরাহা করতে চান।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য। সাত দলের একাধিক শীর্ষ নেতা জানান, তারা সরকারের পদত্যাগ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দাবিসহ আরও কিছু দফা নিয়ে আলোচনা করছেন। ঠিক সে মুহূর্তে ডা. জাফরুল্লাহর জাতীয় সরকার ও কেবিনেটের রূপরেখা ঘোষণা তাদের বিব্রত করেছে।

এর পেছনে কি কারণ হতে পারে তা জানার চেষ্টা করছেন। ইতোমধ্যে কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন কেবিনেটে যাদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে তাদের বিতর্কিত করার উদ্দেশ্যে আগেভাগেই তাকে দিয়ে এ রূপরেখা দেওয়া হতে পারে।

আবার সরকারবিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনকালীন 'নিরপেক্ষ সরকার' বা 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার'র দাবিকে আড়াল করার প্রক্রিয়াও হতে পারে। তবে সাত দলের কয়েকজন নেতা আবার এ নিয়ে ভিন্নমতও দিয়েছেন।

তাদের মতে, এ রূপরেখা ডা. জাফরুল্লাহ ভাসানী পরিষদের পক্ষে দেননি, এটি তার ব্যক্তিগত মত। একজন সিনিয়র নাগরিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তার মতপ্রকাশ করার অধিকার আছে। এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়। দেশের জন্য তিনি যেটা ভালো মনে করেছেন সেটাই হয়তো বলেছেন।

সূত্র জানায়, ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জাতীয় সরকারের রূপরেখা দেওয়ার পর সাত দলের একজন শীর্ষ নেতা অন্যান্য দলের নেতাদের একটি জরুরি নোটিশ দেন।

এতে তিনি উল্লেখ করেন, 'সম্প্রতি জেএসডি, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, নাগরিক ঐক্য, বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদ, ভাসানী অনুসারী পরিষদ, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ও গণসংহতি আন্দোলনের শীর্ষ নেতারা একটি রাজনৈতিক মঞ্চ গড়ে তোলার যে প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করেছেন, তাতে ভাসানী অনুসারী পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করছেন যথাক্রমে সংগঠনটির মহাসচিব শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু এবং প্রেসিডিয়াম সদস্য নঈম জাহাঙ্গীর। ভাসানী অনুসারী পরিষদের চেয়ারম্যান ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করতে আগ্রহী নন বলেই এ প্রক্রিয়ায় একজন সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ী হিসাবে থাকতে চান, সাংগঠনিক সদস্য হিসাবে থাকতে আগ্রহী নন। ফলে এ ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার তিনি কোনো মুখপাত্র নন। শুধু তাই নয়, রাজনীতি বিষয়ে তার বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। তার সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষেই এ বক্তব্য তৈরি করা হলো।'

জানতে চাইলে ভাসানী অনুসারী পরিষদের মহাসচিব শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু বলেন, ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী তার ব্যক্তিগত মতামত দিতেই পারেন। এর সঙ্গে ভাসানী অনুসারী পরিষদকে না জড়ানোই ভালো হবে। আমাদের দাবি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের।

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর রূপরেখা নিয়ে সমস্যার কথা স্বীকার করেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নাও। তিনি বলেন, উনার কথা আমাদের কথা নয়। তারপরও মানুষ তো ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে আমাদের লোক হিসাবে চেনেন।

বাংলাদেশে গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক ড. রেজা কিবরিয়া বলেন, উনার (জাফরুল্লাহ চৌধুরী) ফর্মুলা ব্যক্তিগত। তার মতপ্রকাশ করার তো অধিকার আছে। এ বাপারে সাত দলে কোনো আলোচনা নেই।

আমরা এর দ্বিমত পোষণ করি। কারণ মজলুম ও জালিম তো একসঙ্গে টেবিলে বসা যায় না। উনি যে কেবিনেট দিয়েছেন এটা যারা অত্যাচারী ও দেশকে লুট করেছে তাদের সঙ্গে যারা দেশের পরিবর্তন চায় তাদের বসানোর কোনো মানে হয় না।

এটা নিয়ে আর কোনো বক্তব্য দিতে চাই না। এ বিষয়ে জানতে চাইলে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ও ভাসানী অনুসারী পরিষদের চেয়ারম্যান ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, এটা আমার ব্যক্তি প্রস্তাব।

আমি চাই, রাজনৈতিক দলগুলো বিকল্প কিছু বলুক। আমি করব না, হবে না-এসব বলে তো লাভ নেই। নির্বাচনকালীন নির্দলীয়, নিরপেক্ষ সরকারের কথা বিএনপি বলছে, তার তো একটা রূপরেখা তাদের দিতে হবে।

সে সরকারের প্রধান কে হবেন এবং সে সরকার কতদিন ক্ষমতায় থাকবে-তা তো বিএনপিকে রূপরেখা দিয়ে জানাতে হবে।

এক প্রশ্নর উত্তরে তিনি বলেন, কোনো গুণী ব্যক্তির নাম বলা বিতর্ক করা নয়। ড. কামাল হোসেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূস এরা গুণী ব্যক্তি। তাদের গুণাবলী অস্বীকার করব কিভাবে। আমি যাদের নাম বলেছি কারও সঙ্গে পরামর্শ করে বা কাউকে জিজ্ঞাসা করে করিনি।

আমি চিন্তা করে দেখেছি দেশকে শান্তির দিকে নিয়ে যেতে হলে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে হবে। তা করতে হলে তাদের দরকার। এর বাইরে আরও দু-চারজন থাকতে পারেন।

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী আরও বলেন, জাতীয় সরকার বা সর্বদলীয় সরকার করতে হলে সবাইকে নিয়েই তো করতে হয়। আওয়ামী লীগের অন্তত ৩০ শতাংশ ভোট আছে। আমার প্রস্তাবে তাদের (আওয়ামী লীগ) নেওয়া হয়েছে যাতে অংশগ্রহণমূলক হয়।

১৬ মে 'জাতির সংকট নিরসনে জাতীয় সরকার' শিরোনামে একটি লিখিত প্রস্তাব বিভিন্ন গণমাধ্যমে পাঠান গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। তার প্রস্তাবে ৯ মাসের মধ্যে সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন এবং এর পরের ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা বলা হয়।

ওই প্রস্তাবে সর্বদলীয় ও বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে জাতীয় সরকার গঠনের জন্য বিশিষ্ট কয়েকজন নাগরিকের নামও নিজের প্রস্তাবে তুলে ধরেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222



সংসদীয় প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশী-আমেরিকান পেশাজীবীদের সাথে মতবিনিময়

ওয়াশিংটন ডিসি: বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধি দল শনিবার (২১ মে) বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডিসি এলাকার বাংলাদেশী-আমেরিকান পেশাজীবীদের সাথে মতবিনিময় এবং ঢাকা ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করেছে।

বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ ফারুক খান বাংলাদেশী-আমেরিকান পেশাজীবীদের দুই দেশের সম্পর্ক গভীর করার প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে অভিহিত করেন। ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্ক ও সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নিতে পেশাজীবীরা তাদের বক্তব্যে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। ফারুক খান এ ধরনের সভা নিয়মিত করার ওপর জোর দেন এবং দেশের আরও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশি-আমেরিকান পেশাজীবীদের পরামর্শও চান।

চার সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্য নুরুল ইসলাম নাহিদ, নাহিম রাজ্জাক ও কাজী নাবিল আহমেদ বৈঠকে বক্তব্য দেন।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ সহিদুল ইসলাম ঢাকা ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সম্পর্ক ও সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের জন্য দূতাবাসের বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করেন। অনুষ্ঠানে দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ দিনের সফর শেষ করে রোববার (২২ মে) সকালে প্রতিনিধি দলের ঢাকার উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন ত্যাগ করার কথা রয়েছে।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

IRS ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

বিদিশা-রেজাউলের হোয়াটসঅ্যাপ আলাপ নিয়ে তোলপাড় : থানায় জিডি

ঢাকা ডেস্ক: জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সাবেক স্ত্রী বিদিশা সিদ্দিকের সাথে জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়ার একটি হোয়াটসঅ্যাপ আলাপ ফাঁস হয়েছে। এই আলাপন নিয়ে জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের মধ্যে তোলপাড় চলছে। জাতীয় পার্টি চট্টগ্রাম বিভাগের অতিরিক্ত মহাসচিব রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া এ নিয়ে রাজধানীর রমনা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। গতকাল শনিবার বিকেলে তিনি নয়া দিগন্তের কাছে দাবি করেন, এটি ষড়যন্ত্রমূলক। থানায় জিডি করেছি। মামলাও করব। আশা করছি যারা এর সাথে জড়িত তারা শনাক্ত হবে।

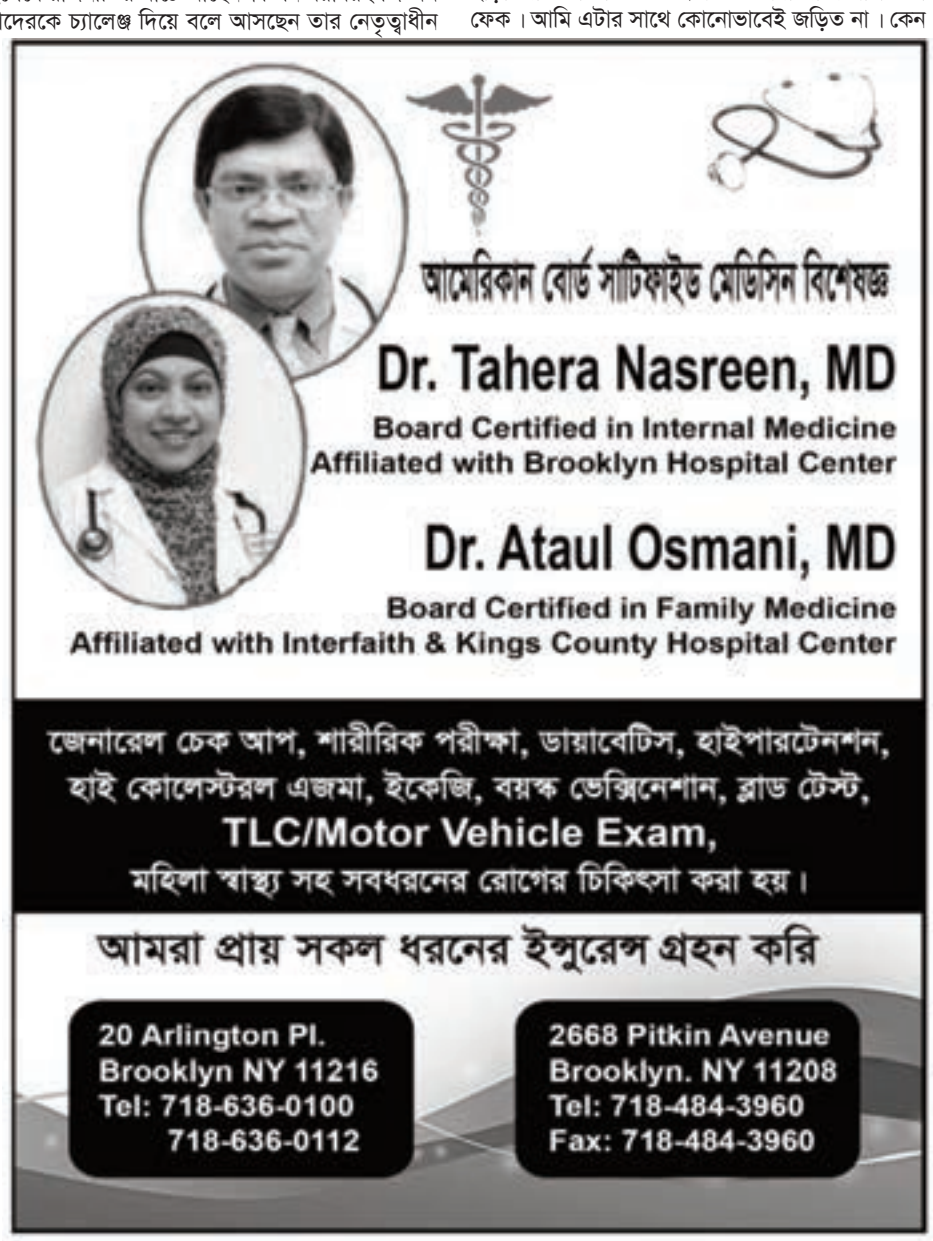
বিদিশা সিদ্দিক ২০০৫ সালে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ কর্তৃক তালাক প্রাপ্ত হন। তবে এরশাদের মৃত্যুর পর মাতৃত্বের দাবি নিয়ে তিনি রাজধানীর বারিধারাস্থ প্রেসিডেন্ট পার্কে ছেলে এরিক এরশাদের সাথেই থাকছেন। এরশাদের মৃত্যুর পর তার ছোট ভাই জি এম কাদের পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে তার নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করে প্রায় এক বছর হলো জাতীয় পার্টি পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার নেত্রী হিসেবে রাজনীতির মাঠে আছেন। তিনি বরাবরই জি এম কাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে আসছেন তার নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টিতে চমক আসছে সামনে। এই অবস্থায় বিদিশার সাথে জি এম কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির প্রভাবশালী প্রেসিডিয়াম সদস্য রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়ার 'কথিত' হোয়াটসঅ্যাপ আলাপের স্ক্রিন শট নেতাকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। ফাঁস হওয়া এই আলাপে জাতীয় পার্টি এবং আগামী নির্বাচন নিয়ে দু'জনের বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে বলে জানা গেছে। যদিও রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া দাবি করেছেন এটি সম্পূর্ণ ফেক। বের করার চেষ্টা করছি কে এটা করেছেন।

তিনি বলেন, আমার নিজস্ব হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়ে জিডি করেছি। আপনার মোবাইল থেকে যদি আমার বা কারো সাথে চ্যাট করেন, আপনার বা আমার মোবাইল ছাড়া আর কারো থেকে স্ক্রিন শট নেয়া যাবে না। এটা ফেক। আমি এটার সাথে কোনোভাবেই জড়িত না। কেন এই মুহূর্তে বিষয়টি সামনে এলো জানতে চাইলে তিনি বলেন, দলের মধ্যে গ্রুপিং লবিং আছে, হতে পারে।

জানা যায়, হোয়াটসঅ্যাপ আলাপচারিতার বিষয়টি নিয়ে জাপার সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী মহল পর্যন্ত আলোচনা হচ্ছে। এ বিষয়ে জাপা মহাসচিব মো: মুজিবুল হক চুন্নু অবশ্য বলেছেন, তিনি এটা এখনো জানেন না। তবে দলের অন্যতম প্রেসিডিয়াম সদস্য সাহিদুর রহমান টেপা স্ক্রিন শটের বিষয়টি স্বীকার করে বলেছেন, এটা রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। এর আগে আমার বিরুদ্ধে এ ধরনের ষড়যন্ত্র হয়েছিল। যেহেতু তিনি জিডি করেছেন, সব বেরিয়ে আসবে আশা করি।

গত ১৫ মে অ্যাডভোকেট মো: রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া রমনা থানায় জিডি করেছেন। জিডিতে তিনি উল্লেখ করেন, 'আমি বর্তমানে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য ও অতিরিক্ত মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। ১৫-৫-২০২২ তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৬টায় রমনা মডেল থানাধীন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এলে উপস্থিত নেতাকর্মীরা আমার ছবি সংবলিত 'জধলধঁষ ঠঁরধ' নাম ব্যবহার করা হোয়াটসঅ্যাপ আইডি থেকে 'ইবফরংযধ গধফধ' নামে হোয়াটসঅ্যাপ আইডির ৯ পাতার মেসেজের স্ক্রিন শট আমাকে দেখালে উক্ত 'জধ-লধঁষ ঠঁরধ' হোয়াটসঅ্যাপ আইডিটি আমার নয় বলে আমি উপস্থিত সব নেতাকর্মীকে জানাই এবং 'ইবফরংযধ গধফধ' নামে হোয়াটসঅ্যাপ আইডির সাথে আমার কখনো কোনো ফোন বা মেসেজ আদান-প্রদান হয়নি। উক্ত আইডির সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত নই। অজ্ঞাত কোনো ব্যক্তি আমার ছবি ব্যবহার করে ভুয়া হোয়াটসঅ্যাপ আইডি খুলে আমাকে রাজনৈতিক ও পারিবারিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা, বিব্রত, অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলকভাবে উক্ত হোয়াটসঅ্যাপ আইডি ব্যবহার করছে এবং হোয়াটসঅ্যাপ আইডিটি আমার বলে বিভিন্ন মাধ্যমে অপপ্রচার করছে।

নিজের মোবাইল নম্বর দিয়ে করা হোয়াটসঅ্যাপ আইডি এবং ফেসবুক আইডি জিডিতে উল্লেখ করে জাতীয় পার্টির এই নেতা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে বিদিশা সিদ্দিকের প্রতিক্রিয়া জানতে কয়েকবার ফোন দিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি।







বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ২১৮ স্ট্রীট এবং ৮৮ এভিনিউতে ২ বেড, ২ বাথ ও লিভিং, কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-২৪২৮ অথবা ৩৪৭-৫৬৭-৮৭১০।

হেলপ ওয়ান্টেড

ব্রঙ্কসের ১৭০৮ ইউনিভার্সিটি এভিনিউতে (বিএক্স ৩৬ বাস লেন) একটি কেনেডী ফ্রাইড চিকেন-এর জন্য লোক আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১ অথবা ৩৪৭-৮৬২-৪৭১৩

WANTED

Work from Home-Seeking Real-Estate Telemarketer (Cold Caller) Knowledgeable in NYC. Excellent Command in English. Contact: 917-523-4452 or 917-417-2032. e-mail: mkskarn@gmail.com

এ-১৮/২৫

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: জামিল। ফোন: ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০
এ-১৪/২১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।
মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ এবং ১০ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টের একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫।
মে-১৬/২৩

সেমি বেইজমেন্ট ভাড়া

সানিসাইডে ৪৮ স্ট্রীট এবং স্কীলম্যান এভিনিউতে সেমি বেইজমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। সেভেন ট্রেন সাবওয়ে ষ্টেশন সন্নিকটে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-৯৫৯৬ অথবা ৬৪৬-৫১২-১৫২০
মে-১৬/২৩

ইয়েলো ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয়

গাড়ীসহ হুইল চেয়ার ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয় হবে। আগ্রহী ব্যক্তি যোগাযোগ করুন: ফোন: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

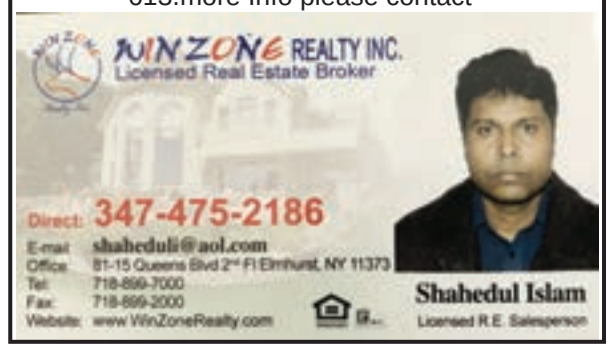
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

কেনেডি ফ্রাইড চিকেন বিক্রয়

একটি কেনেডি ফ্রাইড চিকেন স্টোর বিক্রয় হবে। গ্রেট লোকেশনে গুডি ইনকাম। মূল্যঃ $120k ঠিকানাঃ ১৭০৮ ড. মার্টিন এল কিং জুনিয়র বুলেভার্ড, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৫৩।
যোগাযোগঃ সাইদ ফোনঃ ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১।

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন সংগঠনের

(শেষের পাতার পর)

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কথা সাহিত্যিক আব্দুল গাফফার চৌধুরীর ইন্তেকালে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। পৃথক পৃথক বিবৃতিতে তারা শোক প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরী ১৯৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বর ব্রিটিশ শাসনামলে তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের উলানিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পেশাগত কারণে জনপ্রিয় এই সাংবাদিক ও কলামিস্ট বাংলাদেশের 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

কিংবদন্তি সাংবাদিক, কথা সাহিত্যিক ও কলামিস্ট আব্দুল গাফফার চৌধুরীর মৃত্যুতে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু তাহের ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম এক বিবৃতিতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, তার মৃত্যুতে দেশ ও জাতি একজন দেশ প্রেমিক সাংবাদিক-অভিবাবককে হারানো। তাঁর শূন্যতা পূরণ হবার নয়।

যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদের শোক

কিংবদন্তি সাংবাদিক, অসাম্প্রদায়িক এবং মৌলবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন কলম সৈনিক আব্দুল গাফফার চৌধুরীর মহাপ্রয়ানে যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের শোক প্রকাশ করেছে। এক বিবৃতিতে পরিষদ-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক ড. দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য বলেন, যুক্তরাজ্য প্রবাসী স্বনামধন্য এই সাংবাদিক স্বাধীনতাযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের মাধ্যমে নিবন্ধিত স্বাধীন বাংলার প্রথম পত্রিকা সাপ্তাহিক জয় বাংলা'র প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন।

পরিষদের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, আবদুল গাফ্ ফার চৌধুরীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ প্রগতিশীল, সৃজনশীল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একজন অগ্রপথিককে আমরা হারালাম। তাঁর একুশের অমর সেই গান বাঙালী জাতিকে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তির আন্দোলনে অসম সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধের অকুতভয় এবং সাম্প্রদায়িক তথা অপরাজনীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন শব্দ সৈনিক, ইতিহাস বেত্তা, কিংবদন্তি সাংবাদিক আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী-এর মহা প্রয়াণে আমরা শোকাহত ও স্তব্ধ, আমরা তার আত্মার শান্তি কামনা করি।

বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচারের

(শেষের পাতার পর)

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ফারুক খান বলেন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিএনপি-জামায়াত চক্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে, গুজব ছড়াচ্ছে এবং মিথ্যা কথা বলছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিরোধী অধিকাংশ প্রচারণা দেশের ভেতর থেকে নয় বিদেশ থেকে পরিচালিত হচ্ছে।

শুক্রবার (২১ মে) রাতে ভার্জিনিয়ার একটি হোটেলে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফারুক খান এমপি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগের মেরিল্যান্ড ষ্টেট, মেট্রো ওয়াশিংটন ও ভার্জিনিয়া ষ্টেট ইউনিট যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে।

ফারুক খান এমপি যুক্তরাষ্ট্রে একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দলের অন্য সদস্যরা হলেন নুরুল ইসলাম নাহিদ, নাহিম রাজ্জাক ও কাজী নাবিল আহমেদ।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি।

ফারুক খান দেশের উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অসামান্য অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, তারা সততা, পরিশ্রম ও দেশপ্রেমের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোটাধিকারের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব স্টেট এবং সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানসহ বেশ কয়েকজন আইনপ্রণেতার সঙ্গে তাদের আলোচনার কথা উল্লেখ করে ফারুক খান বলেন, তারা র‍্যাব এবং এর কিছু বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাদের ওপর সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা, বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরীর প্রত্যর্পণ, রোহিঙ্গা সংকট ও বিমানের ঢাকা-নিউইয়র্ক সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালু বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ফারুক খান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন।

নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৭ মে-কে বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন হিসেবে অভিহিত করে বলেন, আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দলকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা বক্তব্য রাখেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

'নায়করাজ রাজ্জাক' সম্মাননা পেলেন ইলিয়াস কাঞ্চন

(শেষের পাতার পর)

ক্যারিয়ারে সাড়ে তিন'শর বেশি সিনেমা ও নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের জন্য তাকে এই সম্মান দিয়েছে দেশটির বেঙ্গল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন চেম্বার অব কমার্স (বিএফটিসি)। শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে এই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান হয়। এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশী অভিনেতা আলমগীর, বর্ষীয়ান অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়, অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক, গার্গি রায় চৌধুরী, অনীক দত্ত, দেবজ্যোতি মিশ্র, জয়া শীল ঘোষ, ফেরদৌসুল হাসান প্রমুখ।

বিশিষ্ট অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় পেয়েছেন হীরালাল জীবনকীর্তি সম্মাননা। চলচ্চিত্র নির্মাতা গৌতম ঘোষ পান দেবকী কুমার বোস আজীবন সম্মাননা।

সম্মাননা পেয়ে ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, 'আমি সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই। মানুষের কর্মের জন্যই আমরা। আমার দ্বারা মানুষের ভালো কর্ম হোক—এটাই শুধু সৃষ্টিকর্তার কাছে আবেদন।'

আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চে ওঠেন বাংলাদেশের আরেক জনপ্রিয় অভিনেতা আলমগীর হোসেন। তিনি বলেন, 'ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে চলচ্চিত্র আদান-প্রদান জরুরি। বাংলাদেশে আমরা চাই ভারতীয় ছবি চলুক ও একইভাবে ভারতে বাংলাদেশের ছবি চলতে হবে।'

করোনার কারণে দুই বছর বন্ধ ছিল বেঙ্গল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন চেম্বার অব কমার্সের (বিএফটিসি) এই অনুষ্ঠান। এর আগে ২০১৮ সালে প্রথম নায়করাজ রাজ্জাক আজীবন সম্মাননা পান অভিনেতা আলমগীর হোসেন, পরের বছর এই পুরস্কারের মুকুট পরেন অভিনেত্রী কবরী সারোয়ার। তৃতীয়বারে এই পুরস্কার ইলিয়াস কাঞ্চনের মুকুটে উঠল।

টি-টোয়েন্টি-ওয়ানডে দলে এনামুল, টেস্টে

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশ সফরে আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই সিরিজকে সামনে রেখে সোমবার (২২ মে) তিন ফরম্যাটে ৪৮ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। তিন ফরম্যাটে দলেই আছেন তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। টেস্ট দলে রাখা হয়েছে মুস্তাফিজুর রহমানকে। আর ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলে রাখা হয়েছে এনামুল হক বিজয়কে।

একনজরে বাংলাদেশের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের স্কোয়াড

টেস্ট: মুমিনুল হক, তামিম ইকবাল, মাহমুদুল হাসান জয়, নাজমুল হোসেন শান্ত, সাকিব আল হাসান, লিটন দাস, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, ইয়াসির আলী চৌধুরী, তাইজুল ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজ, এবাদত হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ খালেদ আহমেদ, রেজাউর রহমান রাজা, শহিদুল ইসলাম, মুস্তাফিজুর রহমান ও নুরুল হাসান সোহান।

ওয়ানডে: তামিম ইকবাল, লিটন দাস, নাজমুল হোসেন শান্ত, সাকিব আল হাসান, ইয়াসির আলী চৌধুরী, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, আফিফ হোসেন ধ্রুব, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, কাজী নুরুল হাসান সোহান, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, মুস্তাফিজুর রহমান, এবাদত হোসেন চৌধুরী, নাসুম আহমেদ, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, এনামুল হক বিজয়।

টি-টোয়েন্টি: মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মুনিম শাহরিয়ার, লিটন দাস, এনামুল হক বিজয়, সাকিব আল হাসান, আফিফ হোসেন ধ্রুব, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, নুরুল হাসান সোহান, ইয়াসির আলী চৌধুরী, শেখ মেহেদী হাসান, মুস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, নাসুম আহমেদ, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্র আসার হিড়িক যে কারনে

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশী শিক্ষার্থী আবারো ভিসা পাওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত হলো। সম্প্রতি অতিরিক্ত চাপের কারনে ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত অ্যাপয়েনমেন্ট বন্ধ রাখার ঘোষণার হতাশা এবং অনিশ্চিত হয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র আসার স্বপ্ন। গত দুবছরে অধিক হারে ভিসা ইস্যু করে বিস্মিত করে ইউএস ভিসা অফিস। সংশ্লিস্ট সকলে মনে করছেন খুব কম খরছে সহজ নিয়মে আসার সুযোগ তৈরী হওয়ার কারনে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী শিক্ষার্থী আসার হিড়িক পড়েছে।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্র ভর্তির সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ডেস্ক এব্যাপারে বেশ আগ্রহ দেখাচ্ছে এবং কাজ বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে যে সব ছাত্রছাত্রী অধিক সংখ্যায় আসছেন তাদের মধ্যে যাদের ইংরেজী দক্ষতা বেশী এবং ভালো রেজাল্ট। আইএলটিএস কিংবা ডুলিংগ আছে স্কোর ভাল এমন শিক্ষার্থীরা স্থান করে নিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন কলেজে। পরিসংখান বলছে, অন্তত ১০ হাজার বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী ষ্টুডেন্ট ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, নেপালের শিক্ষার্থীরা আসছেন একই ক্যাটাগরিতে। বিস্ময়কর হলেও সত্য ল্যাংগুয়েজ কোর্স করার জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র এসেছেন বাংলাদেশ থেকে নামমাত্র খরচে আইএলটিএস কিংবা ডুলিংগ ছাড়া। সবচেয়ে বেশী শিক্ষার্থী যে ষ্টেটে এসে জড়ো হয়েছেন সেটি নিউইয়র্ক। এই রাজ্যের এএসএ কলেজে ভর্তি হয়েছেন শত শত ছাত্রছাত্রী। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এদের বেশীর ভাগই কলেজ পরিবর্তন করে এসেছেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে। নিউইয়র্ক-এর পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া অঙরাজ্যের বিভিন্ন কলেজ। যেখানে অনেক বাংলাদেশী ছাত্র এসেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী ছাত্র আসার এই হিড়িক আপাতত কমে গেলেও আবারো সেটি চালু হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট সবাই। বর্তমানে অ্যাম্বেসীতে অ্যাপয়নমেন্ট বন্ধ আছে। আগে যাদের অ্যাপয়নমেন্ট নেয়া ছিল তারা আসতে পারছেন। তবে বিভিন্ন কলেজে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী শিক্ষার্থী ভর্তির অপেক্ষায় আছে। অপর দিকে হাজার হাজার বাংলাদেশী শিক্ষার্থী প্রস্তুত হয়ে আছেন যুক্তরাষ্ট্র আসার জন্য। এমন অবস্থায় খুব শিঘ্রই অ্যাপয়নমেন্ট চালু হবে এমন অপেক্ষায় ভিসা প্রত্যাশীরা।

তিনজনকে পথমেলায় মরনত্তোর সম্মাণনা জানানো হবে

(শেষের পাতার পর)

মরনত্তোর সম্মাণনা জানানো হবে। কমিউনিটিতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য তাদেরকে এই সম্মাণনা দেয়া হবে। এরা হলেন বাংলাদেশ সোসাইটি সভাপতি মরহুম কামাল আহমেদ, খানস টিউটোরিয়াল-এর প্রতিষ্ঠাতা, একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবীদ মরহুম ড. মনসুর খান ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, মান্নান বেকারী, গ্রোসারী ও সুপারমার্কেটের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম সাঈদ রহমান মান্নান। মেলার আহ্বায়ক নাসির আলী খান পল ইউএনএ প্রতিনিধি-কে এই তথ্য জানান। উল্লেখ্য, বাংলাদেশী অধ্যুষিত জামাইকার ১৬৫-৬৫ ৮৪ এভিনিউ এলাকায় (টমাস এডিশন হাই স্কুলের সামনে) দিনভর এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। খবর ইউএনএ'র।

নাসির আলী খান বলেন বলেন, বাংলাদেশের অসহায় পথশিশুদের সাহায্যার্থে নবগঠিত জ্যামাইকা বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন এই মেলার আয়োজন করছে। মূলত: বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত মেলার কার্যক্রম চলবে। মেলায় ১২ থেকে ১৫ হাজার দর্শক আশা করছেন পল খান। তিনি জানান, আনুমানিক ৫০ হাজার ডলার বাজেটের এই মেলা থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ বাংলাদেশের পথমিশুদের সাহয্যের জান্য পাঠানো হবে। এজন্য দেশের পথশিশুদের জন্য কাজ করছে এমন তিনটি সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের সাথে কথাও হয়েছে। তিনি বলেন, মেলায় আগত ১৫ হাজার লোক যদি অন্তত এক ডলার করেও ডোনেশন দেয় তাহলে ১৫ হাজার ডলার আয় হবে। আর ১৫ হাজার ডলার যদি বাংলাদেশী টাকায় এক ডলার সমানে ৮৫ টাকা ধরা হয় তাহলে ১২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা সাহায্য করা সম্ভব।

তিনি বলেন, মেলায় বাংলাদেশের জনপ্রিয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী একুশে পদকপ্রাপ্ত রথীন্দ্র নাথ রায়, অপর জনপ্রিয় শিল্পী শিল্পী কনক চাঁপা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী শহীদ হাসান সহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। বেচা-কেনার জন্য মেলায় থাকবে রকমারী স্টল। মেলা সফল করতে তিনি সকল প্রবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

নাসির আলী খান বলেন বলেন, মেলাটি সফল করতে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সিনিয়র নির্বাহী যুগ্ম আহ্বায়ক এবিএম ওসমান গণি, যুগ্ম আহ্বায়ক বিলাল আহমেদ চৌধুরী ও আহসান হাবীব, সদস্য সচিব লায়ন আহসান হাবীব, প্রধান সমন্বয়কারী রিজু মোহাম্মদ, সমন্বয়কারী আমিনুল ইসলাম চুন্ন, জে মোল্লা সানি, মজিদ আকন্দ ও ফারজানা হক, যুগ্ম সদস্য সচিব মোহাম্মদ আক্তার বাবুল, মুসা মানিক, মহর খান ও তামান্না হাসিনা।

কমিটির উপদেষ্টামন্ডলীতে রয়েছেন: মোর্শেদ আলম, মাফ মেসবাহ উদ্দিন, আওয়াল সিদ্দিকী, ডা. ওয়াজেদ এ খান, সালেহ আহমেদ, সৌদ চৌধুরী, মনজুর আহমেদ চৌধুরী, রেজাউল করীম চৌধুরী, মনির হোসেন, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, তৈয়বুর রহমান হারুন, সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ সাবুল, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, এএফ মিসবাহউজ্জামান, ইফজাল চৌধুরী, ডা. নার্গিস রহমান, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, মোহাম্মদ ফিরোজ, আফরোজা রোজী ও হারুন খান।

৫ কেন্দ্রে ভোট ঃ জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারণা

(শেষের পাতার পর

)কেন্দ্রগুলো হলো– কুইন্স সেন্টার (এনটিভি ভবন, ৩৬-০১ ৩৭ এভিনিউ, এলআইসি, নিউইয়ক ১১১০১), ওজনপার্ক কেন্দ্র দেশী সিনিয়র সেন্টার, ৮৩-১০ রকওয়ে বুলেভার্ড, কুইন্স নিউইয়র্ক ১১৪১৬), ব্রঙ্কস সেন্টার (নিরব রেষ্টুরেন্ট, ২০৯৬ স্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২), নিউজার্সী সেন্টার (ফিরিম্যান হল, ২২৬ ওয়ালনাট স্ট্রীট, পেটারসন, এনজে ০৭৫২২) এবং ফিলাডেলফিয়া সেন্টার (আল-শ্যাম রেষ্টুরেন্ট, ৬৭৩৮ নুষ্টলেটন এভিনিউ, ফিলাডেলফিয়া, পিএ ১৯১৪৯)।

এসোসিয়েশনের ১৯ টি পদের মধ্যে সভাপতি-সম্পাদকসহ ৫ পদে ভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাকী ১৪ পদের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেসরকারীভাবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তারা সকলেই 'বদরুল-মঈনুল' প্যানেলের প্রার্থী বলে জানা গেছে।

'বদরুল-মইনুল' প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি-বদরুল হোসেন খান, সহ সভাপতি (সিলেট)- মো: লোকমান হোসেন লুকু, সহ সভাপতি (সুনামগঞ্জ)-মোহাম্মদ শাহীন কামালী, সহ সভাপতি (হবিগঞ্জ)- মো: শফি উদ্দিন তালুকদার, সহ সভাপতি মৌলভীবাজার)-বশির খান, সাধারণ সম্পাক- মইনুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক- রোকন হাকিম, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ আলীম, সাংগঠনিক সম্পাদক- ইফজাল আহমেদ চৌধুরী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- হোসেন আহমদ, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক- ফয়ছল আলম, ক্রীড়া সম্পাদক- মান্না মুনতাসির, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক- বুরহান উদ্দিন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক-জাহিদ আহমেদ খান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- সুতিপা চৌধুরী, কার্যকরী সদস্য (সিলেট)- হেলিম উদ্দিন, কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ)- শামীম আহমেদ, কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ)- দেলোয়ার হোসেন মানিক, কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার)- মিজানুর রহমান।

এদিকে স্বতন্ত্রভাবে সভাপতি পদে লড়ছেন মাসুদুল হক ছানু ও মিসবা আবদীন, সাধারণ সম্পাদক পদে লড়ছেন সাইকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি (সিলেট জেলা) পদে শাহ মিজানুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ পদে মিসবাহ উদ্দিন আহমেদ, সাংগঠনিক ও সাদস্যিক সম্পাদক পদে শাহীদুল হক।

সবমিলিয়ে এখন নির্বাচনী প্রচারণা জমে উঠেছে। বিভিন্ন মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদান ছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং সভা-সমাবেশের মাধ্যমে চলছে এই প্রচারণা। চলছে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রং বে রং এর পোস্টারিং।

অপরদিকে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলামের নেতৃত্বে 'বদরুল-মইনুল' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনার জন্য সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ মাজিদ-কে আহ্বায়ক, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ আহমদ-কে সদস্য সচিব করে শতাধিক সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হচ্ছেন বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম। কমিশনের সদস্যরা হলেন- মোশাররফ হোসেন, সাব্বির হোসেন, আহমেদ এ হাকিম ও মিনহাজ আহমেদ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আসন্ন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক

নির্বাচন, ৫ই জুন, রবিবার, ২০২২ ইং

পরিবর্তন ও জবাবদিহিতার অঙ্গীকার নিয়ে

কোষাধ্যক্ষ পদে

(নিউইয়র্ক গোলাপগঞ্জ এসোসিয়েশন এর জয়েন্ট সেক্রেটারি)

মিসবাহ উদ্দিন আহমদ

সম্মানিত ভোটারদের কাছে



ভোট ও দোয়া প্রার্থী

প্রচারেঃ
জালালাবাদবাসী, যুক্তরাষ্ট্র

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.





SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:
718-482-7766, 917-562-1368

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না



Free Consultation



কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্লুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্থ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com



BARI HOME CARE

বারী হোম কেয়ার

Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

চলমান কেস ট্রানস্ফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

- মিডটাউন ম্যানহাটন স্থায়ী বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
- আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইন সম্মত।
- আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

ট্রান্সফার ও নতুন কেস
$22
5 BOROUGH প্রতি ঘন্টায়
$১৯ লং আইল্যান্ড
$১৮ ডলার বাফেলো

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

- হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোনও ফি চার্জ করি না।
- কেয়ারগিভারদের অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন।
- আমরা মেডিকেইড/মেডিকেয়ার/ ষ্ট্যাম্প/ফুড স্টাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি

আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901

আমার CDPAP, HHA, PCA সার্ভিসেস প্রদান করি

আপনার পছন্দমত ডাক্তার রাখতে পারবেন ঔষধ পেতে কোন সমস্যা হবে না



Asif Bari (Tutul)
C.E.O

JACKSON HEIGHTS OFFICE: 37-16 73rd Street Suite 401, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 718-896-7100
JAMAICA OFFICE: 169-06 Hillside Ave. 2nd Fl Jamaica, NY11432 Tel: 718-291-4163
BRONX OFFICE: 2113 Starling Ave. Suite 201 Bronx, NY 104621 Tel: 718-319-1000
BUFFALO OFFICE: 977 Sycamore St 2nd Buffalo, NY 14212 Tel: 347-272-3973
LONG ISLAND OFFICE: 469 Donald Blvd, Holbrook, NY 11741 Tel: 631-428-1901
OZONE PARK OFFICE: 33 101 Ave, Brooklyn, NY 11208 Tel: 718-942-5554
BROOKLYN OFFICE: 509 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218 Tel: 347-240-6566 Cell: 347-777-7200
BUFFALO ADDRESS: 59 Walden Ave Buffalo, NY 14211 Tel: 716-891-9000 716-400-8711

646-630-9581 info@barihomecare.com www.barihomecare.com

MW

জ্যামাইকায় Grand Opening

বাংলাদেশীদের মুখরোচক খাবারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

MY SECOND WIFE

Steaks & Kabab palace | 100% zabiha Halal

169-04, Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-480-6866, E-mail: mysecondwife@gmail.com

-: মুখরোচক খাবারের মধ্যে রয়েছে :-

- Afghan Kabab
- Chicken / Beef Adana Kabab (Turkish)
- Chicken Kadai
- Chicken Tikka Masala
- Butter Chicken
- Chapli Kabab
- Iranian Beef Kabab
- Steaks
- We serve Pakistani and Indian gravy deshes also.

Lunch Special from 10.00 AM to 4.00 PM $7.99

বিশেষ আয়োজনেঃ.....
বিয়ে-শাদী, প্যাকেট সিন্নি, জন্ম উৎসব সহ যেকোন অনুষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা হয়। তাই এখনই আপনার/আপনাদের মুখরোচক খাবারের খোঁজ করুন- Mohammed

For Catering Call- 917-497-0774

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // May 23// 2022

দোনবাসের পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন: জেলেনস্কি

ঢাকা ডেস্কঃ দোনবাসের পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন। কারণ রাশিয়ান সেনাবাহিনী গত কয়েক দিন ধরে স্লোভিয়ানস্ক ও সেভেরোদোনেৎস্কে হামলার পরিমাণ বাড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। শনিবার রাতে টেলিভিশনের এক ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। খবর সিএনএনের। তিনি বলেন, ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী এই আক্রমণকে প্রতিহত করছে। প্রতিদিন রাশিয়ার এই আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের ব্যাহত করছেন ইউক্রেন যোদ্ধারা। তার ফল হলো একটিই– সেই কাঙ্ক্ষিত দিনটির জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করছি। যুদ্ধ করছি, বিজয় অর্জন করার জন্য। জেলেনস্কি বলেন, রুশ বাহিনী খারকিভ ও সুমি অঞ্চলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে। এ ছাড়া দোনবাসে সম্ভাব্য সব জায়গায় হামলা চালাচ্ছে। তবে রাশিয়াকে কোনো বিজয় অর্জন করতে দেব না।







যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক জোরদারে আরও নিবিড় সহযোগিতার ওপর বাংলাদেশ সংসদীয় দলের গুরুত্ব আরোপ



ওয়াশিংটন ডিসি: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধি দল বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আরও নিবিড় সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বৃহস্পতিবার (১৯ মে) সংসদীয় দলের এখানে সফরের দ্বিতীয় দিনে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যাম্বাসেডর ডোনাল্ড লু এর সাথে তার স্টেট ডিপার্টমেন্টের অফিসে এবং কংগ্রেসম্যান ডোয়াইট ইভান্সের সাথে তার ক্যাপিটল হিলের লংওয়ার্থ অফিসে বৈঠককালে এই অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রতিনিধি দলটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে একটি গোলটেবিল বৈঠকেও অংশ নেয়।

সংসদীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্থায়ী কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ ফারুক খান এমপি। দলের অন্য সদস্যরা হলেন নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি; নাহিম রাজ্জাক, এমপি; এবং কাজী নাবিল আহমেদ, এমপি। এসব বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ সহিদুল ইসলামসহ দূতাবাসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু'র সঙ্গে বৈঠক

দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যাম্বাসেডর ডোনাল্ড লু-এর সাথে বৈঠকে, সংসদীয় দলটি বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।

অ্যাম্বাসেডর লু কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের ব্যবস্থাপনার ভূয়সি প্রশংসা করেন এবং এর ভ্যাকসিন বিতরণ ব্যবস্থাকে বিশ্বের অন্যতম সেরা বলে অভিহিত করেন। তিনি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং কোভিড-১৯ সহযোগিতাকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে মন্তব্য করে বলেন এসব খাতে দুই দেশ তাদের সহযোগিতা বাড়াতে পারে। উভয় পক্ষ আইসিটি খাতে বাংলাদেশের বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছে এবং সিলিকন ভ্যালি ও বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কের মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণের ওপর জোর দিয়েছে।

সফররত প্রতিনিধি দল বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি রাশেদ চৌধুরীকে দ্রুত প্রত্যর্পণে বাইডেন প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেন। তারা র‍্যাব ও এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ওপর সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিও তুলে ধরেন। প্রতিনিধিদলের নেতা ফারুক খান দুদেশের জনগনের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নত করতে বাংলাদেশ বিমানের ঢাকা-নিউইয়র্ক সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালুর ওপর জোর দেন।

শ্রম অধিকারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা, অবকাঠামো প্রকল্পে বৃহত্তর বিনিয়োগের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ডিএফসি অর্থায়নে বাংলাদেশের প্রবেশাধিকার, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের উন্নয়নে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ এবং চলমান প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতার বিষয় আলোচনায় স্থান পায়।

কংগ্রেসম্যান ইভান্সের সাথে বৈঠক

যুক্তরাষ্ট্র হাউস ওয়েজ অ্যান্ড মিনস কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য কংগ্রেসম্যান ডোয়াইট ইভান্স ফিলাডেলফিয়ায় তার নির্বাচনী এলাকায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। ২০১৯ সালের অক্টোবরে তার বাংলাদেশ সফরের কথা স্মরণ করে কংগ্রেসম্যান ইভান্স আশা প্রকাশ করেন যে বাংলাদেশের সংসদীয় প্রতিনিধিদলের যুক্তরাষ্ট্রে সফর ওয়াশিংটন-ঢাকা সম্পর্ককে আরও জোরদার করবে। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য তার অব্যাহত সমর্থনের পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ বাংলাদেশ-মার্কিন অংশীদারিত্বের আশ্বাস দিয়েছেন।

সংসদীয় প্রতিনিধিদল রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের মানবিক ও রাজনৈতিক সহায়তার প্রশংসা করেছে। তারা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদেও গ্রহণ করার জন্য মিয়ানমারের উপর যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের চাপ অব্যাহত রাখার জন্য কংগ্রেসম্যান ইভান্সকে অনুরোধ করেছেন।

উভয় পক্ষই ঢাকা-নিউইয়র্ক সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালুর ব্যাপারে একমত প্রকাশ করে বলেন, এর ফলে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্ক ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

আইআরআই-এ গোলটেবিল বৈঠক

বাংলাদেশের সংসদীয় প্রতিনিধি দলটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) সাথে একটি গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নেয়। আইআরআই-এর প্রেসিডেন্ট ড. ড্যানিয়েল টুইনিং আইআরআই পক্ষের নেতৃত্ব দেন। বৈঠকে আইআরআই-এর এশিয়া বিভাগের পরিচালক জোহানা কাও, ডেপুটি ডিরেক্টর রোন্ডা মেস, সহযোগী পরিচালক ম্যাট কার্টার, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার রোহুল্লাহ নিয়াজি, বাংলাদেশ প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ড. জিওফ্রে ম্যাকডোনাল্ড এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের কূটনীতিকরা উপস্থিত ছিলেন।

স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধি দল উল্লেখ করেছে যে বাংলাদেশ সরকার ২০২৪ সালের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নিচ্ছে। প্রতিনিধি দলটি উল্লেখ করেছে যে সরকারের প্রচেষ্টাকে অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দল দ্বারা সমর্থন ও সহায়তা করা দরকার, কারণ তাদের সকলেরই ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রয়েছে। তারা নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য আইআরআই-এর সহায়তাকে স্বাগত জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine

ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign

ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

• Primary Care • Annual Exam • Physical Checkup • TLC Test • Diabetes • Immigration • Cholesterol • EKG • • Spiro • PAP Smear • Pregnancy Test • Allergies • TB Test • Vaccinations • Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC

3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710



JAMAICA HALAL WINGS
• PIZZA • CHICKEN • BURGER

حلال
HALAL
100% Quality Food

HERO-GYRO-BURGERS
SEAFOOD-SALADS

আমরা ৭ দিন! ২৪ ঘন্টা খোলা

আমরা ক্যাটারিং এবং ডেলিভারী করে থাকি

Call for Pickup
347-233-4709
Get your order delivered!

GRUBHUB UBER eats DOORDASH

PayPal

JAMAICA HALAL WINGS
167-19 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates · ETIHAD · SAUDIA · QATAR · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · SINGAPORE AIRLINES · AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

NMLS#177308
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
☐ Low Closing Cost ☐ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA



আবদুল গাফফার চৌধুরীর ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন সংগঠনের শোক প্রকাশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কালোজয়ী গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী..... আমি কি ভুলিতে পারি' গানের রচয়িতা, (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

'ভাবশিষ্য'দের লেটেস্ট প্রজেক্ট!



আগেকার দিনে রাজা বাদশাহ নবাব জমিদারদের পরিবারে দাসী-বান্দীর ঘরে সন্তান জন্ম দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। ছেলে সন্তান হলে বলা হতো 'হাউতা পোলা'। 'বান্দীর পোলা' কথাটা এখান থেকেই আসা। এই চল এখন নাই, তবে সমাজে লেন্দুপ দর্জির কিছু হাউতা পোলার বিচরণ দেখা যায়। (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন-২০২২

৫ কেন্দ্রে ভোট ঃ জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারণা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: উত্তর আমেরিকার অন্যতম বৃহত্তর আঞ্চলিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক-এর কার্যকরী কমিটি ২০২২-২০২৪-এর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রচারণা জমে উঠেছে। আগামী ৫ জুন রোববার ৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে 'বদরুল-মঈনুল' পূর্ণাঙ্গ প্যানেল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। অপরদিকে সভাপতি পদে মাসুদুল হক ছানু এবং সাধারণ সম্পাদক পদে সাইকুল ইসলাম স্বতন্ত্রভাবে লড়ছেন। নিউইয়র্ক, নিউজার্সী, কানেকটিকাট ও পেন-সিলভানিয়া রাজ্যের ১০ হাজারের অধিক সদস্য এই নির্বাচনে ভোটার বলে জানা গেছে। নির্বাচন কমিশনের প্রধান আতাউর রহমান সেলিম জানান, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ৫টি ভোট কেন্দ্র নির্দারণ করা হয়েছে। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্র আসার হিড়িক যে কারনে

এমদাদ চৌধুরী দীপু: সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আগামী জুনে আবারো বাংলাদেশী শিকক্ষার্থীদের ভিসা এপয়েনমেন্ট চালু করার ঘোষনা দিয়েছে ইউএস অ্যাম্বাসী ঢাকা। ফলে অপেক্ষায় থাকা হাজার (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ইউএনএ-কে নাসির আলী খান পল

তিনজনকে পথমেলায় মরনত্তোর সম্মাণনা জানানো হবে





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): আগামী ২৯ মে রোববার অনুষ্ঠিতব্য জ্যামাইকা-বাংলাদেশ পথমেলায় নিউইয়র্কের তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

কামাল আহমেদ, মনসুর খান ও সাঈদ মান্নান

বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সাইবার যুদ্ধ শুরু করুন : ফারুক খান এমপি

ওয়াশিংটন ডিসি: আওডামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মুহাম্মদ ফারুক খান এমপি বিএনপি-জামায়াতের বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সমন্বিতভাবে সাইবার যুদ্ধ শুরু করার জন্য আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের প্রবাসী নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



আওয়ামী লীগের সমাবেশে মঞ্চে ফারুক খান এমপিসহ অতিথিবৃন্দ

সিলেট সদর এসোসিয়শন নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ

নিউইয়র্ক: সিলেট সদর থানা এসোসিয়শনে অফ আমেরিকা ইনকের নবগঠিত কমিটির (২০২২-২০২৪) শপথ গ্রহণ কুইন্সের একটি রেস্টুরেন্টে শুক্রবার (২১ মে) সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ইয়ামিন রশিদের সভাপতিত্বে এবং উপদেষ্টা হাজী (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বনভোজন ১৭ জুলাই

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী সংবাদিকদের প্রথম প্রেসক্লাব নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বার্ষিক বনভোজন আগামী ১৭ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ বেথপেজ ষ্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাবের (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

মিশিগানে সম্মাননা পেল ৭ বাংলাদেশী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে সম্মাননা পেয়েছেন সাত বাংলাদেশী অ্যাক্টিভিস্টস। মিশিগান রাজ্যের ওয়ারেন শহরে বাংলাদেশী কমিউনিটির উন্নয়নে ভূমিকা রাখায় ওয়ারেন সিটি অব কাউন্সিল তাদের স(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)



বাইতুল্লাহর তওয়াফ ও বাইতুল্লাহ কেন্দ্রীক জীবন

জাফর আহমাদ

তাওয়াফ অর্থ যিয়ারত করা। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর ঘর কা'বার চার পার্শ্বে যিয়ারত ও চক্কর দেয়া। তওয়াফ হজ্বের একটি অংশ। (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

খেলার খবর

টি-টোয়েন্টি-ওয়ানডে দলে এনামুল, টেস্টে ফিরলেন মুস্তাফিজ

স্পোর্টস ডেস্ক: জুলাইয়ে দুটি টেস্ট এবং তিনটি করে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে খেলতে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

লিচুর উপকারিতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লিচু একটি অতি পরি-চিত ফল। আমাদের প্রায় সবারই এ ফল বেশ প্রিয়। বাজারে উঠতে শুরু করেছে লিচু। (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বিনোদন

'নায়করাজ রাজ্জাক' সম্মাননা পেলেন ইলিয়াস কাঞ্চন

বিনোদন ডেস্ক: চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন কলকাতায় নায়করাজ রাজ্জাক নামাঙ্কিত আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন। তিন দশকের বেশি লম্বা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যাক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্লট/স্পেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
E-mail : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com
Each Office is independently owend and operated

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide....
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Kuwait Airways
SAUDIA
BRITISH AIRWAYS
Biman BANGLADESH AIRLINES
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিশ্চিন্তে টাকা পাঠান বাংলাদেশের সর্বত্র
Authorized Agent of
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com